নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
টুকটুকে রামায়ণ

টুকটুকে রামায়ণ

বাল্মীকির মূল সপ্তকাণ্ড রামায়ণের সারাংশ

ছোটকে রামায়ণ

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

নবপত্র প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ : ১৩১৭

প্রথম নবপত্র প্রকাশ : ১৩৮৭

প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন/কলিকাতা-৯

মুদ্রক : বিভাস কুমার গুহঠাকুরতা
ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস
৯/৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ ও ভিতরের ছবি : সুবোধ দাশগুপ্ত

দাম : পনেরো টাকা

TUKTUKE RAMAYAN
BY
NABAKRISHNA BHATTACHARYYA.

উপহার

—*—

প্রিয়তম

করকমলেষু—

টুক্‌টুকে রামায়ণ

তোমার সুন্দর হাতে কেমন সাজে—

দেখিবার জন্য

প্রীতিভরে উপহার দিলাম।

তোমারই

"রাম সম সত্যপ্রিয় ন্যায়বান্ নরে,
লক্ষ্মণ ভরত সম অনুজ-নিকরে,
সীতা সম সতীতে হইয়া সুগঠিত,
ভারতের প্রতিগৃহ হউক শোভিত।"

বাঙ্গালার সাহিত্যগুরু

পরমপূজ্যপাদ

স্বর্গীয়

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের

চরণোদ্দেশে

সেবকের

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ

একান্ত ভক্তির সহিত

উৎসর্গীকৃত

হইল।

সেবক

নবকৃষ্ণ

টুক্‌টুকে রামায়ণ

বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ

গিরিশচন্দ্র বসু, এম্. এ.

মহাশয় বলেন—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য-রচিত "টুক্‌টুকে রামায়ণ" অনেক দিন ও অনেকবার পড়িয়াছি। ছেলেদের উপযুক্ত এরূপ পুস্তক কমই দেখিয়াছি, সেই জন্য অনেক দিন হইতে আমার অধীনস্থ স্কুলে ইহা পাঠ্যরূপে চালাইয়াছি। আমি মনে করি, উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে পড়িলে তিনি নিশ্চয়ই এই পুস্তক পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিবেন।

গিরিশচন্দ্র বসু

(প্রিন্সিপাল, বঙ্গবাসী কলেজ)

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত বাবু নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্ঞাতি-ভাই—নারিটের ভট্টাচার্য্য। নবকৃষ্ণ বাবু অনেক দিন বঙ্কিম বাবুর কাছে কাজ করিয়াছিলেন, বঙ্কিম বাবু ইঁহার কবিতার খুব আদর করিতেন। ইনি সেই সময়ে একখানি ছোট রামায়ণ লিখিয়াছিলেন। বইখানি তখন পড়িয়াছিলাম, বইখানি বেশ হইয়াছিল। আবার এতদিনের পর তিনি নূতন করিয়া সেই রামায়ণ লিখিয়াছেন। বইখানির নাম দিয়াছেন "টুক্‌টুকে রামায়ণ"। রাঙ্গা টুক্‌টুকে নয়, টুক্‌টুক্ করিয়া রামায়ণের সকল কথাই ইহাতে আছে। সে বইখানি ছিল ছোট, এখানি হইয়াছে বড়। সেখানিতে সব কথা ছিল না, এখানিতে কোন কথাই বাদ পড়ে নাই। এখানিতে খাস খাঁটি বাল্মীকি রামায়ণের কথা আছে। পদ্মপুরাণ কালিদাস, ভবভূতি, কৃত্তিবাস, তুলসীদাস রামায়ণে যে সকল কথা জুড়িয়া দিয়াছেন, তাহা বাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে লবকুশের যুদ্ধ নাই, অকালে দেবীর বোধন নাই, অগস্ত্যের মুখে রাবণের দিগ্বিজয়ের কথা প্রভৃতি নাই—খাস খাঁটি বাল্মীকি রামায়ণের কথাই আছে। ভাষা ও ছন্দ সেই আগেকার মত। ইহাতে সংস্কৃতের ঘনঘটা নাই। সাদাসিধে চলতি কথায় লেখা হইয়াছে। ছন্দ সেই পয়ার, সেই ত্রিপদী ; কিন্তু একালের মত নয়, সেকালের পাঁচালির মত লেখা। ছেলেদের পক্ষে, এমন কি বুড়োদের পক্ষেও খুব সুবিধা ; মস্ত মস্ত রামায়ণের বই পড়িতে হইবে না। সকল বাঙ্গালীর বাড়ীতে এক একখানি বই থাকা আবশ্যক।

১২ই জানুয়ারি,
১৯২৬

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

সে আজ অনেক দিনের কথা, আমার বাল্যকালে স্বর্গীয়া মাতৃদেবী এবং আমার জ্যেষ্ঠতাত-কন্যা স্বর্গীয়া 'মেজো দিদি' প্রভৃতি সন্ধ্যাকালে আহ্নিক ক্রিয়াদি সমাপনান্তে প্রায়ই আবৃত্তি করিতেন—

"সিন্ধু হৈল বন্ধন, রামচন্দ্র হৈলেন পার।
বানরে বেড়িল আসি লঙ্কার দুয়ার ॥
রাম বলেন, সুগ্রীব মিতে আর কেন বিলম্ব।
করে না কেন রাবণ রাজা যুদ্ধের আরম্ভ ॥
সাগর-পার বলে তার বড় ছিলো আঁটুনী।
সে বোল ফুরালো এখন কি বলে তা শুনি ॥" ইত্যাদি।

তখন তাঁহাদের মুখে উহা এতই মিষ্ট লাগিত যে, উহা আবৃত্তি করিতে শুনিলেই যেখানে থাকিতাম, তাঁহাদের কাছে ছুটিয়া গিয়া বসিতাম। রামায়ণের 'অঙ্গদ রায়বার'ও ঐরূপ মিষ্ট লাগিত।

আমার বিদ্যালয়-পাঠ্য "শিশুরঞ্জন রামায়ণ" লিখিত ও প্রকাশিত হইলে, পূজ্যপাদ স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উহা দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং উহার স্থানে স্থানে শিশুদের পক্ষে কঠিন ও দীর্ঘ যে সমস্ত পদ ছিল তাহা তিনি অবসরমত পরিবর্ত্তন করিয়া দেন বা আমি নিজেই পরিবর্ত্তন করিয়া লই, এরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। অবিলম্বেই তাঁহার উপদেশ বা আদেশ পালন করিয়া কৃতার্থ হই। তখনই কিন্তু, রামায়ণের আখ্যান অবলম্বনে শিশুদের আনন্দজনক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ লিখিবার আগ্রহ জন্মে। উপরি উদ্ধৃত কয়েক পংক্তি কবিতার ছন্দোবন্ধন-প্রণালী ও প্রাঞ্জলতা তখনই আমি আমার উদ্দেশ্যসাধন পক্ষে আদর্শ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। এখনও তাহাই মনে রাখিয়াছি।

এত দিনের পর, ঐরূপ একখানি ছোট বই লিখিবার ইচ্ছা আছে শুনিয়া, আমার পরম সুহৃৎ শিশুপাঠ্য সাহিত্যে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ সরকার একান্ত যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করায় সম্প্রতি ইহা লিখিত ও প্রকাশিত হইল। এমন কি, তাঁহার আগ্রহ ও যত্নই এই গ্রন্থের মূল। ইহার বাহ্য-সৌষ্ঠব-সাধনের জন্যও তিনি যথেষ্ট চেষ্টা ও ব্যয়-স্বীকার করিয়াছেন। এই

সকল কারণে তাঁহার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। রামায়ণের মূল বিষয় অবগত হইবার পক্ষে, ইহা দ্বারা শিশুদের যদি কিঞ্চিন্মাত্রও সাহায্য হয়, তাহা হইলেই কৃতার্থ হইব।

নিজের অসুস্থতা এবং সুহৃদ্বরের ব্যস্ততাপ্রযুক্ত পুস্তকখানিতে বিস্তর ত্রুটি রহিল। পুনর্মুদ্রণের সময়, সাধ্যানুসারে সেগুলি পরিহারের চেষ্টা করিব।

কলিকাতা,
১৯শে আশ্বিন, ১৯১৭

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

টুকটুকে রামায়ণ দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হইল। প্রথম বারের মুদ্রিত কয়েক সহস্র পুস্তক প্রায় দুই বৎসরের মধ্যেই ফুরাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল—পুস্তক নিঃশেষিত হইবার প্রায় দশ বৎসর পরে। এই দীর্ঘকাল বিলম্বের জন্য আমিই অপরাধী।

প্রথমবারের পুস্তক অল্প কয়দিনের মধ্যেই লিখিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এমন কি, লেখা ও ছাপা সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়াছিল। সেবার শারদীয়া পূজার পূর্ব্বেই ইহা পাঠকদিগকে উপহার দিবার কল্পনা আমারও ছিল, প্রকাশক মহাশয়েরও ছিল। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া উঠিলেও, আমি তাহা পারি নাই। পারি নাই বলিয়াই, লঙ্কাকাণ্ড অসঙ্গত সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল—সুন্দর ও কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের অনেক কথা বাদ পড়িয়াছিল। এবার সে সকল ত্রুটি সংশোধিত হইল।

বাল্মীকির মূল রামায়ণের প্রধান কোনও কথাই যাহাতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অজ্ঞাত না থাকে, ইহাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে "বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ের" প্রকাশিত মূল রামায়ণই আমার প্রধান অবলম্বন। মূল রামায়ণে রাবণ "দশানন" "দশগ্রীব" ইত্যাদি শব্দে অভিহিত হইয়াছেন এবং তাঁহার মস্তক শতবার কর্ত্তিত হইলেও স্কন্ধে আবার নূতন মুণ্ড গজাইয়াছে বটে, কিন্তু তিনি যে দশটা মাথার ভার একই কালে স্কন্ধে বহন করিতেন, এমন কথা পাই নাই। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের ছোট ছোট পাঠকপাঠিকাগণ কিন্তু এই গ্রন্থে দুই এক স্থানের বর্ণনায় তাহার ব্যতিক্রম দেখিবেন।

"বসুমতী"র প্রতিষ্ঠাতা নানা শাস্ত্রগ্রন্থের সম্পাদক ও প্রকাশক, সাহিত্যিকগণের অকৃত্রিম বন্ধু, আমার পরমহিতৈষী সুহৃৎ স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থের অসম্পূর্ণতা দূর করিয়া প্রকাশিত করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। পরিতাপের বিষয়, তখন আমি ইহা করিয়া উঠিতে পারি নাই। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র আমাকে তাহা না করাইয়া ছাড়িলেন না, এজন্য অনেকটা তৃপ্তি অনুভব করিতেছি। এই সংস্করণেও আমি লঙ্কাকাণ্ডেই গ্রন্থ শেষ করিয়াছিলাম। ঐ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইবার পর তিনিই অনুরোধ করিয়া আমাকে দিয়া উত্তরকাণ্ডটি লেখাইয়া ইহাতে সংযোজিত করিলেন। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের সৌষ্ঠব ও সম্পূর্ণতার জন্য তাঁহার এইরূপ আগ্রহ ও যত্ন দেখিয়া আমি তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

প্রথমবারে আমি দুইটি অতি আবশ্যক কথা স্বীকার করিতে ভুলিয়াছিলাম। শিশুসাহিত্যে সুপরিচিত আমার পরমবন্ধু শ্রীযুক্তবাবু যোগীন্দ্রনাথ সরকার এই পুস্তকের নাম-নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, আর আমার লেখা অগ্রসর না হওয়ায় "বঙ্গ-গৌরব" প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা শ্রীহট্টনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকান্ত রায় তাঁহার কলিকাতার কার্য্যালয়ের একটি সুন্দর নির্জ্জন কক্ষ কয়েকদিনের জন্য ছাড়িয়া দিয়া আমাকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছিলেন। এজন্য ইঁহাদের উভয়ের নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি।

নারিট,
১০ই শ্রাবণ, সন ১৩৩০

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

"টুক্‌টুকে রামায়ণ" সম্বন্ধে কয়েকটি মতামত

"কবিতায় সপ্তকাণ্ড রামায়ণ ছেলেদের উপযোগী করিয়া রচিত। নবকৃষ্ণবাবু বঙ্কিম আমলের লোক এবং তাঁহার 'শিশুরঞ্জন রামায়ণ' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসিত সুবিখ্যাত শিশুগ্রন্থ। আলোচ্য রামায়ণখানি দ্বিতীয় সংস্করণের। বইখানিতে প্রচুর ছবি আছে এবং ছবিগুলি ছেলেদের চিত্তাকর্ষক। বইটির বিশেষত্ব এই—ইহা সর্ব্বতোভাবে বাল্মীকির রামায়ণের অনুসরণে রচিত। বাল্মীকির রামায়ণের সহিত ছেলেদের পরিচয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে বইটি মূল্যবান্। অস্বাভাবিকতা ও কৃত্রিমতা-বর্জ্জিত বলিয়া ইহা অসঙ্কোচে ছেলেদের হাতে দেওয়া যায়। রামায়ণের কথা এমন ভাবে সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে, যাহাতে কাহিনীর কোনই অঙ্গহানি হয় নাই, অথচ তাহা অনাড়ম্বর সরল মূর্ত্তিতে সরসভাবে ছেলেদের চিত্তহারী হইয়াছে; বয়স্কদেরও কম আনন্দ দেয় না। কবিতার ভাষা সরল, প্রাঞ্জল; ছন্দ ছেলেদের উপযোগী। বইটি এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যে, ইহার সুদীর্ঘ পরিচয় দিবার লোভ হয়; কিন্তু আমাদের স্থানাভাব। ছেলেদের জন্য কবিতায় আজ অবধি যতগুলি রামায়ণ বাহির হইয়াছে, সে সমস্তগুলির মধ্যে এখানিকে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। এমন একখানি সুন্দর পুস্তক বাহির করিয়া বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।"

– প্রবাসী

"ভারতবর্ষের" সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর বি. এ. মাসিক বসুমতীতে 'টুক্‌টুকে রামায়ণের' যে সুদীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছেন, তাহার শেষভাগে লিখিয়াছেন—

"আর একটি কথা বলিলেই আমার বক্তব্য শেষ হয়। শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই 'টুক্‌টুকে রামায়ণে' মহাকবি বাল্মীকির মূল সংস্কৃত রামায়ণের কেমন সুন্দর অনুগমন করিয়াছেন, তাঁহার সুললিত সরল ছন্দে কেমন অনুবাদ করিয়াছেন, একটিমাত্র স্থান উদ্ধৃত করিয়া তাহার পরিচয় দিতেছি। মহাকবি, সীতাদেবীর পাতাল-প্রবেশের সময় তাঁহার মুখ দিয়া

যে কথা বলাইয়াছেন, প্রথমে তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি। সীতাদেবী বলিতেছেন—

"যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥"

নবকৃষ্ণ বাবু বলিয়াছেন—

"রাম ছাড়া যদি অন্যে, না থাকি ভাবিয়া মনে,
সেই পুণ্যে এই ভিক্ষা চাই।
ভিন্ন হও মা বসুন্ধরা, দাও মা কোলে ঠাঁই ॥
কায়মনোবাক্যে আমি, যদি পূজে থাকি স্বামী,
সেই পুণ্যে এই ভিক্ষা চাই।
ভিন্ন হও মা বসুন্ধরা, দাও মা কোলে ঠাঁই ॥
রাম ছাড়া নাহি জানি, যদি ইহা সত্য বাণী,
সেই পুণ্যে এই ভিক্ষা চাই।
ভিন্ন হও মা বসুন্ধরা, দাও মা কোলে ঠাঁই ॥"

রামায়ণটি অতি সুন্দর হইয়াছে।······সরল স্বচ্ছ ভাষার স্রোতে রামায়ণী কথার তরণী তর্‌তর্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—কোথাও তাহার গতির বিরাম নাই, যতির পতন নাই। যেমন সুন্দর ছবিগুলি, তেমনি সুন্দর লেখা। ছাপা ও কাগজ অতি সুন্দর, শিশুগণকে উপহার দিবার যোগ্য বটে।

—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

এই সচিত্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণ—রচনার গৌরবে, বাঁধাইয়ের সৌষ্ঠবে ও ছাপার মনোহারিত্বে অতুলনীয় হইয়াছে। পূজার সময় ছেলেমেয়েদের জন্য এমন উপহার আর কল্পনা করিতে পারি না। —দৈনিক বসুমতী

সূচীপত্র

আদিকাণ্ড

দশরথের রাজধানী—অযোধ্যা ১
দশরথের পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ ২
রামচন্দ্রাদির জন্ম ৪
রামচন্দ্রাদির বিদ্যাশিক্ষা ৫
বিশ্বামিত্রের আগমন ৬
বিশ্বামিত্রের সহিত রাম-লক্ষ্মণের গমন ৮
তাড়কা-বধ ১০
যজ্ঞরক্ষা ১২
বিশ্বামিত্রাদির মিথিলা-অভিমুখে যাত্রা ১৪
অহল্যা-উদ্ধার ১৫
বিশ্বামিত্রাদির জনক-রাজধানী প্রবেশ ১৬
হরধনুর্ভঙ্গ ১৭
রামচন্দ্রাদির বিবাহ ১৮
পরশুরামের দর্পনাশ ২০
অযোধ্যায় রামচন্দ্রাদির প্রত্যাবর্তন ২২

অযোধ্যাকাণ্ড

রামের রাজ্যাভিষেক-প্রস্তাব ২৩
মন্থরার কুমন্ত্রণা ২৪
দশরথের নিকটে কৈকেয়ীর বর-প্রার্থনা ২৮
রামের বনগমনাঙ্গীকার ২৯
কৌশল্যার নিকট রামচন্দ্রের বিদায়-গ্রহণ ৩১
লক্ষ্মণের ক্রোধ এবং রামচন্দ্রের সহিত বনানুগমনে আদেশ-লাভ ৩২
বনগমনে সীতার আদেশ-লাভ ৩৪
রামচন্দ্রাদির বনগমন ৩৬
গুহ-সম্ভাষণ ৩৭
রামচন্দ্রাদির চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন ৩৯
দশরথের দেহত্যাগ ৪১
ভরত ও শত্রুঘ্নের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন ৪২
কৈকেয়ীকে ভরতের ভর্ৎসনা এবং পিতার অন্ত্যেষ্টিকার্য্য সম্পাদন ৪৪
মন্থরার শাস্তি ৪৬
ভরতের বনগমন এবং রাম-সম্ভাষণ ৪৭
ভরতকে রামচন্দ্রের পাদুকা-দান ৪৯

অরণ্যকাণ্ড

বিরাধ-বধ ৫২
শরভঙ্গ মুনির-স্বর্গগমন ৫৫
রামের দণ্ডকারণ্য-ভ্রমণ ৫৬
রামের অগস্ত্যাশ্রমে গমন ৫৭
রামের জটায়ু-সহ সাক্ষাৎ ৫৯
রামচন্দ্রাদির পঞ্চবটীবনে গমন ও কুটীর নির্মাণ করিয়া অবস্থান ৬০
শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদন ৬১
খর-দূষণাদি বধ ৬২
রাবণের নিকট শূর্পণখার গমন ৬৪
রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ ৬৫
রাবণের সহিত জটায়ুর যুদ্ধ ও মৃত্যু ৬৭
কবন্ধ-রাক্ষস-বধ ৬৮

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

রাম ও লক্ষ্মণের হনুমান-সহ সাক্ষাৎ ৭১
সুগ্রীবের সহিত রামের মিলন ৭৩
বালীর সহিত সুগ্রীবের যুদ্ধ ৭৫
বালীবধ ৭৬
সুগ্রীবের রাজপদ-প্রাপ্তি ৭৭
বানরগণ কর্তৃক সীতান্বেষণ ৭৮
সম্পাতির নিকট সীতার সন্ধান-প্রাপ্তি ৭৯

সুন্দরকাণ্ড

হনুমানের সাগর-লঙ্ঘন ও সীতান্বেষণ ৮১
হনুমানের সীতার সহিত সাক্ষাৎ ৮২
হনুমানের অশোকবন-ভঙ্গ ৮৪
হনুমানের নাগপাশ বন্ধন ৮৬
রাবণের সহিত হনুমানের কথা ৮৮

হনুমান কর্তৃক লঙ্কা-দাহন ৮৯
হনুর সাগরপারে প্রত্যাগমন ৯০
হনুমানের কিষ্কিন্ধ্যায় আগমন ৯১

লঙ্কাকাণ্ড

সীতা-উদ্ধার-জন্য সকলের গমন ৯২
রাবণের মন্ত্রণা ৯৩
বিভীষণের সুমন্ত্রণা-দান ৯৫
বিভীষণের লাঞ্ছনা ৯৬
বিভীষণের প্রস্থান ও রামের সহিত মিত্রতা ৯৭
সাগর-বন্ধন ১০০
রামের শিবিরে রাবণের চর ১০১
শুক ও সারণকে রাবণের ভর্ৎসনা ১০২
সীতার নিকট রামের মায়ামুণ্ড প্রদর্শন ১০৩
রাবণ ও রামের সৈন্য-সন্নিবেশ ১০৪
রাবণ সভায় অঙ্গদের গমন ১০৬
রাবণের চিন্তা ১০৭
রাবণের যুদ্ধারম্ভ ১০৯
ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক রাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্ধন ১১০
ধূম্রাক্ষ-বধ ১১২
বজ্রদংষ্ট্র-বধ ১১৪
অকম্পন-বধ ১১৫
প্রহস্ত-বধ ১১৬
রাবণের যুদ্ধযাত্রা ১১৮
কুম্ভকর্ণ-বধ ১২০
ত্রিশিরাদি-বধ ১২৮
অতিকায়-বধ ১৩০
ইন্দ্রজিতের ঘোরতর যুদ্ধ ১৩২
বানরগণের লঙ্কায় অগ্নিদান ১৩৬
কুম্ভ-নিকুম্ভাদি-বধ ১৩৭
মকরাক্ষ-বধ ১৪০
ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক মায়াসীতা-বধ ১৪২
ইন্দ্রজিৎ-বধ ১৪৪
রাবণের খেদ ১৪৮
রাবণের যুদ্ধযাত্রা ১৫১
লক্ষ্মণের শক্তিশেলে পতন ১৫২
রাবণ-বধ ১৫৬
বিভীষণের খেদ ও রাবণের সৎকার ১৬০
সীতার উদ্ধার ১৬১
সীতার অগ্নি-পরীক্ষা ১৬২
রামকে দেবগণের অভিনন্দন ১৬৩
রামের অযোধ্যা-প্রত্যাগমন ও রাজ্যাভিষেক ১৬৪

উত্তরকাণ্ড

সীতা ও রামের কথোপকথন ১৬৬
সীতার সম্বন্ধে রামের লোকাপবাদ শ্রবণ ১৬৭
সীতার বনবাস-জন্য ভ্রাতৃগণের প্রতি রামের আদেশ ১৬৮
সীতার বনবাস ১৭০
সীতার বাল্মীকি-আশ্রমে গমন ১৭২
কুশ ও লব ১৭৩
রামের অশ্বমেধ-যজ্ঞ ১৭৪
কুশলবের রামায়ণ গান ১৭৬
সীতার পাতাল-প্রবেশ ১৭৮
মাতৃগণের স্বর্গারোহণ এবং ভরত-লক্ষ্মণ-পুত্রগণের রাজ্যাভিষেক ১৮১
কালের আগমন ১৮২
দুর্বাসার আগমন ১৮৩
লক্ষ্মণ বর্জন ১৮৪
মহাপ্রস্থানের অয়োজন ১৮৫
রামচন্দ্রাদির স্বর্গারোহণ ১৮৭

আদিকাণ্ড

* * * * * * * * * * * * * *

দশরথের রাজধানী—অযোধ্যা

যায় বয়ে সরযূ—কালো কাকের চক্ষু জল।
তায় ভাসে আকাশের ছায়া সুনীল সুবিমল ॥
শাদা শাদা পাল তুলে তায় নৌকা সোঁ-সোঁ চলে।
হর্ষে যেন রাজহংস খেলা করে জলে ॥
নদীর তীরে শ্যামল তরু, পাশে সবুজ মাঠ।
বসুমতীর বক্ষে যেন শোভে শোভার হাট ॥
অযোধ্যা নগরী ছিলো এই সরযূর তীরে।
শোভা কি তার! দেখ্‌লে পরে নয়ন নাহি ফিরে ॥
বাগান পুকুর অট্টালিকার শোভা বলিহারি।
সুন্দর পথ—পথের পাশে বৃক্ষ সারি সারি ॥
ধর্মশালা, চতুষ্পাঠী, রম্য দেবালয়।
দোকান পসার শোভায় ভরা নানা দ্রব্যময় ॥
ধন-ধান্যে পূর্ণ পুরী—সবাই থাকে সুখে।
শিল্পী চাষী ব্যবসায়ী হাসি সবার মুখে ॥

এমন সুখের ঠাঁই অযোধ্যা—ভূমণ্ডলের সার।
এক যে ছিলেন রাজা হেথা নাম দশরথ তাঁর ॥

যেমন সত্যবাদী তিনি তেম্নি ধর্মশীল।
কথায় কাজে অনৈক্য তাঁর ছিলো না এক তিল ॥
ছোট বড় সবার প্রতি দৃষ্টি ছিলো বেশ।
বিচারে তাঁর ছিলোনাকো পক্ষপাতের লেশ ॥
প্রজাদিগের ছিলেন তিনি পিতা-মাতার প্রায়।
প্রাণের সহিত বাস্‌তো ভালো তারাও সবে তাঁয় ॥
পরিপাটি রাজার বাটী গৃহসজ্জা আর।
তিন মহলে থাকতেন তায় তিনটি রাণী তাঁর ॥
কৌশল্যা বড়, তাঁহার তেম্নি গুণগ্রাম।
কৈকেয়ী আর স্থমিত্রা হয় আর দু-রাণীর নাম ॥

দশরথের পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ

ছেলের মতো গুণের প্রজা, পিতার মতো প্রভু।
স্থখ নাইকো রাজা প্রজা কারো মনে তবু ॥
রাজার বয়স অনেক হলো, পুত্র না হয় তাঁর।
কাজে কাজেই রাজা রাণী সবার মন-ই ভার ॥
রাজার কথা ভেবে আবার প্রজাও বিরসমুখ।
যাঁর স্থখেতে স্থখী তারা, তাঁর মনে নাই স্থখ!
মনে মনে কতই ভাবেন, কতই গড়েন রাজা।
কোন্ পাপে হয় বংশ নষ্ট, কি বিধাতার সাজা!
ইক্ষ্বাকু আর দিলীপ, রঘু, কতই রাজা আর।
জন্মিলেন এ সূর্যকুলে—সকল কুলের সার ॥

আমার পূর্বপুরুষগণের যশে পূর্ণ দেশ।
আমি গেলেই হলো এবার সেই বংশের শেষ!
আমি মলেই শূন্য হবে রাজার সিংহাসন।
অরাজক এই রাজ্যে নষ্ট হবে প্রজাগণ॥

শেষে রাজা পুরোহিত আর মন্ত্রীদের সাথে।
ঠিক করলেন যজ্ঞ করা—ফল যদি হয় তাতে॥
রাজার মন্ত্রী, কুলের গুরু, নাম বশিষ্ঠ মুনি।
সবার চেয়ে খুশি তিনি রাজার কথা শুনি॥
ভালোয় ভালোয় হয় যাতে এই যজ্ঞ সমাধান।
তার ব্যবস্থা কর্‌তে মুনি ঢেলে দিলেন প্রাণ॥

অঙ্গ দেশে ছিলেন ঋষ্য-শৃঙ্গ মুনিবর।
যেমন জ্ঞানী তেম্নি দৈব-কার্যেতে তৎপর॥
যজ্ঞ করার তরে তখন আনা হলো তাঁকে।
এসে তিনি যজ্ঞ জুড়ে দিলেন মহা জাঁকে॥
অশ্বমেধের যজ্ঞ সেরে মুনি মহাভাগ।
করলেন তারপরে শুরু পুত্রেষ্টি যাগ॥
সেই যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ড হতে জ্যোতি-ভরা।
উঠলেন এক মহাপুরুষ রক্তবস্ত্র-পরা॥
সিংহ-কেশর-তুল্য দিব্য শ্মশ্রু শোভে তাতে।
স্বর্ণবর্ণ পায়সপূর্ণ সোনার থালা হাতে॥
উঠেই তিনি দশরথে সম্বোধিয়া কন।
'ব্রহ্মা দিলেন পায়স—ধর, সুধা-আস্বাদন॥

'খাও' বলে এই পায়স তুমি দাও রাণীদের সবে।
খেলেই জেনো নরপতি, পুত্র তোমার হবে ॥'

অবাক হয়ে রাজা তখন করেন প্রণিপাত।
পায়স নিলেন যত্নে অতি, পেতে দুটি হাত ॥
তারপর সেই পায়স নিয়ে ঘরে গেলেন চলে।
তিন রাণীকে দিলেন বেঁটে 'খাও তোমরা' বলে ॥
রাণীরা সেই পায়স খেলেন, আমোদ তাঁদের কতো।
বংশরক্ষা হবে, পাবেন পুত্র মনের মতো ॥

রামচন্দ্রাদির জন্ম

এরপরেতে নিয়মিত সময় হলে গত।
তিন মহিষীর চার পুত্র হলো চাঁদের মতো ॥
উৎসবে অযোধ্যা পূর্ণ, সুখী সকল জন।
ভাঁড়ার খুলে বিলিয়ে রাজা দিলেন বহু ধন ॥

তেরো দিনের দিনে রাজা বশিষ্ঠরে ডেকে।
কর্‌লেন নামকরণ তাঁদের হর্ষে একে একে ॥
বড় রাণী কৌশল্যার সুন্দর সুঠাম।
পুত্র ছিলেন সবার বড়, নাম হলো তাঁর রাম ॥
কৈকেয়ী মহিষীর পুত্র জন্মে রামের পর।
ভরত বলে নামটি তাঁহার রাখেন নৃপবর ॥
যমজ পুত্র জন্মেছিলো রাণী সুমিত্রার।
একটির নাম লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন হলো আর ॥
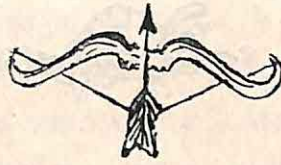
রামচন্দ্রাদির বিদ্যাশিক্ষা

হয় দিন মাস বছর গত, শুক্ল-পক্ষ চাঁদের মতো,
চারটি ছেলে বাড়ে রাজা দশরথের ঘরে।
যে ঘর ছিলো আঁধার কালো সেই ঘরেতে ফুটলো আলো,
নীরব পুরী ভরে গেলো শিশুর আধ-স্বরে ॥
ক্রমেই বড় চারটি ছেলে, চার ভাই একসঙ্গে খেলে,
চার ভাই একসঙ্গে ঘুমায়, খায়।
তিন রাণী আর রাজা নিজে তাই দেখে সন্তুষ্ট কি যে,
কি বল্‌বো যে কত সুখী তায়!
চার ভায়েতে পড়ে, লেখে, শোন্‌বা-মাত্র সকল শেখে,
কুস্তি করে, হারায় পালোয়ান।
তীর-ধনুতেই শিক্ষা কত, বীর পুরুষে থতমত
দেখে তাদের অদ্ভুত সন্ধান ॥
গুরুজনে ভক্তি অতি, ভালবাসা সবার প্রতি
ন্যায় ধর্মে মতি অসম্ভব।
কথাটি কয় বিনয়-ভরা, নাইকো কারেও তুচ্ছ করা,
ছেলে তো নয়, মাণিক যেন সব ॥
সবাই জ্ঞানী গুণী এঁরা, এঁদের মাঝে সবার সেরা
ছিলেন আবার সবার বড় রাম।
বিমাতাদের মায়ের মতো ভক্তি তাঁহার স্বভাবগত,
তাঁদের মুখেও সদাই তাঁহার নাম ॥

বিশ্বামিত্রের আগমন

দশরথের দিন কেটে যায় সুখে অতঃপর।
রামের বয়স পূর্ণ হলো পনেরো বৎসর ॥
শক্তিপূর্ণ শ্যামলবর্ণ গঠনখানিই বা কি !
কেবল রাজা দেখেন চেয়ে, তৃপ্ত না হয় আঁখি ॥
বৃদ্ধ বয়স, মনের এখন নাইকো তেমন বল।
একটুতে হয় হর্ষ বিষাদ—চক্ষে আসে জল ॥
এই জন্যে ব্যস্ত রাজা দিতে রামের বিয়ে।
যুক্তি তারি করতেছিলেন মন্ত্রীদিগের নিয়ে ॥
এমন সময় বল্লে দ্বারী হয়ে আগুয়ান।
দ্বারে মুনি বিশ্বামিত্র—রাজসাক্ষাৎ চান ॥

বিশ্বামিত্র মুনি বড় 'কেও-কেটা' নয়।
কঠোর তপস্যাতে করেন নয়কে তিনি হয় ॥
তাঁর আগমন শুনে রাজা নিজেই উঠে তাই।
এগিয়ে গিয়ে এনে তাঁরে বসতে দিলেন ঠাঁই ॥
বসলে মুনি, বল্লেন তাঁয় রাজা হরষ মনে।
'ধন্য হলেম, মুনি, আজি তোমার আগমনে ॥
করতে হবে আমারে কি, আদেশ করুন তাই।
অবিলম্বে করবো তাহা, সন্দেহ তায় নাই ॥'

রাজার বাক্যে হয়ে মুনি তুষ্ট অতিশয়।
বলেন, 'রাজা, তোমার যোগ্য কথাই তো এই হয় ॥

বনে থাকি আমরা, ডাকি ঈশ্বরে কেবল।
নিজের বলতে নাইকো কেহ, ভরসা রাজার বল॥
সম্প্রতি এক যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছি নিজে।
বুক ফেটে যায় বলতে, তাতে বিঘ্ন হলো কি যে!
হয়-হয় শেষ যজ্ঞ আমার, এমন সময় এ কি।
যজ্ঞবেদীর উপর রুধির ছড়াছড়ি দেখি!
সুবাহু আর মারীচ নামে রাক্ষস দুই ভাই।
যজ্ঞ নষ্ট কর্‌লে—তাদের উপদ্রবে যাই॥
রাবণ নামে একটা আছে দুষ্ট নিশাচর।
এই পাপিষ্ঠ দুটো নাকি সেই রাবণের চর॥
রামকে আমার সঙ্গেতে দিন দশটি দিনের তরে।
রামের বাণে দুষ্ট দু-ভাই যাবে যমের ঘরে॥
রাম নয় সামান্য মানুষ, বল বিক্রম তাঁর।
কে না জানে? দেবতা ডরায়, রাক্ষস ত ছার॥'

মুনির কথায় বৃদ্ধ রাজার ঘূরে গেলো মাথা।
কেঁপে কেঁপে মূর্চ্ছা গেলেন, থির চক্ষের পাতা॥
জ্ঞান হলে পর বলেন রাজা—অতি কাতর স্বর।
'ক্ষমা—ক্ষমা—আমায় ক্ষমা কর, মুনিবর॥
রাম যে আমার নয়নমণি, রাম যে আমার প্রাণ।
রামকে দিতে পার্‌বো না তো, চাহ অপর দান॥
আমিই বরং সৈন্য নিয়ে সঙ্গে চলুন যাই।
যজ্ঞরক্ষা করবো, মুনি—আদেশ করুন তাই॥'

রাজা দশরথের মুখে এই কথা-না শুনি।
রুষ্ট হয়ে বলেন তখন বিশ্বামিত্র মুনি ॥
'ধন্য হলেম, রাজা, তোমার কার্য-দরশনে।
ক্ষুণ্ণ রঘুবংশের মান তোমার আচরণে ॥
নিজের বাক্য রক্ষা করার ক্ষমতা নাই যাঁর।
প্রজার রক্ষা, বংশ-রক্ষা সুসাধ্য নয় তাঁর ॥'

বিশ্বামিত্রের সহিত রাম-লক্ষ্মণের গমন

এই-না বলে রেগে মুনি ওঠেন আসন থেকে।
মহর্ষি বশিষ্ঠ তখন বলেন রাজায় ডেকে ॥
'বিশ্বামিত্র হেন ঋষি সঙ্গী সহায় যাঁর।
কেন কর তুমি রাজা, শঙ্কা মিছে তাঁর ?
ধর্মের নিয়ন্তা তুমি, জন্ম রঘু-কুলে।
স্নেহে বাঁধা পড়ে আজি সব গেলে কি ভুলে !
নিজের বাক্য রাখ, দিয়ে রামকে মুনির সাথে।
ভাল ভিন্ন মন্দ তোমার হবেনাকো তাতে ॥'

বশিষ্ঠের বচনে রাজার ঘুচ্‌লো কতক ভয়।
অঙ্গীকারের কথাও মনে জাগ্‌লো সমুদয় ॥
রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাইকে দিয়ে ধনুক-বাণ।
মুনির হাতে সঁপে দিলেন—'নে যাও মুনি প্রাণ ॥'

মুনি বলেন, 'চিন্তা কিসের, রাখো, রাজা, জেনে।
যাচ্চি নিয়ে আমি, আবার আমিই দিব এনে ॥'
বিদায় নিয়ে মুনি তখন আগে আগে যান।
রাম-লক্ষ্মণ দু-ভাই পিছে হাতে ধনুক-বাণ ॥

এই রকমে নগর ছেড়ে গেলে অনেক দূর।
মুনি বলেন—'স্নান কর, রাম, জলে সরযূর ॥
দুই বিদ্যা দিব তোমায়—সাক্ষাৎ তার ফল।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকবে নাকো, বাড়বে গায়ে বল ॥'
তাই-না শুনে হৃষ্ট মনে নেয়ে এলেন রাম।
মুনি দিলেন বিদ্যা—'বলা', 'অতিবলা' নাম ॥
গুরুর উপর করা উচিত যেমন আচরণ।
সেই সকলি কর্‌লেন রাম শ্রদ্ধাভরা মন ॥
রাত্রি এলে, নদীর তীরে ফর্‌সা ফাঁকা ভূঁয়ে।
তিন জনেতেই ঘুমাইলেন ঘাসের উপর শুয়ে ॥

রাত পোহালো, রাঙা হয়ে এলো পুবের দিক।
জেগে উঠেন বিশ্বামিত্র সময় বুঝে ঠিক ॥
আপনি জেগে, জাগাইলেন দুই ভাইকে পরে।
আহ্নিক কাজ সেরে চলেন অরণ্যপথ ধরে ॥
অনেক রাস্তা হেঁটে হাজির হলেন অঙ্গদেশে।
এইখানে মিলেছে গঙ্গা সরযূতে এসে ॥
দু-য়ে মিশে এক হয়ে গে ছুটছে পাগল-পারা।
কল্‌-কল্‌-কল্‌ ছল্‌-ছল্‌-ছল্‌ তিন দিকে তিন ধারা ॥

আশেপাশে আর কিছু নেই—কেবল শ্যামল বন।
বনে বনে আশ্রম, আশ্রমে তাপসগণ॥
বিশ্বামিত্র এলেন শুনে, এলেন অনেক মুনি।
তুষ্ট সবাই ভাই দুইটির নাম-পরিচয় শুনি॥
সেদিন সেথাই কাটলো তাঁদের যত্ন আদরেতে।
রাত্রে সুখে ঘুমাইলেন তৃণশয্যা পেতে॥

রাত্রিশেষে দেখা দিলে ঊষা বিনোদিনী।
মিশলো নদীর কলরবে কাক-কোকিলের ধ্বনি॥
রাম-লক্ষ্মণ উঠেন জেগে, উঠেন মুনিবর।
স্নান-আহ্নিক সেরে হলেন প্রস্থানে তৎপর॥
মুনিরা সব যোগাইলেন নৌকা আনি ধারে।
তায় উঠে তিনজনে গেলেন গঙ্গানদীর পারে॥

তাড়কা বধ

ধার দে নদীর যেতে যেতে বিস্ময়ে রাম কন।
'দেখুন মুনি, উঃ, ওটা কি অজি-গজি বন!'
মুনি বলেন, 'অমন নিবিড় বন বুঝি নাই কোথা;
বলি-বলি কচ্চি আমি ঐ বনেরই কথা॥
ঐ বনে তাড়কা নামে রাক্ষসী এক রয়।
হাজার হাতির বল ধরে সে, দেখলেই হয় ভয়॥

মানুষ পশু সব খায় সে, যা পড়ে তার চোকে।
ভয় ঘুচাতে হবে সবার, মেরে, বাপু, ওকে ॥'
রাম বল্লেন, 'মাথায় নিলাম আদেশ আপনার।'
এই-না বলে দিলেন জোরে ধনুকে টঙ্কার ॥

রাক্ষসী তাড়কা ছিলো নিবিড় বনের মাঝে।
হাঁ করে গর্জিয়া আসে শব্দের আন্দাজে ॥
পা ছুটো তার শালের চারা, শালের গুঁড়ি বুক।
শালের কচা হাত ছুটো তার, জালার মতন মুখ ॥
সকালবেলার সূয্যি যেন চোখ ছুটো তার লাল।
মস্ত তু-খান ঢালের মতন থ্যাব্ড়া ছুটো গাল ॥
উনুন পারা নাকের ছেঁদা, উইঢিপি তার নাক।
মুখের গভর যমালয়ের দোরটা যেন ফাঁক ॥
কুলোর মতন কান ছুটো তার মুলোর মতন দাঁত।
মানুষে যায় মূর্চ্ছা সেটা দেখলে অকস্মাৎ ॥
বিকটমূর্তি সেইটা এলো ছেড়ে হুহুঙ্কার।
চাদ্দিকেতে ধুলোয় ধুলো, ঘোর অন্ধকার ॥
ধনুক হাতে রামকে দেখে রাগই বা তার কতো।
টিপ্-টপ্-টাপ্ পাথর ছোড়ে শিলাবৃষ্টির মতো ॥
বাণে ফিরান রাম-লক্ষ্মণ পাথরগুলো তার।
হলে কি হয়, ধুলোয় আঁধার, চোখ চলে না আর ॥
ঠাউরে তবু করলেন রাম তীক্ষ্ণ শরাঘাত।
তাড়কা রাক্ষসীর কেটে পড়লো ছুটো হাত ॥
বাণেতে লক্ষ্মণের গেলো নাক-কান তার কাটা।
নাকের রক্ত গড়িয়ে পড়ে ভরে গেলো হাঁ-টা ॥
দারুণ ব্যথায় হুঙ্কার দে ঝড়ের মতন বেগে।
হাঁ করে সে রামের দিকে এগোয় তখন রেগে ॥

তা দেখে রাম মারলেন তার বুকে আর এক বাণ।
সেই বাণেতেই রাক্ষসীটার বেরিয়ে গেলো প্রাণ॥
পড়লো ভূঁয়ে—তালগাছটা কাটলে যেমন পড়ে।
উঠলো কেঁপে বনটা—যেমন ভূঁইকম্পে নড়ে॥
এমন বিকট চিৎকার সে করলে মরণ-কালে।
উড়লো পাখি, ছুটলো পশু ডেকে পালে পালে॥

যজ্ঞরক্ষা

দেবতারা তুষ্ট হলেন—পূর্ণ মনের সাধ।
তুষ্ট মুনি, দু-হাত তুলে করেন আশীর্বাদ॥
সেই রাত তিন জনে তাঁরা রইলেন সেই বনে।
সকাল হলে শয্যা ছেড়ে উঠেন খুশি মনে॥
শুচি হয়ে রামে মুনি অস্ত্র দিলেন ঢের।
অস্ত্র পেয়ে বল বাড়লো রাম তা পেলেন টের॥
চল্লেন তিন জনে আবার বনেরই পথ বেয়ে।
অবশেষে হলেন সুখী সিদ্ধাশ্রম পেয়ে॥
দেখলেই এই শ্যামল কানন শান্তি আসে মনে।
বিশ্বামিত্র মুনিবরের আশ্রম এই বনে॥
রামকে নিয়ে বিশ্বামিত্র এলেন বনে শুনি।
করতে দেখা এলেন সেথা আরো কত মুনি॥

তাড়কা রাক্ষসী হলো রামের বাণে হত।
এই-না শুনে মুনিগণের আনন্দ বা কত॥
আশিস্ করে রামকে তখন বলেন তাঁরা সব।
'ঘুচায়ে দাও, রাম, তুমি রাক্ষসের উপদ্রব॥'
বিশ্বামিত্র বলেন, 'আমার চিন্তা নাইকো আর।
রাম, তোমারে দিলাম আমি যজ্ঞরক্ষা-ভার॥'

সেই রাত্রি দু-ভাই সেথা কাটান পরিতোষে।
প্রাতে উঠে দেখেন—মুনি যজ্ঞে গেছেন বসে॥
ছয় দিন আর কইবেন না কথা মুনিবর।
শুনেই, হাতে রাম-লক্ষ্মণ নিলেন ধনুঃশর॥
ছয়-দিন ছয়-রাত্রি তাঁরা সমান পরিশ্রমে।
পাহারা দেন যজ্ঞে, ব্যাঘাত না হয় কোন ক্রমে॥
শেষ-দিন বেদিতে যখন বসে মনের সুখে।
অগ্নিতে ঘি ঢালেন মুনি 'স্বাহা'-'স্বাহা' মুখে॥
সুবাহু আর মারীচ—দুটো কালো মেঘের মতো।
ঝড়ের বেগে এলো, সাথে সঙ্গী সেনা কতো॥
মুখে তাদের গর্জন কি!—মেঘ যেন দেয় সাড়া।
রক্ত ছড়ায় কেমন!—যেন বর্ষাকালের ধারা॥

রাক্ষসদের অত্যাচারের করতে অবসান।
ধনুকেতে যুড়লেন রাম খরতর বাণ॥
সাঁ করে বাণ ছুটলো, লেগে মারীচ ঘুরে ঘুরে।
আধমরাটি হয়ে গিয়ে পড়লো সমুদ্দুরে॥

সুবাহুকে মারলেন রাম তার পর এক বাণ।
সেই বাণে সে ভূমে লুটে হারাইল প্রাণ ॥
বাকি সেনা পালিয়ে গেলো—বইলো যেন ঝড়।
রইলো যারা, বাণে তারা পড়লো ধড়াধ্বড় ॥
ঘুচলো তপের বিঘ্ন, হলো রাক্ষসদল ছার।
মুনিগণের আনন্দ কে দেখে তখন আর ॥
যজ্ঞশেষে বিশ্বামিত্র বেদী হতে উঠে।
ব্যস্ত হয়ে আগেই এলেন রামের কাছে ছুটে ॥
প্রাণের ভিতর থেকে তাঁরে প্রীতি করেন দান।
মুক্তকণ্ঠে করেন মুনি রামের গুণগান ॥

বিশ্বামিত্রাদির মিথিলা-অভিমুখে যাত্রা

এই রকমে যত্ন পেয়ে মুনিগণের ঠাঁই।
সেই রাত্রি কাটাইলেন সেইখানে দুই ভাই ॥
সকালবেলা ভগবানের আরাধনার পর।
দুই ভাইকে মধুরভাষে বলেন মুনিবর ॥
'মিথিলাতে জনক রাজার যজ্ঞ হবে বড়ো।
যাবেন সেথা, তাই মুনিগণ হলেন হেথা জড়ো ॥
প্রকাণ্ড এক ধনুক আছে সেই জনকের ঘরে।
গুণ দিতে তায় পারে নাকো দেবতা-অসুর-নরে ॥
তোমার মতো বীরের, বাপু, সেইটা দেখা চাই।
চল, এখন সবাই মিলে সেইখানেতে যাই ॥'

এই-না বলে যে যার জিনিস গুছিয়ে নেবার পরে।
চল্লেন রাজধানী সবাই উত্তর-মুখ ধরে ॥

হরিৎ ক্ষেত্র, শ্যামল কানন, পাহাড় মনোরম।
একটি পর একটি দেখেন, ঘোচে পথশ্রম ॥
রাম-লক্ষ্মণ তাদের বিষয় জানতে কতো চান।
উত্তর দেন মুনি—পথে কথায় কথায় যান ॥

অহল্যা-উদ্ধার

মিথিলা রাজধানীর পথে একটি তপোবন।
আশ্রম তায় দেখা যায় এক জীর্ণ পুরাতন ॥
তবু যেন শান্তি বিরাজ করছিলো সেই ঠাঁই।
মুনিবরে জিজ্ঞাসিলেন আগ্রহে রাম তাই ॥
'দেখুন, দেখুন! ঐ দিকে ঐ দেখুন মুনিবর।
স্থানটি কেমন নির্জন আর কেমন মনোহর!'

মুনি বলেন, 'স্থানটি যে ঐ দেখচো মনোরম।
ঐটিই হয় মহামুনি গৌতমের আশ্রম ॥
অহল্যা গৌতমের পত্নী করেছিলেন দোষ।
গৌতম শাপ দিলেন তাঁরে—হলো বড় রোষ ॥
'থাক্ পড়ে তুই ছাইয়ের উপর, শুধু বাতাস খেয়ে।
পাবে না কেউ দেখতে তোরে—দেখবেও না চেয়ে ॥
এই রকমে ঢের দিন তোর কাটবে পরিতাপে।
রাম এলে তাঁর করিস পূজা, মুক্ত হবি শাপে ॥'
তাই বলি, ঐ আশ্রমে রাম, চল বারেক যাই।
মুক্তি পাবেন অহল্যা তায় সন্দেহ আর নাই ॥'

রাম-লক্ষ্মণ গিয়ে তখন মুনিবরের সাথে।
অহল্যারে দেখে নিলেন পায়ের ধূলি মাথে ॥
ধোঁয়ায় ঢাকা আগুন যেন ছিলেন তিনি পড়ে।
রাম ছুঁইতেই জ্ঞান হলো তাঁর, ওঠেন তখন নড়ে ॥
রামকে পেয়ে, মনে করে পতির শাপের কথা।
ভক্তিভরে পূজা করে ঘুচান মনের ব্যথা ॥

গৌতম তপেতে ছিলেন হিমগিরির শিরে।
যোগের বলে জেনে এসব এলেন তিনি ফিরে ॥
পত্নীর সৌভাগ্য দেখে মুনি সুখী কত।
দোঁহে মিলে হলেন আবার তপস্যাতে রত ॥

বিশ্বামিত্রাদির জনক-রাজধানী-প্রবেশ

এইরূপ সব নিদর্শনে রাস্তা মুনি চিনে।
রাজধানীতে হাজির হলেন চারি দিনের দিনে ॥
জনক রাজা যজ্ঞ করেন অদ্ভুত জাঁক তার।
যান-বাহন আর লোকের ভিড়ে ঠেলে ঢোকা ভার ॥
কষ্টে ঢুকে, যে দিক পানে মুনিগণের ঠাঁই।
গেলেন সেথা মুনিবর আর এঁরা দুটি ভাই ॥
এলেন মুনি বিশ্বামিত্র এই কথা-না শুনি।
জনক এলেন—সঙ্গে পুরুত শতানন্দ মুনি ॥
অর্ঘ্য দিয়ে করেন রাজা মুনির সমাদর।
বসলে মুনি কুশল-কথা কহেন পরস্পর ॥

দিব্যকান্তি বালক দুটি দেখে সে সময়।
মুনিরে জিজ্ঞাসেন জনক তাঁদের পরিচয় ॥

একে একে মুনি তখন বলেন সকল কথা।
কে যে তাঁরা, গুণ কি তাঁদের, কেনই এলেন হেথা॥
অহল্যা-উদ্ধারের কথা বল্লে পরে মুনি।
রাজার পুরুত শতানন্দ খুব খুশি তা শুনি।
অহল্যারই পুত্র তিনি—মায়ের শাপোদ্ধার।
শুনে যে সন্তুষ্ট হবেন, সন্দেহ কি তার॥
'হরধনু দেখ্‌বেন এঁরা'—বল্লে মুনি শেষ।
রাজা পুরুত দুজনে কন, 'ভালোই, সে তো বেশ॥'
তারপরেতে জনক বলেন মুনিবরের কাছে।
'ঐ ধনুকে গুণ দেওয়া নে একটা কথা আছে॥
এক সময়ে যজ্ঞভূমি চষ্‌তে, লাঙল-মুখে।
পেলেম শিশু কন্যায় এক, নিলেম তুলে বুকে॥
মেয়ের মতো যত্নে পালি, নাম দিছি তার সীতা।
কি বল্‌বো তার কিবা যে রূপ, কি বল্‌বো গুণ কি তা॥
পণ করেছি—ঘোষণা তার দিছি চারিধারে।
যে দিবে ঐ ধনুকে গুণ, সীতা দিব তারে॥
কত রাজা রাজপুত্র এলো শুনে তাই।
গুণ দেবে কি, পার্‌লে না কেউ তুল্‌তে ধনুকটাই॥
রাম যদি গুণ দিতে পারেন ধনুক তুলে নিয়ে।
বড়ই সুখী হবো, দিব সীতার সনে বিয়ে॥'

হরধনুর্ভঙ্গ

জনক তখন হুকুম দিলেন মন্ত্রিগণে তাঁর।
আনাতে সেই সভায় শিবের ধনুক চমৎকার॥

লৌহের সিন্দুকে ঘরে ছিলো ধনুকখান।
আট্‌-চাকা সিন্দুকটা লোকে আন্‌লে দিয়ে টান॥
ধনুক দেখে উৎসাহে রাম চাহেন মুনির প্রতি।
রাজা মুনি তুই জনেতেই দিলেন অনুমতি॥
নম্রভাবে গিয়ে তখন ধনুক নিয়ে হাতে।
অনায়াসেই ফেল্লেন রাম গুণ পরিয়ে তাতে॥
তার পরেতেই ছিলা ধরে যেম্নি দিলেন টান।
মড়্‌-মড়্‌-মড়্‌ শব্দ করে ভাঙ্‌লো ধনুকখান॥

শব্দ শুনে চম্‌কে মানুষ পড়ে এ-ওর গায়।
সভার মাঝে হৈ-চৈ রব উঠ্‌লো বড় তায়॥
তুল্‌তে যেটা কত বীরের ছুট্‌লো গায়ে ঘাম।
অনায়াসে সেই ধনু আজ ভাঙ্‌লে কিনা রাম॥
সবাই অবাক্‌, যার-পর নাই তুষ্ট মুনিবর।
তুষ্ট রাজা—পেলেন সীতার মনের মতন বর॥

রামচন্দ্রাদির বিবাহ

দিতে তখন সীতার বিয়ে, মুনির অনুমতি নিয়ে,
জনক দিলেন দূত পাঠিয়ে দশরথের কাছে।
শুনে কথা দূতের মুখে, উথ্‌লে ওঠে হর্ষ বুকে,
এর চেয়ে আর সুখের খবর তাঁর কাছে কি আছে!
পর দিনেই তুষ্ট মনে, নিয়ে ভরত শত্রুঘনে,
বশিষ্ঠ দেব পুরোহিতে মন্ত্রিগণে আর।

ধন রত্ন সৈন্য যা যা দরকার, তাও নিয়ে রাজা,
জাঁক-জমকে মিথিলা যান—আনন্দ কি তাঁর !
মিথিলাতে গেলে পরে, জনক রাজা সমাদরে,
এগিয়ে এসে নিয়ে গেলেন রাজা দশরথে।
যত্ন আদর খাতির যত করলেন, তা বল্‌বো কত,
কোনো দিকে না হলো তার ত্রুটি কোনো মতে ॥
বিশ্রাম বিরামের পরে, বসে সবাই একত্তরে—
মন্ত্রী, পুরুত, মুনি, রাজা জনক-দশরথ।
পরস্পর এই তুইটি কুলে, শুভমিলন-কথা তুলে,
বলেন খুলে এই বিবাহে যাঁর যে রকম মত ॥
জনক রাজার আরেক মেয়ে, ছোটো সেটি সীতার চেয়ে,
আর তাঁর ভাই সীরধ্বজের ছিলো মেয়ে তুটি।
রূপে গুণে তিনটি তারা, ছিলো যেন তিনটি তারা,
জনক রাজার রাজপুরী-রূপ আকাশেতে ফুটি ॥
বিশ্বামিত্র মুনির কাছে সকল খবর আগেই আছে,
জনক রাজায় সম্বোধিয়া বলেন সভার মাঝে।
'চারটি মেয়ে তোমার ঘরে, দেখ্‌নু ভেবে অনেক করে',
দশরথের গুণের সাগর চার পুত্রেই সাজে।'
বশিষ্ঠ আর শতানন্দ শুনে সবার খুব আনন্দ,
সবাই বলেন, ঠাউরেচো বেশ, ঠিক্ বলেচো, মুনি।
চাঁদ পেলে হয় হাতে যেমন, জনক রাজাও তুষ্ট তেমন,
মুনি পুরুত সবার মুখে এই কথা না শুনি ॥
তখন শুভ লগ্ন দেখে, হোমের আগুন সাক্ষী রেখে,
চার বোনকে দিলেন রাজা চারটি ভাইয়ের হাতে।
শঙ্খ-হুলুধ্বনি কতো, বাজ্‌না বাজে নানা মতো,
মহোৎসবের উৎস বয়ে গেলো মিথিলাতে ॥

পরশুরামের দর্পনাশ

দশরথ আর জনক রাজার কাছে বিদায় লয়ে।
তার পর দিন বিশ্বামিত্র গেলেন হিমালয়ে॥
দশরথও ব্যস্ত হলেন যেতে নিজের দেশ।
জনক রাজাও ঠিক করে সব রেখেছিলেন বেশ॥
কন্যাগণে দিলেন তিনি যৌতুক বিস্তর।
স্বর্ণ, মণি, মুক্তা, ধেনু, বস্ত্র মনোহর॥
বিস্তর দাস-দাসী দিলেন, বস্তু নানা মতো।
হাতী ঘোড়া গরু গাড়ী বোঝাই হলো কতো॥
দুই রাজাতে হলো তখন বিদায়-সম্ভাষণ।
কন্যা-বিদায় করে উদাস জনক রাজার মন॥
দশরথ ছাড়িয়ে তখন জনক রাজার পুর।
চার-বৌ চার-ছেলে নে যান—আনন্দে ভরপুর॥

এমন সময় কি সর্বনাশ! যমের মূর্তি ধরে।
পথ আগুলে দাঁড়ালো কে, কুড়ুল ঘাড়ের করে'॥
মাথায় জটা, শ্মশ্রু কটা, কপালে লাল ফোঁটা।
রুদ্রাক্ষের মালা গলে, রৌদ্রের ন্যায় ছটা॥
গেরুয়া পরা, বাম হাতে তাঁর মস্ত ধনুক ধরা।
দম্ভে, পদের ভরে যেন কম্পে বসুন্ধরা॥
মেঘের ডাকের মতো গভীর শব্দে বলেন ডেকে।
'কে রাম? কৈ অগ্রসর হও, বীরত্ব যাই দেখে॥'

বৃদ্ধ রাজা এগিয়ে এসে চম্‌কে গেলেন দেখি।
ক্ষত্রিয়কুল-অন্তকারী ভার্গব যে—এ কি !
ইনিই করে ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস একুশবার।
হয়েছিলেন ক্ষান্ত—হলো রোষ কি পুনর্ব্বার !
বৃদ্ধ রাজা জড়-সড় হয়ে তখন ভয়ে।
চেষ্টা করেন তুষ্ট তাঁরে কর্‌তে অনুনয়ে ॥
যোড়হস্তে বলেন—'মুনি, করুন ক্ষমা দান।
বালক এরা দেখুন—চাহি ভিক্ষা এদের প্রাণ ॥'

দৃক্‌পাত নাই অন্য দিকে—রামের পানে চেয়ে।
ভার্গব কন,—'তুষ্ট হলেম, বীর, তোমারে পেয়ে ॥
শিবের ধনু তুমিই নাকি ভাঙ্‌লে মিথিলায়।
সেইটা শুনেই আস্‌চি তোমার বলের পরীক্ষায় ॥
নাও ধনু এই, বাণ পরিয়ে, দাও তো এতে টান।
বীর-তো তুমি, দেখাও বীর্য, থাকুক বীরের মান ॥'

ভৃগুরামের দর্প দেখে, পিতার অপমান।
হাত বাড়িয়ে স্বহস্তে রাম নিলেন ধনুকখান ॥
ধনু নিয়েই, হাত দে মাঝে বাঁকিয়ে সেটা ফেলে।
গুণ পরিয়ে বাণ-যোজনা করেন অবহেলে ॥
বাণের মুখে সৃষ্টিনাশের শক্তি যেন এলো।
ভৃগুরামের বুক ঢিপ্‌-ঢিপ্‌—মুখ শুকিয়ে গেলো ॥
বীরেন্দ্র রাম সম্ভ্রমে কন, তখন তাঁরে ডেকে।
'কেমন মুনি, আপ্‌নি এখন তুষ্ট হলেন দেখে ॥

কিন্তু বিফল হয়ে আমার ফির্‌বে না তো বাণ।
প্রাণ নেবো না—নেবো তপে পেলে যে সব স্থান ॥"
এই বলে রাম শর ছুড়্‌লেন—মনটা মুনির ভার।
নষ্ট হলো তপে-পাওয়া পুণ্যস্থান তাঁর ॥
শক্তি সহ ঘুচ্‌লো তাঁহার দর্প মহাপাপ।
নিমেষে কালসর্প যেন হলো ঢোঁড়া সাপ ॥
তখন মুনি রামকে করে বন্দনা বার বার।
মহেন্দ্র পর্বতে গেলেন—রাগ নাইকো আর ॥

অযোধ্যায় রামচন্দ্রাদির প্রত্যাবর্ত্তন

এখন রাজা আবার নিজের সঙ্গী সেনা নে।
চল্লেন অযোধ্যা পানে, হর্ষ দেখে কে!
পৌঁছিলে অযোধ্যা তাঁরা, ঘটাঘটি করে।
তিন রাণীতে ছুটে এসে বৌ তুল্লেন ঘরে ॥
দান ধ্যান উৎসবের কথা বল্‌বো কতো আর।
রাজা যেন কল্পতরু, অবারিত দ্বার ॥
এর পরে ভরতের মামা নিয়ে যেতে তায়।
জানাইলেন দশরথে নিজের অভিপ্রায় ॥
অনুমতি দিলে রাজা, পিতার আলয় ছাড়ি।
শত্রুঘনে লয়ে ভরত গেলেন মামার বাড়ী ॥
অযোধ্যাতে রাম-লক্ষ্মণ রৈলেন দুই ভাই।
আদেশ করেন পিতা যাহা, করেন তাঁরা তাই ॥
মাতৃগণ আর পিতার সেবা, পুরবাসীর হিত।
সাধেন পরম যতনে রাম হয়ে অবহিত ॥

অযোধ্যাকাণ্ড

* * * * * * * * * * * * * *

রামের রাজ্যাভিষেক-প্রস্তাব

দশরথের বৃদ্ধ দশা, সামর্থ্য নাই আর।
পারেন না আর বইতে এখন রাজকার্য্যের ভার॥
বিশেষ রামের মতন গুণের পুত্র যাঁহার ঘরে।
মিছে তিনি ভূতের বোঝা বহেন কিসের তরে॥
তাই একদিন ডেকে নিজের পাত্র-মিত্রগণ।
বলেন তিনি—'রামকে রাজা কত্তে আমার মন॥'
রাজার কথায় সবাই খুসি, সবাই দিলেন সায়।
সবার চেয়ে খুসি রাজা হলেন নিজে তায়॥
বশিষ্ঠাদি মুনিগণে জিজ্ঞাসিয়া শেষ।
জানলেন যে পরদিনই শুভ কাজে বেশ॥
পুষ্যায় এই দিনে হবে চন্দ্রের সম্ভোগ।
জ্যোতির্বিদে বাখানে, এ বড়ই শুভযোগ॥
রাজা বলেন—'মধুমাস, এ সময়টিও ভালো।
বৃক্ষে নব পত্র, ফুলে বন উপবন আলো॥

কাল-ই রামে কর্‌বো রাজা, কর আয়োজন।
শুভ কাজে বিলম্ব আর কত্তে না হয় মন॥'
রামকেও সঙ্কল্প রাজা জানাইলেন তাঁর।
রাম গিয়ে আনন্দে মাতায় দিলেন সমাচার॥

দশদিকে লোক ছুট্‌লো তখন আয়োজনের তরে।
খবর শুনে আনন্দ-রোল উঠ্‌লো ঘরে ঘরে॥
সাজায় সবাই পুষ্প-পত্র দিয়ে গৃহদ্বার।
চন্দন-জল ছিটায় পথে, সুগন্ধ কি তার॥
অট্টালিকার চূড়ায় নিশান চারিদিকে উড়ে।
গীত-বাদ্যের তরঙ্গ বয় সারা সহর যুড়ে॥

মন্থরার কুমন্ত্রণা

কৈকেয়ীর এক দাসী ছিলো, মন্থরা তার নাম।
কেউ জানে না বাপ-মা কে তার, কোথায় বা তার ধাম॥
কুঁজ ছিলো তার পিঠে, কাজেই বল্‌তো লোকে কুঁজী।
কুঁজ্‌ড়োমি আর কোঁদল ছিলো এই কুঁজিটির পুঁজি॥
কৌতুক যে, কৈকেয়ী এই কুঁজি মাগীটাকে।
এনেছিলেন যৌতুক তাঁর বাপের বাড়ী থেকে॥
রাণীকে সে নিজের গণ্ডা বুঝায় তলে তলে।
লাগায়-ভাঙ্গায় খায়-দায় আর কুঁজটা ঢেকে চলে॥
সেই কুঁজী আজ ব্যাপার দেখে অবাক্ হয়ে আছে।
আরেক দাসী দূরে ছিলো, ডাক্‌লে তাকে কাছে॥
জিজ্ঞাসিল, উপর দিকে তুলে নিজের নাক।

'বলি, হ্যাঁ ঝি, জানিস কি গা, কিসের এত জাঁক ?'
সে বল্লে যে—'রাত পোহালে রাজা হবেন রাম
আজ অধিবাস—হচ্ছে তাতেই চাদ্দিকে ধূমধাম ॥'
যেম্নি শোনা, গাছ থেকে সে পড়্লো যেন নিচে।
কিংবা কানে কটাস্ করে কাম্ড়ে দিলে বিছে ॥
দৌড়ে গিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে রাণীরে সে কয়।
'ওঠো, রাণী ! সব গেলো যে—সর্বনাশ যে হয় !
কাল হবে রাম রাজা, তাতেই আজ অধিবাস তার।
চাদ্দিকে ঘোর-ঘটা, কিছু রাখো সমাচার ?'

রামের রাজা হবার কথা যেই শুনলেন রাণী।
আহ্লাদে মন্থরায় দিলেন অলঙ্কার একখানি ॥
মন্থরা সে গয়না-খানা ছুড়ে ফেলে রাগে।
বলে,—'রাণী, হচ্চে কি, ভেবে দেখো আগে ॥
রাম যদি হয় রাজা, ভরত ডুবলো তবেই পাঁকে।
রাজার মা কৌশল্যা হলো, পড়্লে তুমি ফাঁকে ॥'

কৈকেয়ী কন,—'জান না কি রামের যে গুণ কতো।
রাম আমারে দেখেন যে তাঁর নিজের মায়ের মতো ॥
ভরতকে রাম দেখেন আপন প্রাণের তুল্য তাঁর।
সকল গুণ যে করেছে রাম নিজের কণ্ঠহার ॥
সেই রাম হন রাজা যদি, তার চেয়ে কি সুখ।
বুঝি নে, মন্থরা, কেন এতে তোমার দুখ !'

মন্থরা কয় দুঃখ করে চাপ্ড়ে কপাল তার।
'কি বোঝাবো, ছাই বোঝাবো, পাঁশ বোঝাবো আর ॥

রামের চেয়ে ভালো তোমার তিন ভুবনে নাই।
হোক্ সে আগে রাজা, পরে বুঝবো কেমন তাই ॥
দেখ্‌বো তখন সতীন-মাকে ভক্তি কতো তার।
বৈমাত্র ভায়ের প্রতি কদর কতো আর ॥
দেখ্‌বো তোমায় কৌশল্যা করে কি না ঘৃণা।
দাস-দাসীরা তোমার কথা কানেও শোনে কি না ॥
দেখ্‌বো রাণী, দেখ্‌বো, যদি বেঁচে থাকি ঠিক।
টানে কি না বুড়ো রাজা কৌশল্যার দিক্ ॥
এই যে রামে কচ্ছে রাজা, ছিটে ফোঁটা এর।
বুড়ো রাজা তোমারে কি দিচ্ছে পেতে টের ?
নিজের পায়ে কুড়ুল তুমি মারচো রাণী নিজে।
থাই পাই নে ভেবে কিছু, কর্‌বো আমি কি যে ॥
শেয়াল-কুকুর কাঁদ্‌বে রাণী দেখে তোমার দুখ।
ভেবে এ সব কিন্তু রাণী ফাট্‌চে আমার বুক ॥
ঘুর্‌বে না কো বছর, হবে বুঝ্‌তে পিঠে পিঠে।
কাঙাল-গরিব লোকের কথা বাসি হলেই মিঠে ॥
পরের ছেলে যার ভালো, তার বাতাস না কেউ পাক।
যা হয় তা হোক্ গে, আমার ভরত ভালোয় থাক ॥
উঁচু পায়া চাই নে, বেঁচে থাকুক হয়ে নিচু।
নিষ্কণ্টক হবার তরে তার না করে কিছু ॥'

কথায় তর্কে মন্থরাকে এঁটে ওঠা ভার।
মুখ কথা কয়, চোক কথা কয়, নাক কথা কয় তার ॥

গুলিয়ে গেলো রাণীর মাথা সরে গিয়ে কাছে।
আস্তে বলেন, 'মন্থরা এর উপায় কিছু আছে?'

কেমন করে জানাই কুঁজী বস্তুটি সে কি যে।
বুকের গরল মুখ দে ঢালে, ফুঁক্ দে ঝাড়ে নিজে॥
অভিমানে আরেক দিকে চেয়ে কুঁজী কয়।
'কর্‌বো মনে কল্লে, উপায় ছটো কথায় হয়॥
তা না হলে কথায় কেবল বাড়ে কথার ফের।
হই বল্লেই হবে রাজা—কল-কাটি নেই এর?
রাজ্যি পাওয়া এতই যদি সোজা, ঠাকুরাণী।
কাজ কি কথায়, আমি তবে হই না কেন রাণী!'

কৈকেয়ী মন্থরার কাছে যুক্তি তখন মাগে।
'কত্তে এখন হবে কি বল্, মন্থরা, তা আগে॥'
মন্থরা কয়,—'বলেছিলে—আজো জাগে মনে।
আধ্‌মরা হন রাজা বারেক যুদ্ধে অসুর সনে॥
করেছিলে সেবা তুমি ঢেলে দিয়ে প্রাণ।
খুসি হয়ে দুই বর তাই তোমায় দিতে চান॥
নাও নে তখন—গচ্ছিত তা আছে রাজার ঠাঁই।
এখন তাঁরে হ্যাপায় ফেলে নাও-না চেয়ে তাই?
এক বর নাও, বসুক ভরত রাজ-সিংহাসনে।
আরেক বরে রামকে পাঠাও চৌদ্দ বছর বনে॥
বনে তারে দিতেই হবে, ধূর্ত বড় সেটা।
থাকলে হেথা কোন্ দিন কি বাধিয়ে দিবে লেঠা॥

কিন্তু বনবাসে গিয়ে থাক্‌লে অলক্ষিতে।
পার্‌বে ভরত প্রজাপাটক ঠিক করে সব নিতে॥
সহজে যে হবে এ সব, মনেও ভেবো না-কো।
গোসা করে মেঝের উপর ধূলোয় শুয়ে থাকো॥
রাজা এসে সাধ্‌লে পরে ঝোপটি বুঝে ঠিক।
কোপটি মেরো, তবেই হবে রক্ষে সকল দিক্‌॥'
বুদ্ধি বেঁটে দিয়ে কুঁজী শান্তি বড় পেলে।
রাণী গিয়ে শুলেন মেঝেয়, গয়না-গাঁটি ফেলে॥

দশরথের নিকটে কৈকেয়ীর বর-প্রার্থনা

রাজা কতক্ষণের পরে, সভা ছেড়ে এলেন ঘরে
এসেই দেখেন ঘর অন্ধকার।
রাণী ধূলোয় গড়াগড়ি, গয়না গুলো ছড়াছড়ি,
ডাকেন যত পান না সাড়া তাঁর॥
রাজা বলেন,—'কোন্‌ অসুখে, আছ রাণী মনের দুখে'
রোগে কিংবা মনে পেয়ে ব্যথা।
বল, মৌন পরিহরি, এখনি তার উপায় করি',
রাণী তবু কয় না কোন কথা॥
আবার রাজা কাতর বাণী বলেন, 'বল বল রাণী,
কি হয়েছে বল আমার ঠাঁই।
তোমার হিতে বলি দিতে, পারি না কো পৃথিবীতে
এমন আমার কোন কিছুই নাই॥
প্রাণের চেয়ে প্রিয় যে রাম, বল্‌চি নিয়ে তাহারি নাম,
সত্য ছাড়া কয় না দশরথ।

থাকে কোনো বাঞ্ছা মনে শীঘ্র বল, বরাননে,
পূর্ণ করি তোমার মনোরথ ॥'
রাণী তখন সাহস পেয়ে, রাজার দিকে ফিরে চেয়ে,
ধীরে বলেন, কষ্টে যেন কতো।
চক্ষু দুটো রাঙা রাঙা, কথাগুলো ভাঙা ভাঙা
ফোঁস-ফোঁসানি কাল-নাগিনীর মতো ॥
'সাক্ষী হউন দেবতা সবে, অন্যথা এর নাই হবে,
কহেন সত্যবাদী মহারাজ।'
অম্নি রাজা কহেন বাণী,— 'সন্দেহ কি তাতে রাণী,
দশরথের যেই কথা সেই কাজ ॥'
তখন আরো ভর্সা পেয়ে, রাণী লাজের মাথা খেয়ে,
পষ্ট করে বল্লেন মুখ ফুটি।
'সেবায় পরিতুষ্ট হয়ে, বর দিবে রেখেছ কয়ে,
দাও আমারে আজ সেই বর দুটি ॥
এক বরে তার, বাকল পরে চৌদ্দটি বছরের তরে,
দেশ ছেড়ে রাম এখনি যাক বনে।
আরেক বরে তারি পরে, রাজার মুকুট মাথায় পরে
বসুক ভরত রাজ-সিংহাসনে ॥'

রামের বনগমনাঙ্গীকার

রানীর কথা শুনে তখন স্তব্ধ মহারাজ।
শব্দ করে মাথায় তাঁহার পড়্লো যেন বাজ ॥
কাল-সাপিনীর দংশনে লোক পড়ে যেমন ঢলে।
তেম্নি রাজা মূর্ছা গিয়ে পড়েন ভূমিতলে ॥

জ্ঞান হলে পর কখনো বা রাণীকে দেন গালি।
কখনো বা পায়ে ধরেন, বিনয় করেন খালি ॥
কতই কাঁদেন, বিনয় করেন, মূর্ছিত হন কভু।
অটল অচল কৈকেয়ী, তাঁর ফির্লো না মন তবু ॥
মুখে শুধুই বুলি—'রাজা, শোধো নিজের ধার।
এই দুই বর ছাড়া, আমি চাই নে কিছুই আর ॥'

রাত পোহালো ; অভিষেকের ঠিক্ হয়ে সব আছে।
মন্ত্রিবর সুমন্ত্র গেলেন বল্‌তে রাজার কাছে ॥
গিয়ে নীরব হয়ে দাঁড়ান, রাজায় কাতর দেখে।
কৈকেয়ী কন, 'রাজার আদেশ, রামকে আনো ডেকে ॥'
রামকে নে সুমন্ত্র সেথা এলেন পুনরায়।
রাম দাঁড়ালেন প্রণাম করে পিতামাতার পায় ॥
দেখেই তাঁরে, 'রাম' এইটি মুখে শুধু বলে।
বন্ধ হলো কথা, রাজা ভাসেন চোখের জলে ॥
তাই দেখে রাম, কৈকেয়ী মায় সুধান কাতর স্বর।
'আজ কেন, মা, পিতার আমার এমন ভাবান্তর ?
না জেনে কি আমিই কোনো দোষ করেছি পায়।
কেন পিতা কন না কথা—কাতর দেখি তাঁয় ?'
কৈকেয়ী কন,—'বল্‌চি, কেন কাতর মহারাজ।
সত্য নিয়ে কথা, বাপু, সত্য নিয়ে কাজ ॥
মনের ভিতর কষ্ট কিনা, বল্‌তে কাতর তাই
বল্‌তে হবে বই কি, বাছা, বলাই বরং চাই ॥'

তখন নিজের বর পাওটার কথা গোড়ায় তুলে।
অম্লানবদনে রাণী বলেন সকল খুলে॥
আগা-গোড়া সকল কথা শুনে মুখে তাঁর।
রাম বল্লেন,—'এর জন্যে চিন্তা কি, মা, আর ?
পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতাই পরম তপ।
পিতায় তুষ্ট কল্লেই, হন দেবতা তুষ্ট সব॥
পিতার সত্য রক্ষা হবে আমি গেলে বনে।
পুত্রের কাজ কর্‌বো—পাবো সন্তোষ তায় মনে॥
এর জন্য পিতা আমার কাতর কেন এত।
ভরত হবে রাজা—আমার প্রাণের তুল্য সে তো॥
আস্‌চি ত্বরায়, এসেই যাত্রা কব্‌বো বনভূমি।
পিতা আমার কাতর—তাঁকে সান্ত্বনা দাও তুমি॥'

কৌশল্যার নিকট রামচন্দ্রের বিদায়-গ্রহণ

চল্লেন রাম তখন রাণী কৌশল্যার ঘরে।
দেবের পূজা করেন রাণী রামের কুশল-তরে॥
অঘটন যা ঘট্‌লো হঠাৎ শুনে রামের মুখে।
মূর্ছা গেলেন রাণী, ব্যথা বাজ্‌লো বড় বুকে॥
জ্ঞান হলে পর উঠে রাণী পাগলিনীর মতো।
কাঁদেন, বক্ষে আঘাত করেন, বিলাপ করেন কতো॥
'বৃদ্ধ হয়ে বুদ্ধি গেলো, নারীর কথা শোনে।
এমন রাজার কথায় যেতে দিব না তো বনে॥
রাম কন, 'মা, পিতা তিনি, ন্যায় অন্যায় তাঁর।
পুত্র আমি—বিচারে মোর নাইকো অধিকার॥

তোমারো হন পূজ্য তিনি, মনে পেলেও তাপ।
তাঁর নিন্দা করা, মা গো, তোমার পক্ষে পাপ ॥
আমা হতে হবেন রাজা মুক্ত সত্য-দায়।
জেনো তুমি, হবেই আমার মঙ্গল, মা, তায় ॥
আশীর্বাদ এই কর শুধু, আবার এসে ফিরে।
তোমার চরণ-কমল দুটি ধরতে পারি শিরে ॥
বৃদ্ধ পিতা, দুঃখে শোকে কণ্ঠাগত-প্রাণ।
সেবা কর তাঁর, মা, যাতে কষ্ট আর না পান ॥'
এই বলে রাম কৌশল্যার পায়ের ধূলো লয়ে।
বিদায় হলেন, কান্না দেখে বড়ই কাতর হয়ে ॥
নিজে যাবেন বনে, তাতে নাইকো দুঃখ মনে।
মায়ের দুঃখ দেখে ধারা বইলো দুনয়নে ॥

লক্ষ্মণের ক্রোধ এবং রামচন্দ্রের সহিত
বনানুগমনে আদেশ লাভ

রাম বুঝালেন বটে, কিন্তু বোঝে কে তা আর ?
কাঁদেন রাণী, রাজ-পরিজন সঙ্গে কাঁদেন তাঁর ॥
তাই দেখে লক্ষণের মনে হলো দারুণ রাগ ॥
গর্জিয়ে কন, 'জানি আমি, সব নরমের বাঘ ॥
এই দাঁড়ালেম শর-যোজনা করে' শরাসনে।
কার ক্ষমতা, কে রাজা হয়, দাদায় দিয়ে বনে !

খণ্ড খণ্ড করবো—রাজ্য লণ্ডভণ্ড ছার।
দেখবো করে রাজ্যরক্ষা বীর্য এমন কার!'

রাগ দেখে লক্ষ্মণের কহেন মধুরভাষে রাম।
'ভাই রে, আমি ভালই জানি তোমার গুণগ্রাম॥
কিন্তু আমায় বড়ই নাকি ভালোবাসো, ভাই।
বুদ্ধি বিচার সব গুলিয়ে ফেলেচো আজ তাই॥
নিজে ভ্রষ্ট, ইষ্ট নষ্ট, কি ফল এমন রাগে।
তুষ্ট আমি আজকে কিসে, বুঝে দেখো আগে॥
তুষ্ট আমি—আনন্দে মোর উঠচে ফুলে বুক।
পিতার পদে বলি দিব নিজের তুচ্ছ সুখ॥
বনের পশু, নিজের সুখ তো তারাও খোঁজে সবে।
মানুষেতেও তাই যদি, সে মানুষ কিসে তবে?
জীবনে কে শুধতে বলো পারে পিতার ধার।
তুষ্টই তাঁয় কত্তে সুযোগ হয় বা এমন কার?
সুযোগ এসে জুটলো যখন পিতার সত্য-পণে।
ছাড়বো না সে সুযোগ তখন, যাবোই আমি বনে॥
আমার সুখে পাও তুমি সুখ, আমার দুখে দুখ।
আজ কেন, ভাই, হয় না তোমার আমার সুখে সুখ?'

লক্ষ্মণ তাঁর মিষ্ট কথায়, আর জানি না কিসে।
মাটি হয়ে গেলেন যেন মাটির সঙ্গে মিশে॥
হেঁট মুখেতে চুপটি করে থেকে কতক্ষণ।
বল্লেন শেষ, 'দাদা, তবে আমিও যাবো বন॥'

বৃদ্ধ পিতার আর মাতাদের সেবা করার তরে।
অনেক করে বল্লেন রাম থাকতে তাঁরে ঘরে ॥
লক্ষণ না হলেন রাজি থাকতে অযোধ্যায়।
কাজে কাজেই রামকে হলো সঙ্গে নিতে তাঁয় ॥

বনগমনে সীতার আদেশ-লাভ

তারপরেতে চল্লেন রাম ধীরে সীতার ঘরে।
যেতে যেতে ভাবেন, খবর দিবেন কেমন করে ॥
গিয়ে দেখেন, সেরে সীতা দেবের আরাধনা।
সঙ্গিনীগণ-সঙ্গে করেন মিষ্ট আলাপ নানা ॥
বিষণ্ণবদনে তখন গিয়ে সীতার পাশে।
দুঃখের এই সংবাদ রাম দিলেন মধুরভাষে ॥
শেষ বল্লেন, 'শুন, সীতা, পিতার সত্য-পণ।
কত্তে পালন আজ এখনি যাবো আমি বন ॥
বৃদ্ধ পিতার, দুঃখিনী মোর মায়ের আছে কেবা।
গুরু জেনে, সীতা, তুমি করো তাঁদের সেবা ॥
সত্য পালন করে পিতার, ফিরে এলে ঘরে।
সুখী হবো আমরা আবার দেবতাদের বরে ॥

যার-পর-নাই বিষাদিতা হলেন সীতা তাতে।
ছিন্ন কমল শুকিয়ে যেন গেলো রবির তাতে ॥
নিন্দাও কল্লেন না কারো, নিষেধ কারেও নাই।
তিনিও যাবেন সঙ্গে, শুধু জানাইলেন তাই ॥
রাম বল্লেন, 'শুন, সীতা, সুখের সে ঠাঁই নয়।
রাক্ষস বাঘ সিংহ ভালুক আর সর্পের ভয় ॥

পথ নাই—সে উঁচু-নিচু কঠিন বনভূমি।
কণ্টকে তাও পরিপূর্ণ, কষ্ট পাবে তুমি ॥
কাতর হলেও তৃষ্ণায় নাই সকল জা'গায় জল।
ক্ষুধায় খাদ্য আর কিছু নাই, শুধু বনের ফল ॥
ঘর নাইকো, বনের মাঝে গাছের তলায় বাস।
ঝড়-বৃষ্টি-হিমের সেথা পীড়ন বারো মাস ॥
যত্নেতে পালিতা তুমি শিশুবেলা হতে।
বনভূমি তোমার যোগ্য নয়কো কোনো মতে ॥'

রাম বুঝালেন অনেক করে, সীতা বলেন তবু।
'সঙ্গে যাবো আমি, আমায় ক্ষমা কর, প্রভু ॥
সুখে দুখে পতির সেবা ধর্ম নারীর হয়।
মিছে ও কি দেখাও আমায় বাঘ-ভালুকের ভয় ॥
প্রাণের শঙ্কা আমার যেমন, তেম্নি তোমার আছে।
আমার চেয়ে তোমার প্রাণের মায়া আমার কাছে ॥
হোক না কেন কণ্টকময় কঠিন বনভূমি।
কষ্ট হবে নাকো যদি সঙ্গে থাকো তুমি ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা সয়ে তুমি ঘুরবে বনে বনে।
রাজভোগেতে থাকবো আমি, তাই ভেবেচো মনে?
গাছের তলায় বৃষ্টি হিমে থাকবে তুমি স্বামী।
অট্টালিকায় পালঙ্কেতে নিদ্রা যাবো আমি!
পত্নী কেবল পতির সুখের ভাগিনী ত নয়।
দুঃখের ভাগ বক্ষ পেতে অগ্রে নিতে হয় ॥
রাজভোগে তাই দারুণ ঘৃণা হয়েচে মোর মনে।
দুঃখের ভাগ নিয়ে সুখী হবো গিয়ে বনে ॥

তায় যদি হও বাদী, প্রভু, না যাও সাথে লয়ে।
জানবো আমি, মৃত্যু আমার এলো নিকট হয়ে॥'
একান্ত মন দেখে, নিলেন সীতারে রাম সাথে।
বনে যাবেন লক্ষ্মণও তাই এলেন ধনুক হাতে॥

রামচন্দ্রাদির বনগমন

দশরথের কাছে বিদায় নিতে গেলেন তাঁরা।
চেয়ে তাঁদের পানে রাজা কেঁদেই হলেন সারা॥
ধার্মিক আর সত্যবাদী রাজা দশরথ।
বর দিয়ে আর পারেন না তো ছাড়তে সত্যপথ॥
তাই আক্ষেপ করে কেঁদে বলেন অবিরাম।
'বেঁধে রেখে আমায়, তুমি হও গে রাজা, রাম॥'
বড়ই কাতর রাজা—দেরী না করে রাম আর।
বিদায় নিলেন ভক্তিভরে বন্দি চরণ তাঁর॥
উৎসাহে রাম পূর্ণ, তবু ভাসেন আঁখি-ধারে।
'মা রইলেন শোকাতুরা, দেখো পিতা তাঁরে॥'
বন্দি পরে মাতৃগণ আর অন্য গুরুজনে।
পিতার সত্য পালনে রাম আনন্দে যান বনে॥

রাম-লক্ষ্মণ-সীতায় লয়ে সুমন্ত্র যান রথে।
শোকে নগরবাসী সবাই সঙ্গে ছোটে পথে॥
বৃদ্ধ রাজা শোকাবেগে এলেন বাহির হয়ে।
ধরে তাঁরে ঘরে সবাই নে যায় বলে-কয়ে॥
কিন্তু তিনি কৈকেয়ী মহিষীর ঘরে আর।
গেলেন নাকো, যাবেন নাকো প্রতিজ্ঞা এই তাঁর॥

বৃদ্ধ বালক যুবা অনেক ছুটচে রামের সাথে।
দয়ার সাগর রামের হলো কষ্ট বড় তাতে ॥
বুঝিয়ে কারেও, লুকিয়ে কারেও নানা উপায় করে।
ক্রমে তাঁদের নিকট হতে গেলেন তিনি সরে ॥
দক্ষিণ দিক ধরে তখন ক্রমাগতই যান।
শেষ হলো তমসার তটে এসে দিনমান ॥
তৃণশয্যা রচি সেথা রইলেন তাই রাতে।
বনবাসে আজ সবে এই দেখা নিশার সাথে ॥

গুহ-সম্ভাষণ

ভোর না হতে উঠে রথে গিয়ে অনেক দূর।
শেষবেলা পৌঁছিলেন তাঁরা শৃঙ্গবেরপুর ॥
গঙ্গাতীরে একটি সেথা ইঙ্গুদীগাছ দেখে।
রাম বল্লেন, 'কাটাবো রাত এর তলাতেই থেকে ॥'

ব্যাধের রাজা ছিলেন সেথা গুহ চাঁড়াল নাম।
শুনলেন তাঁর রাজ্যে এলেন বন্ধু তাহার রাম ॥
ছেলে বুড়ো যে যেথা তাঁর ছিলো, নিয়ে সাথে।
রাম ভেটিতে চলেন নানা জিনিস মাথায় হাতে ॥
একটা মুখে তিনটে মুখের হাসি গুহ হেসে।
'রামা মিতে কৈ রে' বলে হাজির হলেন এসে ॥
বসে ছিলেন, তাঁয় দেখে রাম এগিয়ে গেলেন উঠে।
হাত বাড়িয়ে দুটো গুহ এলেন বেগে ছুটে ॥

কোলাকুলি কল্লেন রাম গুহ চাঁড়াল সাথে।
দুইজনেরি আনন্দ খুব হলো বড় তাতে॥
গুহ বলেন, 'আমার কুঁড়ে থাকতে হেথা, ভাই।
গাছতলাতে বস্‌লি কেন, বল্‌-না, মিতে তাই॥
কইও কথা পরে মিতা, এনেছি মুই যা।
শুকানো মুখ দেখি তোঁহার, আগে তু সব খা॥'

স্পর্শ করে সে সব জিনিস, রাম বল্লেন, 'মিতে।
তোমার আদর যত্নে বড়ই প্রীতি পেলেম চিতে॥
কিন্তু আগে শোনো, কেন, যাচ্ছি আমি কোথা।'
এই-না বলে বল্লেন তাঁয় খুলে সকল কথা॥

শুনে গুহ হাঁ করে রয়, গালে দিয়ে হাত।
'কি কহিলি, মিতে, বুকে হৈলো বজরপাত॥
যা হোলো তা হোলো, মিতে, চারা তো তার নাই।
রাজা হয়ে এইখানে তুই থাক্‌ আমাদের ভাই॥
পর্‌জা হয়ে মোরা সবাই থাকবো মিতে তোর।
বনাইব রাস্তা তোঁহার বুক পেতে দে মোর॥'
রাম বল্লেন, 'গৃহীর ভোগ্য সব-ই দিলাম ছাড়ি।
তাই-সে না খাই খাদ্য তোমার, না যাই তোমার বাড়ি॥
এতে যদি, মিতে, আমার হয়ে থাকে দোষ।
বন্ধু বলে ক্ষমা কর, কোরো না, ভাই রোষ॥
রাজ্যপালন বলচো কি ভাই, বুঝলে না কি মনে।
জটা-বাকল পরে আমায় ঘুরতে হবে বনে॥'

সেইখানে কাটিল রাত্রি ; সকাল হলে পর।
সারথি সুমন্ত্রে বিদায় দিলেন রঘুবর ॥
নৌকা আনাইলেন তখন তীরে গুহ মিতা।
বিদায় নিয়ে উঠলেন তায় রাম-লক্ষ্মণ-সীতা ॥
তর্-তর্ চলিল তরি, গঙ্গা হলেন পার।
সেই দিন সেই রাত্রি কেটে গেলো পারে তার ॥
পূর্বদিকে সোনার হাসি দেখে উষার মুখে।
সেখান থেকে তিনজন ফের যাত্রা করেন সুখে ॥

রামচন্দ্রাদির চিত্রকূট পর্বতে গমন

প্রয়াগে আশ্রমে থাকেন মুনি ভরদ্বাজ।
সন্ধ্যাবেলা সেইখানেতে এলেন তাঁরা আজ ॥
কাছেই গঙ্গা আর যমুনা মিলে করে গান।
মধুধারা ঢালে কানে, শীতল করে প্রাণ ॥
গেলে তাঁরা হলেন মুনি তুষ্ট অতিশয়।
কল্লেন যে যত্ন কত, বলবার তা নয় ॥
আগেই মুনি জানতেন রাম কেন এলেন বনে।
রামের গুণে মুগ্ধ তাতেই হয়েছিলেন মনে ॥
কল্লেন আনন্দে মুনি অতিথি-সৎকার।
বিশ্রাম-ঠাঁই দেখিয়ে দিলেন কুটীরেতে তাঁর ॥
মুনি বলেন, 'বড়ই আমার মনের অভিলাষ।
এইখানে রাম কাছে থেকে কাটাও বনবাস ॥'
রাম বল্লেন, 'বাঞ্ছা বড় দূরে আরো যাই।
দয়া করে ঠিক করে দিন একটি ভালো ঠাঁই ॥'

আগ্রহ দেখিয়া রামের বলেন মুনিবর।
'পাহাড় চিত্রকূটের শোভা বড়ই মনোহর॥
নির্জন ঠাঁই, ফল-জল সব সুলভ সেথা হয়।
সব রকমেই ভালো সে ঠাঁই, আমার মনে লয়॥'
মুনির কথা শুনে খুশি হলেন বড় রাম।
নিশায় মুনির কুটীরেতেই কল্লেন বিশ্রাম॥

উষা এলো, নদীর ধারে বনের গাছে গাছে।
লক্ষ পাখি জানায় ডেকে প্রভাত এলো কাছে॥
উঠে তখন বিদায় তাঁরা নিয়ে মুনির স্থানে।
চল্লেন তাঁর কথা মতো চিত্রকূটের পানে॥
খানিক গিয়ে যমুনাতে হতে হলো পার।
শুকনো কাঠে ভেলা বেঁধে উঠেন উপর তার॥
পর-পারে গিয়ে তাঁরা নামেন ভেলা হতে।
চল্লেন তিনজনে তখন বনের পথে পথে॥
যেতে যেতে দেখেন তাঁরা শীতল শ্যামবট।
ঠাঁই জুড়েছেন বনস্পতি নামিয়ে অনেক জট॥
দেখেই সীতা বিস্ময় আর ভক্তিতে কন তায়।
'বনস্পতি, করি নতি, আমি তোমার পায়॥
কাটিল এই বনে তোমার কতই যুগান্তর।
সুখ দুঃখ কতই তুমি সইলে নিরন্তর॥
পতিব্রতা-ধর্মপালন হউক আমার বনে।
স্বামী-দেবর দুইজনে রন সুস্থ দেহ মনে॥
কৌশল্যা-সুমিত্রা মায়ের চরণ-ধূলি শিরে।
নিতে যেন পারি সবাই অযোধ্যাতে ফিরে॥'

বর মেগে নে অনেকটা পথ চলে অবশেষে।
শৈল চিত্রকূটে তাঁরা হাজির হলেন এসে॥
ফল রয়েছে গাছে ফলে, লতায় ফুটে ফুল।
নানা রকম গুল্ম—তাদের নাইকো শোভার তুল॥
হংস সারস চরছে জলে, ডাকছে কোকিল ডালে।
ছুটছে মৃগ হর্ষে, ময়ূর নাচছে তালে তালে॥
নির্ঝরেতে ঝর্-ঝর্-ঝর্ ঝরছে কেবল জল।
দেখছে না কেউ, শুনছে না কেউ—নিরিবিলি স্থল॥
ফল-জল বেশ মেলে হেথা, দেখতেও বেশ ঠাঁই।
এইখানেতেই থাকতে তাঁদের ইচ্ছা হলো তাই॥
লতা পাতা কাষ্ঠ তৃণ এনে তারি পর।
লক্ষ্মণ রচিলেন সেথা কুটীর মনোহর॥
ভগবানের প্রসন্নতা করে আকিঞ্চন।
মনের সুখে সেইখানেতে রইলেন তিনজন॥

দশরথের দেহত্যাগ

এদিকে সুমন্ত্র তখন নিয়ে শূন্য রথ।
অযোধ্যাতে গেলেন, যেথা রাজা দশরথ॥
সুমন্ত্রকে দেখে—শুনে তাঁর মুখে সব কথা।
কাতর হলেন আরো রাজা, আরো পেলেন ব্যথা॥
মূর্ছিত হন ক্ষণে ক্ষণে ক্রমেই শক্তিহীন।
কৌশল্যা মহিষী সেবা করেন নিশিদিন॥
রাত্রে রাজা বলেন, 'আমার আয়ু হলো শেষ।
একটা কথা এখন আমার পড়চে মনে বেশ॥

অন্ধমুনি ছিলেন বনে অন্ধজায়া সনে।
পুত্র সিন্ধু গেলেন তাঁদের জল-অন্বেষণে ॥
কুম্ভে ভরেন জল, আমি সেই শব্দ অনুমানে।
হাতি ভেবে বিঁধলেম তাঁয় শব্দভেদী বাণে ॥
তাতেই শিশুর মৃত্যু হলো, মুনি দিলেন শাপ।
'পুত্র-শোকে মরবে, রাজা, পেয়ে মনস্তাপ ॥'
সেইদিন মোর দেখছি এখন এলো নিকট হয়ে।
জীবন তো আর রয় না, রাণী, পুত্রের শোক সয়ে ॥'
'কই বাপ রাম', এই কথাটি বলে তাহার পর।
চুপ করলেন রাজা, হলো বদ্ধ গলার স্বর ॥
অধিক রাতে যখন নাকি স্তব্ধ চারিধার।
প্রাণ-পাখি পলালো, খাঁচা রইলো পড়ে তার ॥
সকালবেলা জানলে সবাই রাজা তাদের নাই।
হাহাকারে পূর্ণ তখন হলো সকল ঠাঁই ॥

ভরত ও শত্রুঘ্নের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন

দু-ভাই গেছেন বনে, দু-ভাই আছেন মামার বাড়ি।
দূত গেলো তাই ভরতেরে আনতে তাড়াতাড়ি ॥
মস্ত কড়ায় রাজার দেহ রইলো ফেলা তেলে।
সংকার তাঁর হবে ভরত অযোধ্যাতে এলে ॥

পৌঁছিয়ে দূতেরা হেথা কেকয় রাজার দেশে।
ভরতেরে নিয়ে যাবার বার্তা দিলেন শেষে ॥
অযোধ্যায় যা ঘটলো তাহার নাম-প্রসঙ্গ নাই।
এইটি শুধু জানালে—'তাঁর শীঘ্র যাওয়া চাই ॥'

কেকয় রাজের কাছে তখন নিয়ে অনুমতি।
শত্রুঘন আর ভরত করেন অযোধ্যাতে গতি॥
রাজধানীতে এসে চাহেন চাদ্দিকে দুই ভাই।
নিরানন্দে ভরা সকল, হর্ষ কোথাও নাই॥
এগোয় না কেউ কাছে তাঁদের, শুধায় না কেউ কথা।
ব্যাকুল মনে গেলেন ভরত পিতা থাকেন যেথা॥
পিতার দেখা না পান সেথা, গেলেন মাতার ঘরে।
কৈকেয়ী তাঁয় বসান কাছে যত্ন-আদর করে॥
জিজ্ঞাসিলেন, 'আসতে পথে হয় নি ত, বাপ ক্লেশ।
পিতা, মাতা, ভ্রাতা—সবাই আছেন তো মোর বেশ?'

উত্তর তার দিয়ে ভরত, আগ্রহে কন, 'মা।
এখানকার কি খবর, আমায় আগে জানাও তা॥
রাণী তখন মন্থরা ঝির গুণের কথা তুলে।
বুদ্ধিতে তার যা করেছেন সব বল্লেন খুলে॥
তার ফলে যে বনে গেলেন রাম-লক্ষ্মণ-সীতা।
তাও বল্লেন কৈকেয়ী খুব হয়ে আনন্দিতা॥

আর বল্লেন, 'রাজাও মলেন করে 'রাম আর রাম'।
মরণ-কালেও আনলেন না মুখে তোমার নাম॥
এখন তুমি এলে, বাবা কর ছেলের কাজ।
তেলে ফেলা আছেন রাজা নয়-দশদিন আজ।
সৎকার তাঁর করো, সারো শ্রাদ্ধটি চটপট।
সিংহাসনে বোসো গিয়ে হয়ে গণেশ-ঘট॥'

কৈকেয়ীকে ভরতের ভর্ৎসনা এবং পিতার অন্ত্যেষ্টিকার্য সম্পাদন

ঘটলো যা, দেখালেন রাণী তুলে যেন ছাঁচে।
ভরত যেন স্বপ্ন দেখেন বসে তাঁহার কাছে!
শেষে যখন বুঝলেন যে সত্যই সব তাই
শত্রুঘন আর ভরত দু-ভাই রেগে হলেন কাঁই॥
নিজে নিজের বুক চাপড়ান, টেনে ছেঁড়েন চুল।
রাজ-ভবনে পড়ে গেলো মস্ত হুলস্থূল॥
রাগের ভরে ভরত বলেন, পেয়ে মনস্তাপ।
'পাপিনী, মা, তুমি, তোমার মুখ দেখলেও পাপ॥
আগুনেতে পুড়ে কিম্বা গলায় দড়ি দিয়ে।
পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুমি শীঘ্র কর গিয়ে॥'

আবার বলেন, 'রাজমহিষী তুমি রাজার ঝি।
ঘৃণার কথা ছি ছি, এ সব কাণ্ড তোমার কি
দাদা তোমায় দেখেন যে তাঁর নিজের মায়ের চেয়ে।
কেমন করে বৈরিতা তাঁর কল্লে সরম খেয়ে!
কতই ভালোবাসা পেলেম দাদার কাছে থেকে।
মনে তিনি কচ্চেন কি, তোমার ব্যাভার দেখে!
সূর্য যাঁরে দেখতে না পান এমন কুলবধূ।
সীতা দেবী গেলেন বনে তোমার পাপে শুধু!
আমি তোমার পুত্র যে তা বলতে লোকের কাছে।
লজ্জা হয় মা, এর চেয়ে আর দুঃখ কি বা আছে!

ধন্য আমার লক্ষ্মণ ভাই, ভাইয়ের প্রেমে ভোর।
দাদার সেবা কত্তে গেছে, দাদার সাথে মোর ॥
দাদা যখন গেলেন বনে, বনে যাবো আমি।
মন্থরাকে নিয়ে তোমার, রাজ্য করো তুমি ॥'
তখন হতভম্ব রাণী, চুণপানা মুখ তাঁর।
ছেলের গতিক দেখে মুখে বাক্ সরে না আর ॥
মনে ভাবেন কি আশ্চর্য! কি দুর্ভাগ্য মোর।
করলেম যার তরে চুরি, সেই যে বলে চোর ॥

ধার্মিকবর ভরত তখন বড়ই ক্ষুণ্ণমনে।
বল্লেন তাঁর কাছে ডেকে পাত্র-মিত্রগণে ॥
'রাজ্য আমি চাই না, দাদার ভালোবাসা চাই।
জননী যা কল্লেন, তায় সম্মতি মোর নাই ॥'
বলে চলেন বড় মাতা কৌশল্যার ঘরে।
আসতেছিলেন তিনি, তখন দেখা পরস্পরে ॥
ভরত ভাসেন নয়ন-জলে চরণ ধরে তাঁর।
নত মুখেই রহেন, মুখে বাক সরে না আর ॥
বুকে নে কৌশল্যা তাঁহার মুছায়ে দেন মুখ।
দুঃখিনী আজ রাম-মাতার দুখেও তবু সুখ ॥

কাঁদেন ভরত রামের কথা, পিতার মৃত্যু নিয়ে।
দিনের পরে নিশা, নিশাও গেলো কোথা দিয়ে ॥
প্রাতে এলেন বশিষ্ঠ, তাঁর বাক্য শিরে ধরে।
করেন পিতার কার্য ভরত, ভাসেন আঁখি-লোরে ॥

মন্থরার শাস্তি

শ্রাদ্ধ আদি ক্রমে সেরে, ভরত ভাবেন মনে।
এবার তিনি পারেন যেতে রাম-অন্বেষণে ॥
শত্রুঘনের সঙ্গে মিলে যুক্তি করেন তার।
যুক্তি কি আর, কাঁদেন ছু-ভাই, করেন হাহাকার ॥
এমন সময় দ্বারের পাশে দেখেন কুঁজির মুখ।
এখনো তার সঙ্কোচ নাই—ফুর্তি-ভরা বুক ॥

ভালো কাপড়, নানা রকম গয়না ভালো পরে।
বেরিয়েচে সে চন্নন-টিপ চন্নন-ছাপ ধরে ॥
আগে থেকেই শত্রুঘনের ছিল বিষম রাগ।
ধরেন তায়, ধরে যেমন কুকুরীকে বাঘ ॥
কেবল ভূঁয়ে আছড়ান আর তোলেন ঝুঁটি ধরে।
কুঁজী চেঁচায়—'যাই গো', 'মা গো', 'গেলুম যে গো' করে ॥
নাটাপাটা হয়ে কুঁজী যায় বা, দেখে তাই।
ভরত বলেন, 'আর কাজ নাই, নিরস্ত হও, ভাই ॥
একে নারীজাতি, আবার বুদ্ধিহীনা তাতে।
মিছে কেন ছুঁচো মেরে গন্ধ করা হাতে ॥
বিশেষ দাদার দয়ার শরীর, কিছুতে নাই রোষ।
উল্টে আবার দেবেন তিনি তোমায় আমায় দোষ ॥'

ছাড়লেন শত্রুঘ্ন তবে প্রাণটি কুঁজীর রেখে।
হাঁপাতে হাঁপাতে কুঁজী পালায় সেখান থেকে ॥

ভরতের বন-গমন এবং রাম-সম্ভাষণ

দশরথের মৃত্যুর পর, সপ্তাহ-তুই প্রায়।
কেটে গেলো শ্রাদ্ধ আদি চুকতে সমুদায় ॥
তখন ভরত রামকে এনে রাজা করার তরে।
খুঁজতে গেলেন বনে, নিজেও জটা-বাকল পরে ॥
গুহ-রাজের, ভরদ্বাজের কাছে ক্রমে গিয়ে।
কোন্‌দিকে রাম গেলেন, তারি খবর নিয়ে নিয়ে ॥
শৈল চিত্রকুটে এসে দেখতে পেলেন শেষে।
আছেন তাঁরা ব্রতধারী বনচারীর বেশে ॥
অল্পাহারে, চিন্তায় আর দারুণ পথশ্রমে।
জীর্ণ শীর্ণ হয়ে ভরত পড়েছিলেন ক্রমে ॥
রামকে দেখেই, ধরতে গেলেন চরণ-তুটি ছুটে।
চরণ পেতে-না-পেতে তাঁর পড়ে গেলেন লুটে ॥
'দাদা' বলেই স্তব্ধ—কথা বার হলো না আর।
তুই চোখে বয় দর-দর ধারা অনিবার ॥

হাত বাড়িয়ে ভরতে রাম পেতে দিলেন বুক।
'শীর্ণ এত কেন রে, ভাই, কেন মলিন মুখ!
এমন বেশে, এমন সময়, তুমি কেন হেথা।
কেমন আছেন পিতা আমার, কেমন আছেন মাতা?

রাজ-পরিজন পাত্র মিত্র আত্মীয় সব আর।
কেমন আছেন, ত্বরায়, ভরত শুনাও সমাচার ॥'
প্রাণের ব্যথা কষ্টে চেপে যুড়ি যুগল কর।
ভরত বলেন, 'দাদা, তোমায় বলতে করি ডর ॥
বনে এলে তুমি আমার মায়ের পাপের ফলে।
তোমার শোকে স্বর্গলোকে গেলেন পিতা চলে ॥
পাপ কল্লেন মাতা যা, তার ফললো বিষম ফল।
সংসারময় অশান্তি আর কেবল অমঙ্গল ॥
মায়ের পাপে পাপী আমি, তাই সে মলিন প্রাণে।
হয় না আমার সাহস দাদা, চাইতে তোমার পানে ॥
দয়ার সিন্ধু কিন্তু তুমি, ক্ষমার পারাবার।
ক্ষমা কর আমায়, আমার জননীরে আর ॥'

পিতার মৃত্যু শুনে তখন কাতর হয়ে রাম।
ভায়ের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদেন অবিরাম ॥
দুই ভায়েতেই বিলাপ করেন, স্মরণ করে তাঁরে।
দুই ভায়েতেই কাঁদেন, দিবেন সান্ত্বনা কে কারে?
শোকের আবেগ থামলে কতক, রাম বল্লেন, 'ভাই।
পিতার সেবা পরম ধর্ম অদৃষ্টে মোর নাই ॥
স্বর্গধামে গেলেন পিতা ছেড়ে সমুদায়।
পুত্র হয়ে কত্তে সুখী পাল্লেম না তাঁয় ॥
কুণ্ঠিত হও কেন, রে ভাই, কৈকেয়ী মার তরে।
উপলক্ষ মাত্র তিনি, ভাগ্যে সকল করে ॥
অদৃষ্টে যা ছিল তাহাই ঘটলো শুধু এসে।
এখন, ভরত, যাও তুমি, ভাই, শীঘ্র ফিরে দেশে ॥
রাজার আসন শূন্য পড়ে, প্রজার হাহাকার।
সময় নষ্ট করা এখন সঙ্গত নয় আর ॥'

ভরত বলেন, 'দাদা, মোদের চির আশা মনে।
করবো সেবা আমরা, তুমি বসবে রাজাসনে॥
চল, দাদা, শূন্য পড়ে রাজার সিংহাসন।
কাঁদছে প্রজা তাদের দুঃখ করবে নিবারণ॥
তুমি ভিন্ন বইতে কে আর পারবে তাদের ভার ?
স্বত্ব তোমার সেই আসনে, যোগ্য তুমিই তার॥'

রাম কন, 'ভাই ভরত, তোমার অতুল ভালোবাসা।
তবু এমন বলতে পারো, করি না তা আশা॥
স্বর্গে গেলেন পিতা আমার, সময় হলো তাঁর।
তাতেই কি ভাই পূর্ণ হলো আমার অঙ্গীকার ?
আজ্ঞা তাঁর অমান্য করে রাজত্বও না চাই।
রাজা হতে আমায় তুমি বোলো না আর, ভাই॥'

ভরতকে রামচন্দ্রের পাদুকা-দান

ভরত তখন কেঁদে রামের ধরে দুটি পায়।
বলেন, 'যদি একান্তই না যাবে অযোধ্যায়।
দাও দু-খানি খড়ম তোমার, সিংহাসনে রেখে।
রাজা ভেবে করবো পূজা, নন্দিগ্রামে থেকে॥
কিন্তু দাদা, মনে তুমি জেনে রেখো তবে।
চোদ্দ বছর সময় তোমার পূর্ণ যে দিন হবে।
তার পরদিন দেখ্‌তে যদি না পাই ও চরণ।
আগুনেতে করব আমি দেহ বিসর্জন॥'

রাম বল্লেন, 'ভরত, রে ভাই, এই কথাতে তোর।
তুষ্ট হলেম, এতে কিছু বলবার নাই মোর ॥
ফিরবো আমি চোদ্দ বছর পরেই পুনরায়।
ভক্তি অচল রেখো ভরত, কৈকেয়ী মার পায় ॥'
এই বলে রাম নিজের পায়ের খড়ম দিলেন খুলে।
হর্ষে ভরত খড়ম ছুটি নিলেন মাথায় তুলে ॥
প্রণাম করে রামকে তখন ভরত বিদায় লন।
স্নেহের ভরে রাম তাঁহারে করেন আলিঙ্গন ॥

অযোধ্যাতে ছুঃখে ভরত রইলেন না আর।
ক্রোশেক দূরে নন্দিগ্রামে নিবাস হলো তাঁর ॥
সেইখানে রাজ-সিংহাসনে খড়ম ছুটি রেখে।
রাজকার্য চালান ভরত নিচে বসে থেকে ॥
বনে দাদা বাকল পরেন ফল-মূল আহার।
সেই নিয়মে রইলেন তাই ভক্ত ভরত তাঁর ॥

ভরত গেলে, রাম-লক্ষণ-সীতা মিলে তিনে।
ছাড়ি সে চিত্রকূট গিরি চল্লেন দক্ষিণে ॥
যেতে যেতে বনের মাঝে পেলেন মনোরম।
লতা পাতার কুটীর—মুনি অত্রির আশ্রম ॥
হেথায় মুনি নিজে, জায়া অনসূয়া আর।
কচ্ছেন তপ কতই যে কাল গণনা নাই তার ॥

অতিথি আজ পেয়ে তাঁরা রাম-লক্ষ্মণ-সীতা।
কত যে সন্তুষ্ট হলেন, জানাইব কি তা॥
অনসূয়া দেখান সীতায় যত্ন মায়ের মতো।
সাজান সীতায় গন্ধ-মাল্য বেশ-ভূষাতে কতো॥
যত্নে তিনি দিলেন সীতায় কত উপদেশ।
শুনে সীতা তাঁহার উপর তুষ্ট সবিশেষ॥
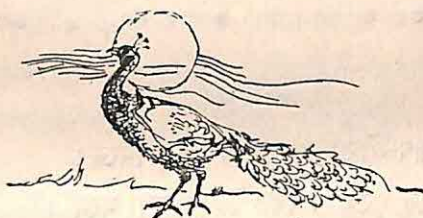
এক দিনেতেই তাঁহার গুণে হলেন সীতা কেনা।
সীতাও যেন এক দিনে তাঁর কত কালের চেনা॥
সেই রাত্রি সেথা সবাই কাটিয়ে পরম সুখে।
সকাল হলে বিদায় নিয়ে চলেন দখিণ-মুখে॥
দখিণ-মুখে যেতে যেতে তাঁহারা তিন জন।
পৌঁছিলেন এক স্থানে তাহার নাম দণ্ডকবন॥

অরণ্যকাণ্ড

* * * * * * * * * * * * * *

বিরাধ-বধ

রাম-লক্ষ্মণ-সীতা গেলেন দণ্ডক কাননে।
নূতন বনে নূতন ভাবের উদয় হলো মনে ॥
সেই দণ্ডক বনের মাঝে থাকেন অনেক মুনি।
জড়ো হলেন একঠাঁই সব রাম এসেছেন শুনি ॥
বসতে দিলেন কুশের আসন করিয়ে বিস্তার।
ফল-মূল-জল দিয়ে করেন অথিতি-সৎকার ॥
শ্রান্তি তাঁদের দূর হলে পর বলেন মুনিগণ।
'আছে তোমার নিকটে রাম, মোদের নিবেদন ॥
শঙ্কিত সর্বদা মোরা রাক্ষসদের ডরে।
রাজা তুমি, তোমা বিনা রক্ষা কে বা করে ॥'

রাম তাঁহাদের আশ্বাস দে মিষ্টভাষে কন।
'বিঘ্ন-বিনাশ আপনাদের, কর্‌বো মুনিগণ ॥'
তার পর বিশ্রামে নিশি কাটলো মহাসুখে।
সকাল হতেই চলেন তাঁরা আরো দখিণ-মুখে ॥
আরো দখিণ-মুখে চল্লেন—আরো ভিতর পানে।
খুব যেথা বন নিবিড় তাঁরা চল্লেন সেইখানে ॥

যেতে যেতে শুনলেন এক শব্দ ভয়ঙ্কর।
অম্নি দু-ভাই বাগিয়ে হাতে ধরেন ধনু শর॥
নিমেষে এক বিকটাকার রাক্ষস সেইক্ষণে।
বগলেতে সীতায় লয়ে পলায় নিবিড় বনে॥

লম্বা যেমন মোটা তেমন, কালো পাহাড় গা।
চক্ষু দুটো কোটর-গত, প্রকাণ্ড তার হাঁ॥
সর্ব-শরীর ঢেকে তাহার খোঁচা-খোঁচা লোম।
দেখলে মনে হয় বুঝি এ যমের উপর যম॥
সদ্য-মারা বাঘের চর্ম—মাখা যেন মাড়ে।
কোমরেতে জড়ানো তার, গন্ধে নাড়ী ছাড়ে॥
রাম-লক্ষ্মণ মারেন তারে তীরের উপর তীর।
কিছুই তাতে হয় না—তাঁরা চিন্তায় অস্থির॥

রাক্ষসটা বেজার শুধু হয়ে তাঁদের বাণে।
নামিয়ে সীতায় ছুটে আসে তাঁদের দুজন পানে॥
রাক্ষস কয়, 'কে রে তোরা, কোথায় তোদের ধাম।
জানিস নে কি বনের রাজা বিরাধ আমার নাম॥
অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু নাহি ব্রহ্মা দিলেন বর।
তুড়ুং-তাড়ুং করিস কি ও দেখিয়ে ধনু শর॥'

এই-না বলে সাপটে গিয়ে দুই ভাইকে ধরে।
যেম্নি ধরা অম্নি ছোটা, দুই কাঁধেতে করে॥

ভেঙে দিলেন দুই ভাই তার তখন দুটো হাত।
যাতনাতে পড়লো বিরাধ হইয়া চিৎপাত ॥
তখন দু-ভাই তুলে তারে আছাড় মারেন জোরে।
পা দিয়ে তার দলেন গলা, যাতে সে যায় মরে ॥
কিন্তু তাতেও চেঁচায় পাপী—প্রাণ তো নাহি যায়।
গর্ত খুলে তখন তাঁরা পুতে ফেলেন তায় ॥

পোতার আগে চেঁচিয়ে বিরাধ বলেছিল শেষ।
'রাম-লক্ষ্মণ তোমরা দুজন বুঝিয়াছি বেশ ॥
আসল কথা জেনো, আমি রাক্ষস নই রাম।
ছিলেম সে গন্ধর্ব আগে, তুম্বুরু মোর নাম ॥
কুবের-শাপে পেয়েছিলাম এই রাক্ষস-কায়।
পায়ে ধরে কাঁদলে, তিনি বল্লেন আমায় ॥
মলে তুমি দশরথের পুত্র রামের করে।
অমর-ধামে আসবে আবার পূর্বদেহ ধরে ॥
সেই শুভদিন আজকে এলো, অমরপুরে যাই।
তোমার কুশল হবে যাতে বলতে কিছু চাই ॥
যাও তুমি রাম, শরভঙ্গ মুনিবরের কাছে।
যোজন দেড়েক দূরে তাঁহার কুটীরখানি আছে ॥'

শরভঙ্গ মুনির স্বর্গ-গমন

রাম-লক্ষ্মণ-সীতা মিলে তিনজনে তার পর।
গেলেন যেথা থাকেন শরভঙ্গ মুনিবর ॥
গিয়ে দেখেন মুনিবরের বয়সে নাই তুল।
দাড়ি পেকে শণের নুড়ি, মাথায় শাদা চুল ॥
বয়সে আর তপস্যাতে শীর্ণ দেহ তাঁর।
প্রাণটি সরল শিশুর মতো, মুখে প্রীতির ভার ॥
দেখলে মনে হয়, ধরা নয় তাঁহার যোগ্য ঠাঁই।
সদানন্দ-ধামে যেতে ব্যস্ত যেন তাই ॥

রাম তাঁরে জিজ্ঞাসেন কুশল হয়ে দণ্ডবৎ।
মুনি বলেন, 'আমার তরে এসেছে, রাম, রথ ॥
দিব্যধামে যাবার আমার বিলম্ব আর নাই।
ছিলাম শুধু, রাম, তোমারে দেখবো বলে তাই ॥
নিজগুণে বাঞ্ছা পূর্ণ কল্লে তুমি আজ।
নইলে কে পায় তোমার দেখা নিবিড় বনের মাঝ ॥
এলে যদি, ক্ষণেক রহ, দেখি মোহন বেশ।
তোমার সমুখেতে করি ভবের খেলা শেষ ॥'

এই-না বলে হোমের আগুন জ্বেলে নিজের হাতে।
শেষ করে হোম, আপনি মুনি প্রবেশিলেন তাতে ॥
'শান্তি' 'শান্তি' অগ্নি হতে ওঠে মধুর স্বর।
স্বর্গে গেলেন মুনি পেয়ে দিব্য কলেবর ॥

রামের দণ্ডকারণ্য-ভ্রমণ

স্বর্গে যাবার আগেই রামের মনের কথা শুনি।
বলে দিয়েছিলেন তাঁরে যত্ন করে মুনি।
'কিছু দূরে থাকেন মুনি সুতীক্ষ্ণ তাঁর নাম।
বড়ই সিদ্ধ-পুরুষ—যেও তাঁর কাছেতে রাম॥'
রাম-লক্ষ্মণ-সীতা মিলে তিনজনেতে তাই।
যেতে হলেন প্রস্তুত সেই মুনিবরের ঠাঁই॥
এমন সময় অনেক মুনি হয়ে সেথা জড়ো।
রামকে বলেন, 'রাম, আমরা কষ্টে আছি বড়॥
রাক্ষসেরা করে সদা যজ্ঞ মোদের নাশ।
আমাদেরো অনেক জনে কল্লে তারা গ্রাস॥
তুমি প্রভু, রাজা তুমি, হেথায় বিদ্যমান।
রাক্ষস-ভয় হতে মোদের কর পরিত্রাণ॥'
রাম তাঁহাদের তুষ্ট তখন করে অভয়-দানে।
চল্লেন সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রম-সন্ধানে॥

আশ্রমে সেই মুনির তাঁরা পৌঁছিলে তার পর।
মুনি তাঁদের কল্লেন খুব যত্ন সমাদর॥
মুনির মানস, সেইখানে রাম করেন অবস্থান।
কিন্তু রামের ইচ্ছা নানা আশ্রমের যান॥
কাজেই তখন বিদায় তাঁরে দিলেন মুনিবর।
বলে দিলেন, আবার যেন আসেন ইহার পর॥
রাম-লক্ষ্মণ-সীতা তখন সেই দণ্ডক বনে।
নানা মুনির আশ্রমে যান—পান সন্তোষ মনে॥

রামের গুণে মুগ্ধ লোকে, যেথাই তিনি যান।
আদর করে আশ্রমে তাঁয় রাখতে সবাই চান ॥
এইরূপে সব আশ্রমেতেই পেয়ে আদর যশ।
তু-মাস, ছ-মাস, বছর করে কাটলো বছর দশ ॥
তার পর স্তুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমেতে ফের।
গেলেন তাঁরা—আগেই ছিলো অঙ্গীকারো এর ॥

রামের অগস্ত্যাশ্রমে গমন

সেই খানতে কিছু সময় কাটাইবার পর।
একদিন রাম মুনিরে কন, 'শুন মুনিবর ॥
দেখলেম ঢের তপোবন আর কুটীর মনোরম।
হয় নি দেখা মহামুনি অগস্ত্যের আশ্রম ॥
বাঞ্ছা বড় গিয়ে নতি করি তাঁহার পায়।
বল মুনি, আশ্রম তাঁর কোন্ দিকে, কোথায় ॥'

মুনি বলেন, 'পূর্ণ হউক তোমার মনোরথ।
এখান থেকে দক্ষিণে যাও চারি যোজন পথ ॥
সেইখানে এক তপোবনে অগস্ত্য-নন্দন।
ইধ্ম্‌বাহ মুনি থাকেন—তপে রত মন ॥
তাঁর আশ্রম থেকে আরো যোজন খানেক পথ।
দক্ষিণেতে গেলে তোমার পুরবে মনোরথ ॥
সেইখানেতে আশ্রম তাঁর হয় শান্তিময়।
রাক্ষসেরাও ভয়ে তাঁহার দূরে দূরে রয় ॥'

মুনির কাছে সকল শুনে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ।
নমি তাঁরে বিদায় নিয়ে চল্লেন তখন ॥
যেমন যেমন বলে দিয়েছিলেন মুনিবর।
সেই রকমে গিয়ে পেলেন আশ্রম সুন্দর ॥
নাম-পরিচয় দিয়ে নিজের, সবার আগে রাম।
ভক্তিভরে মুনিবরে কল্লেন প্রণাম ॥
লক্ষ্মণ আর সীতা করেন নতি তাহার পর।
দেখে তাঁদের তুষ্ট বড় হলেন মুনিবর ॥
পাদ্য-অর্ঘ দিয়ে মুনি দেখান সদাচার।
ফল-মূল দে করেন তিনি অতিথি-সৎকার ॥
শেষ হলে সব করেন মুনি রামকে তখন দান।
উত্তম এক ধনু—বিশ্বকর্মার নির্মাণ ॥
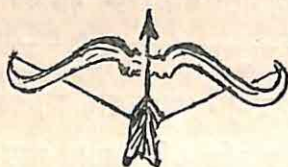
ব্রহ্মদত্ত বাণ সে ভীষণ, খড়্গ খরধার।
আর অক্ষয়-তূণীর নামে মহাশরাধার ॥
পেয়ে এ সব মুনিরে রাম কহেন নতি করি।
'আপনি গুরু, আপনার দান নিলাম শিরে ধরি ॥
কৃপা করে এখন মোরে করুন উপদেশ।
কোথায় গিয়ে থাকি, কোথায় ফল-জল সব বেশ ॥'

চিন্তা করি ক্ষণেক মুনি রামকে তখন কন।
'এমন যদি স্থান চাও, যাও পঞ্চবটী বন ॥

এখান থেকে যোজন দুয়েক দূরেতে সেই স্থান।
দেখলে সে ঠাঁই, রাম, তোমাদের তুষ্ট হবে প্রাণ ॥'

রামের জটায়ু-সহ সাক্ষাৎ

করি নতি, অনুমতি নিয়ে তখন তাঁর।
চল্লেন রাম পঞ্চবটী মনে করি সার ॥
যেতে যেতে দেখেন পথে একটা পাখি বসে।
আকার তো নয়, পড়েছে ঠিক পাহাড়-চূড়া ধ্বসে ॥

রাম তাহারে জিজ্ঞাসিলেন, 'নাম কি তোমার পাখি?'
পাখি বলে, 'নাম জটায়ু—এই বনেতেই থাকি ॥
সম্পাতি মোর দাদা, পিতা অরুণ মহাশয়।
তোমার পিতার সঙ্গে ছিল সখ্য অতিশয় ॥
বুড়ো হলেম, যাই নে কোথাও, এইখানেতেই বাসা।
চিনতে, যদি অযোধ্যাতে থাকতো যাওয়া-আসা ॥
এখানে চাও থাকতে যদি, কাছেই থাকো তবে।
আমা হতে সাহায্য যা সম্ভব, তা হবে ॥'

রাম-লক্ষ্মণ তুষ্ট হলেন মিষ্ট কথায় তাঁর।
পিতৃসখা শুনে তোষেন করি নমস্কার ॥

রামচন্দ্রাদির পঞ্চবটী-বনে গমন ও কুটীর নির্মাণ করিয়া অবস্থান

জটায়ুরে সঙ্গে করি পঞ্চবটী-বনে।
পৌঁছিয়ে রাম, শোভা দেখে বল্লেন লক্ষ্মণে॥
পঞ্চবটী বনটি, মরি কি মনোরম ঠাঁই।
বনটি দেখে ভাবছি হেথা মনটি বা হারাই!

চন্দন শাল দেবদারু খর্জুর তাল তমাল তরু
তুলে মাথা দেখছে আকাশ পায় কি না পায় তাই।
দুই দিকে নীল মেঘের মতো উঁচু পাহাড়—শোভাই কতো,
বইছে নদী নিরবধি কল কল গাই॥
নানা জাতি পুষ্প ফুটে, প্রজাপতি আসছে ছুটে,
গুন্-গুন্-গুন্ গুঞ্জে অলি কুঞ্জে সর্বদাই।
চি-চি-কু-চি ডাকচে পাখি, শিস্ দেয় কেউ থাকি থাকি
বন যেন কয় মনের কথা—মনের বাসনাই॥
ময়ূর নাচে পেখম ধরে, মৃগ ছোটে হর্ষ-ভরে,
শোভায় ভরা সকল ধরা যে দিক পানে চাই।
পদ্ম ফুটে আছে জলে, হংস চরে কুতূহলে,
পানকৌটি ডোবে-ওঠে—তিলেক বিরাম নাই॥
শতদলের সুবাস লুটে, শীতল বাতাস বেড়ায় ছুটে,
জুড়ায় শরীর, মনের টুটে সকল হীনতাই।
শোভারূপে উঠছে ফুটে ও কার মহিমাই!

শোভা দেখে তুষ্ট সীতা, তুষ্ট দুটি ভাই।
কুটীর বেঁধে রয়ে গেলেন সেইখানেতেই তাই॥
নিত্য করেন স্নান-তর্পণ গোদাবরীর জলে।
করেন ক্ষুধার শান্তি নানা মধুর বন-ফলে॥

শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদন

একদিন তিনজনে তাঁরা কুটীরেতে বসে।
নানা রকম কথা কহেন মনের পরিতোষে ॥
হঠাৎ সেথা রাক্ষসী এক এসে সে-সময়।
জিজ্ঞাসিল রামের কাছে তাঁদের পরিচয় ॥
সে সব কথার উত্তর দে জিজ্ঞাসিলেন রাম।
'এখানে কি জন্য তুমি, কি বা তোমার নাম ?'
শূর্পণখা বলে তখন রামের দিকে চেয়ে ॥
'শূর্পণখা নামটি আমার—বড় ঘরের মেয়ে ॥
রাবণ রাজার নাম শোনে নি এমন মানুষ নাই।
সেই রাবণই আমার নিজের মায়ের পেটের ভাই ॥

কুম্ভকর্ণ আর বিভীষণ নামেও দু-ভাই রয়।
কেউ বা ঘুমোয়, কেউ বা কেবল ধর্মকথা কয় ॥
আমার মা কৈকসী, কেউ বা নিকষা কয় তাঁকে।
খর-দূষণ মাস্‌তুতো ভাই, কাছেই বনে থাকে ॥
করবো তোমায় বিয়ে, তাতেই এলাম তোমার কাছে।'
রাম হেসে কন, 'অসম্ভব তা, পত্নী আমার আছে ॥'
লক্ষ্মণকে ধরলে তখন বিয়ে করার তরে।
লক্ষ্মণ তায় তাড়িয়ে দিলেন দূর্‌-দূর্‌-দূর্‌ করে ॥
শূর্পণখার রাগ হলো তায় সীতার উপর যতো।
হাঁ করে তাঁয় গিলতে গেলো বাঘিনীটার মতো ॥

লক্ষ্মণ তাই দেখে তারে ধরে এঁটে সেঁটে।
কচ্ করে তার কান ছুটো আর নাকটা দিলেন কেটে॥
কোথায় বা তার সীতায় গেলা, কোথায় বা সে হাঁ।
চিৎকারে বন ফাটায়, চেঁচায় আঁ—আঁ—আঁ॥

খর-দূরণাদি বধ

সেই বনেরই কতকটাকে বলতো জনস্থান।
সেই দিকে সে ছুটলো নিয়ে কাটা নাক আর কান॥
থাকতো সেথা খর-দূষণ মাস্‌তুতো ভাই তার।
পড়্‌লো গিয়ে তাদের কাছে করিয়ে চিৎকার॥
বল্লে যে, সে বেড়াচ্ছিলো দণ্ডক কাননে।
দেখা হলো রাম-লক্ষ্মণ ছুটো গোঁয়ার সনে॥
বিনা দোষে তারাই তাহার কাটলে নাক আর কান।
মারলে তাদের, বুক চিরে সে রক্ত করে পান॥
তাই-না শুনে তখনি খর মহা রাগের ভরে।
বেছে বেছে চৌদ্দ জনা পাঠায় নিশাচরে॥
অস্ত্র-হাতে তীরের মতো ছুটলো তারা রাগে।
পথ দেখিয়ে শূর্পণখা ছুটলো আগে আগে॥
রামের সাথে যুদ্ধ তাদের হলো তাহার পর।
চৌদ্দ জনই সদ্য রণে দেখলে যমের ঘর॥

শূর্পণখা ফের ছুটে গে খবর দিল খরে।
একলাই রাম মেরেছে সে চৌদ্দ নিশাচরে॥
খর-দূষণ ছু-ভাই তখন রাগে অধীর হয়ে।
মারতে রামে যুদ্ধে গেলো অনেক সেনা লয়ে॥

গেলো বটে, কিন্তু কিছু ফল হলো না তাতে।
একে একে তারাও মলো, একলা রামের হাতে॥
প্রাণের ভয়ে পালিয়ে কেবল বাঁচলো অকম্পন।
লঙ্কাপুরে ছুটলো যেথা রাজা দশানন॥
বল্লে গিয়ে, 'মহারাজ, আজ শূন্য জনস্থান।
সব রাক্ষস দিয়েছে এক রামের হাতে প্রাণ॥
আপনার যে মাসতুতো ভাই খর-দূষণ বীর।
তাঁরাও গেলেন স্বর্গধামে এম্নি রামের তীর॥'

শুনে কথা দারুণ ক্রোধে জ্বলে রাবণ রাজা।
বাহির হতে চায় তখনি রামকে দিতে সাজা॥
অকম্পন তা শুনে বলে, 'এমন কর্ম কভু।
রাগের মাথায় তাড়াতাড়ি কর্বেন না প্রভু॥
রকম দেখে বুঝেছি, সে সহজ মানুষ নয়!
সোজা কথা নয় তাহারে করা পরাজয়॥

তার চেয়ে এক কর্ম করুন, ফল হবে তায় ভালো।
সঙ্গে তার এক নারী আছে, রূপে করে আলো॥
করে কোনও ফিকির যদি আনতে পারেন তায়।
হা-হুতাশে রাম তা হলে মরে যাবে ঠায়॥
রামও মরে, সেটাও আসে, অথচ নাই ক্লেশ।
এক ঢিলে দুই পাখি শিকার, মজাটি হয় বেশ॥'

শুনে রাবণ রথে চড়ে যায় মারীচের কাছে।
মারীচ বড় যোদ্ধা, নানা মায়াও জানা আছে॥

গিয়ে তারা সকল কথা জানাইলো তারে ।
ভয়ে মারীচ রাবণ রাজার মুখের পানে চায় ॥
তাড়কা রাক্ষসীর ছেলে মারীচ আগেই এর ।
রাম যে কেমন বস্তু তাহা পেয়েছিলো টের ॥
সেই সাজা তার আজকে মনে উঠলো হয়ে তাজা ।
বললে 'এ কাজ করবেন না—করবেন না, রাজা ॥'
মারীচ বড় বক্তা, দিলে বুঝিয়ে এমন করে ।
রাবণেরও লাগলো মনে, ফিরলো রাবণ ঘরে ॥

রাবণের নিকট শূর্পণখার গমন

সাগর-পারে লঙ্কাপুরী শোভে অতুল সাজে ।
সিংহাসনে রাবণ রাজা বসে সভার মাঝে ॥
শোভা বাড়ায় পাত্র মিত্র চারি পাশে থেকে ।
হঠাৎ সবাই চমকে ওঠে, চেহারা এক দেখে ॥
সেই চেহারা থেকে আবার কথা বেরোয় খাসা ।
'কিঁ কঁরেঁা গোঁ দাঁদাঁ, চেঁয়ে দেঁখঁ আঁমার দঁশাঁ !'
সেই দিকেতে রাবণ তখন তাকিয়ে খানিক থাকি ।
বলে, 'এ কে ? এ কি, ভগ্নী শূর্পণখা না কি !
এমন করে কে তোরে বোন, কল্লে বোঁচা খাঁদা ?'
শূর্পণখা বলে, 'কেঁন জিঁজ্ঞাসোঁ আঁর দাঁদাঁ !'
তার পরেতে রামের কাছে তাঁদের পরিচয় ।
পেয়েছিলো রাক্ষসী যা বল্লে সমুদয় ॥
আর জানালে, দু-ভাই তারা জনস্থানের কাছে ।
রূপবতী সীতায় লয়ে কুটীর বেঁধে আছে ॥

[illegible]
তোমার কেন কাটলে তারা কানছুটি আর নাক ?
শূর্পণখা বলে, দাঁদাঁ রূঁপ কিঁ মেয়ে টার।
স্বঁর্গেওঁ সেঁ রূঁপেঁর যোঁড়াঁ খুঁজেঁ মেলাঁ ভাঁর ॥
ভাঁলোঁ কঁথাঁই বঁন্নু, বঁলিঁ হেথাঁয় তোঁরাঁ কেঁ ?
দাঁদাঁ আঁমার বেঁ কঁরবেঁন, বৌঁটি তোঁদের দেঁ ॥
যেঁই বঁলাঁ আঁর অঁম্নি, দাঁদাঁ, আঁমার মাথাঁ খেঁলেঁ ।
কেঁটে দিঁলে নাক-কাঁন মোর ভুঁয়েঁ শুঁয়ে ফেঁলেঁ ॥
এঁকলা নারীঁ কঁরবোঁ কিঁ আঁর, মনের ছুঁখেঁ গুঁমি।
যাঁ হঁয় তাঁ কঁরো দাঁদাঁ, কঁত্তাঁ আঁছঁ তুঁমি ॥

রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ

শূর্পণখার দশা দেখে রাবণ রাগে ফোলে।
অভিমানে রাক্ষসরাজ মাথা নাহি তোলে ॥
সভা ছেড়ে রথে রাজা উঠলো তাড়াতাড়ি।
মারীচ বড় মায়াবী, তাই ছুটলো তাহার বাড়ি ॥

পৌঁছিয়ে মারীচের কাছে রাবণ তারে বলে।
'পঞ্চবটী থেকে সীতায় আনতে হবে ছলে ॥
সোনার হরিণ হয়ে তুমি ঘুরবে সেথা বনে।
দেখলে তোমায় পোষবার সাধ হবে সীতার মনে ॥
রাম-লক্ষ্মণ ধরতে তোমায় যাবে যখন ছুটে।
অম্নি সীতায় নিয়ে আমি আসবো রথে উঠে ॥'
রামকে ভালো চিনতো মারীচ, খেয়ে তাঁহার বাণ।
একবার ত একটু হলেই গেছলো তাহার প্রাণ ॥

কাজেই বুঝায় রাবণে সে অনেক কথা কয়ে।
কিন্তু রাবণ তার কথাতে উঠলো আগুন হয়ে॥
তখন মারীচ কাজে কাজেই রাজি হয়ে শেষে।
পঞ্চবটী-বনে গেলো সোনার হরিণ-বেশে॥

ফুল তুলতেছিলেন সীতা, হরিণটিকে দেখে।
ধরে দিতে বল্লেন তাঁয়, লক্ষ্মণকে ডেকে॥
সাবধানে রাখতে সীতায় লক্ষ্মণকে বলে।
ধরতে মৃগ রাম আপনি গেলেন তখন চলে॥
ছোটে মৃগ—ছুটলেন রাম, ধরতে নারেন তায়।
খানিক গিয়ে মারলেন বাণ সেই হরিণের গায়॥
'কোথায় সীতা, লক্ষ্মণ ভাই' বলে ডেকে উঠে।
মৃগরূপী রাক্ষসটা পড়লো ভুঁয়ে লুটে॥

হেথায় সীতা কুটীর থেকে শুনে কাতর স্বর।
মনে ভাবেন, বিপন্ন বা হলেন রঘুবর॥
লক্ষ্মণকে বল্লেন তাই, 'যাও লক্ষ্মণ ত্বরা।
ঘটলো কোনো বিপদ, উচিত হয় না দেরি করা॥'
লক্ষ্মণ কন, 'দেবী, এত উতলা হন কেন ?
এ কোনো রাক্ষসে মায়া জ্ঞান হচ্ছে হেন॥
সহজে তাঁয় জিনে এমন ধরায় ত কেউ নাই।
কিঞ্চিৎ বিলম্ব তাতেই কত্তে আমি চাই॥'

ক্রোধে সীতা বলেন, 'তবে তোমার অভিপ্রায়।
দেরি করা, যতক্ষণ না রাক্ষসে তাঁয় খায়॥'

কঠোর কথা শুনে ব্যথা পেয়ে মনে তিনি।
বল্লেন, 'কুটীরে তবে থাকুন একাকিনী॥
যতক্ষণ না ফিরি, থাকুন আপনি সাবধান।'
এই না বলে গেলেন চলে লয়ে ধনুর্বাণ॥

রাবণের সহিত জটায়ুর যুদ্ধ ও মৃত্যু

গেলে তিনি, একাকিনী সীতায় রেখে ঘরে।
রাবণ এসে তুললে রথে সীতায় চুলে ধরে॥
রথের উপর হতে সীতা কেঁদে বলেন ডেকে।
'কে আছ গো, রক্ষা কর, দুষ্টের হাত থেকে॥
নিকটে জটায়ু পাখি বসেছিলেন গাছে।
কান্না শুনে সীতার, তিনি এলেন রথের কাছে॥
সীতায় লয়ে পালায় রাবণ দেখে তিনি রাগে।
পথ আগুলে দাঁড়াইলেন, এসে সমুখভাগে॥
'যাস্ পাপিষ্ঠ কোথায়, করে রামের সীতা চুরি।
এর সাজা তোর দিব আমি, ভাঙবো জারিজুরি॥'
রাবণ রাজার সঙ্গে পাখির যুদ্ধ হলো ঘোর।
কিন্তু বৃদ্ধ না কি, এখন নাই তো তেমন জোর॥
কাজেই বাধা দিতে তারে পারলেন না আর।
কাটলে রাবণ খড়্গ দিয়ে ডানা দুটি তাঁর॥
মরার মতন হয়ে পাখি পড়েন ভূমিতলে।
কক্ষে লয়ে সীতায়, রাবণ শূন্যে রথে চলে॥

এদিকে লক্ষ্মণের সনে পথে রামের দেখা।
রাম কন, 'ভাই, সীতায় কেন রেখে এলে একা?'

লক্ষ্মণ তার কারণ খুলে বললে পরে তাঁয় ।
কুটীর পানে দুইজনে যান বিষম ভাবনায় ॥
গিয়ে দেখেন শূন্য কুটীর—নাইকো সীতা ঘরে ।
বিলাপ করেন বিস্তর রাম তখন সীতার তরে ॥
পাঁতি-পাঁতি করে দু-ভাই খোঁজেন সকল বন ।
রক্তমাখা জটায়ুরে করেন দরশন ॥

রাম দেখে কন, 'লক্ষ্মণ ভাই, এ নয় পিতার মিতা ।
পাখি এ নয়—রাক্ষস এ, এই খেয়েছে সীতা ॥'
এই বলে রাম ধনুকে তাঁর পরাতে যান বাণ ।
মুমূর্ষু জটায়ু পাখির নেবেন বলে প্রাণ ॥
জটায়ু কয় কাতর হয়ে, 'দোষ মিছে দাও মোরে ।
রাবণ রাজা নিয়ে গেলো তোমার সীতা হরে ॥
যুদ্ধ করেও আটকাতে তায় পারলেম না, তাই ।
মারতে গিয়ে, অবশেষে আপনি মারা যাই ॥
সত্য কি না, দেহেই আমার চিহ্ন দেখ তার ।
মিছামিছি কি হবে বাপ, মরায় মেরে আর ॥'
বলতে বলতে হঠাৎ মুদে এলো দুটি আঁখি ।
চিরকালের তরে তখন নীরব হলেন পাখি ॥
লজ্জা এলো রামের মনে, ব্যথা দ্বিগুণ তার ।
যত্নে করেন পিতৃসখা-জটায়ু-সৎকার ॥

কবন্ধ-রাক্ষস-বধ

শেষ হলে কাজ, আগের মতো আবার ব্যাকুল মনে ।
দুই ভায়েতে সীতায় খুঁজে বেড়ান বনে বনে ॥

এমন সময় উঠলো সেথা একটা ভীষণ ধ্বনি।
আপনা হতে উঠলো কেঁপে অরণ্য অমনি॥
দুই ভায়েতে হাতে করে খড়্গ দুইখান।
শব্দ আসে যেদিক থেকে সেই দিকেতে যান॥
কিন্তু গিয়ে এমন দেখা দেখলেন দুই ভাই।
স্তব্ধ হলেন, তেমন দেখা জন্মে দেখেন নাই॥

প্রকাণ্ড এক রাক্ষস, নীল পাহাড়-পারা গা।
মুণ্ড মাথা নাই—পেটে তার প্রকাণ্ড এক হাঁ॥
হাঁয়ের যোগ্য বিরাট জিহ্বা, বড় বড় দাঁত।
সেই দাঁতে সে জীব-জন্তু চিবোয় দিবা-রাত॥
চোখ একটা পেটের উপর—আগুন যেন জ্বলে।
হুঙ্কার দেয় যখন, তখন পাহাড় যেন টলে॥
হাত দুটো তার লম্বা বেজায়, শক্তি তাতে কতো।
পায়ের রোঁ সব খোঁচা-খোঁচা খেজুর-কাঁটার মতো॥
রাম-লক্ষ্মণ দুই জনকে দেখে সমুখভাগে।
'কে তোরা রে' বলে তখন জাপ্‌টে ধরে রাগে॥
কবন্ধ এই রাক্ষসটার গায়ে এমন জোর।
রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাই তার কাছে যেন চোর॥
লক্ষ্মণ তার শক্তি দেখে পেলেন মনে ভয়।
রাম বল্লেন, 'ভাইরে, এখন ভয়ের সময় নয়॥

প্রাণ যদি চাও, কাজটি এসো করি পরিপাটি।
যে বগলে যে আছি, সে সেই হাত এর কাটি ॥'
এক নিমিষে তখন দু-ভাই কাটেন দুটো হাত।
চিৎকারে বন ফাটলো, হলো কবন্ধ চিৎপাত ॥
পড়লো ভুঁয়ে কবন্ধ, তার রক্তে দেহ ভাসে।
'তোমরা দুজন কে' বলে সে তখনো জিজ্ঞাসে ॥
লক্ষ্মণ তায় আপনাদের দিলেন পরিচয়।
বনবাসের কারণ, সীতাহরণ—সমুদয় ॥

কবন্ধ কয়, 'রাক্ষস নই, দানব ছিলাম আগে।
রাক্ষসের এ আকার পেলাম পড়ে মুনির রাগে ॥
এক মনেতে করি কঠোর তপস্যা তার পর।
দীর্ঘ-আয়ু হবার তরে ব্রহ্মা দিলেন বর ॥
সে-বর পেয়ে করতে গেলাম ইন্দ্রে পরাজয়।
সেই যুদ্ধেই ঘটলো দেহে এমন বিপর্যয় ॥
দীর্ঘ-বাহু, কুক্ষিতে মুখ, শক্তি অতুল আর।
দেখলে যা, এও পেয়েছিলাম দয়ায় শেষে তাঁর ॥
রাম যদি হও সীতার তত্ত্ব জানতে সমুৎসুক।
পম্পা-তীরে যাও তুমি সেই পাহাড় ঋষ্যমূক ॥
বানর বালী রাজার ভয়ে সুগ্রীব তাঁর ভাই।
বিশ্বাসী বন্ধুদের নিয়ে থাকেন ত সেই ঠাঁই ॥
যেমন তুমি, তেমনি তিনি, রাজ্য-সহায়-হীন।
দোঁহার যোগে আবার দোঁহার ফিরবে শুভদিন ॥
বনপথের অন্ধিসন্ধি, রাক্ষসদের থানা।
ঐ সুগ্রীব বানর-রাজের সকল আছে জানা ॥
কর গিয়ে বন্ধুতা রাম, সঙ্গে তুমি তাঁর।
সেই সুগ্রীব হতেই তোমার হবে উপকার ॥'

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

* * * * * * * * * * * * * * *

রাম ও লক্ষ্মণের হনূমান-সহ সাক্ষাৎ

পশ্চিম-মুখ করে ছু-ভাই চলেন বনের পথে।
ঋষ্যমূকে শীঘ্র যেতে হবে কোন মতে ॥
পথের ধারে কলস্বরে পম্পা নদী বয়।
রাম তা দেখে ভাবেন, নদী সীতার কথাই কয় ॥
সরোবরের জলে ফুটে ফুল্ল-কমল ফুল।
সীতার বদন বলে রামের মনেতে হয় ভুল ॥
অদূর বনে মধুর স্বরে গায় বিহঙ্গবর।
রাম তা শুনে চমকে ওঠেন, ভেবে সীতার স্বর ॥
খেদে বলেন, 'সীতায় লয়ে ভাই রে, এলাম বনে।
অযত্নে তাঁয় হারাইলাম এই বড় ছুখ মনে ॥
নিজের নারী রক্ষিতে যার শক্তি ভুজে নাই।
পুরুষ বলে বড়াই করা সাজে না তার ভাই ॥'
লক্ষ্মণ তাঁয় কাতর দেখে বুঝান কত মতে।
ঋষ্যমূকে পৌঁছে শেষে চলেন পাহাড়-পথে ॥
যেতে-যেতে ছুই ভায়েতে এদিক-ওদিক চান।
সুগ্রীব বীর কোথায় থাকেন কখন দেখা পান ॥

পালিয়ে হেথা সুগ্রীব বীর বালী রাজার ভাই।
বাস করতেন ঋষ্যমূকে, নইলে উপায় নাই ॥
বালী ছিলো যোদ্ধা বড়, গায়ে বেজায় বল।
দন্তেতে তার করতো যেন ধরণী টলমল ॥
তার ছোট ভাই সুগ্রীব, এও যোদ্ধা বটে হয়।
হলে কি হয়, বালীর কাছে এও ত কিছুই নয় ॥
সেই বালী চায় সুগ্রীব যায় রসাতলের পার।
কেড়ে নিয়েছিলো পাপী পত্নীটিকেও তাঁর ॥
তাই সুগ্রীব এসেছিলো পালিয়ে ঋষ্যমূকে।
আসতে হেথা বালী রাজার নাইকো সাহস বুকে ॥
এককালে মতঙ্গ মুনি মনে পেয়ে তাপ।
'হেথা এলেই মরবে বালী'—দিয়েছিলেন শাপ ॥
সেই হতে আর দেয় না বালী ঋষ্যমূকে পা।
থাকতো হেথা সুগ্রীব, সে জানতো বলে তা ॥

যোগিবেশে দুইটি যুবা আসছে বরাবর।
সুগ্রীব দূর থেকে দেখে ভাবলে বালীর চর ॥
সঙ্গীদিগের সঙ্গে তখন যুক্তি-বিচার করে।
হনূমানে পাঠাইলেন তথ্য জানার তরে ॥
ভিখারিবেশ ধরে হনূ তাঁদের কাছে গিয়ে।
মিষ্টভাষে তুষ্ট করি কথায় কথা নিয়ে ॥
জানাইলেন, 'এই পাহাড়ে থাকেন বানর-পতি।
সুগ্রীব বীর—সদাই তাঁহার ধর্মপথে মতি ॥
তাঁর বড় ভাই বালী রাজা পত্নী বাড়ি ঘর।
সব কেড়ে নে নষ্ট তাঁরে করিতে তৎপর ॥

তাই তো এসে করেন তিনি ঋষ্যমূকে বাস।
আপনাদের বন্ধুতা তাঁর বড়ই অভিলাষ॥
নাম হনূমান আমার, আমি পবনপুত্র হই।
গুণে তাঁহার মন্ত্রিরূপে তাঁহার কাছেই রই॥
তাই আমারে পাঠাইলেন আপনাদের কাছে।
গেলে সেথা শুনবেন তাঁর বলবার যা আছে॥'

হনূমানের শিষ্টতা আর দেখে গুণগ্রাম।
তুষ্ট হলেন মনে বড় লক্ষ্মণ আর রাম॥
রামের আদেশ-মতো তখন হর্ষে অতিশয়।
লক্ষ্মণ হনূরে দিলেন তাঁদের পরিচয়॥
বনে গতি, সীতা সতী চুরি বনস্থলে।
সকল কথাই হনূমানের কাছে গেলেন বলে॥
আর বল্লেন, 'বানরপতির জানা নানা স্থান।
হয়তো চোরের মিলতে পারে তাঁ হতে সন্ধান॥
সেই আশাতে তাঁদের রাজার কাছেই তাঁদের আসা।
তাঁর মন্ত্রির সনেই দেখা, এ তো হলো খাসা॥'

সুগ্রীবের সহিত রামের মিলন

হনূ বলেন, 'রামের সনে বন্ধুতাতে তাঁর।
নিশ্চয় উভয়ের হবে পরম উপকার॥
বানরপতির কাছে এখন চলুন তবে যাই।'
হনূর সাথে হর্ষে তখন চল্লেন দুই ভাই॥
তার পর সুগ্রীবের কাছে হলে উপস্থিত।
সুগ্রীব করিলেন তাঁদের আদর যথোচিত॥

আসার কারণ শুনে তাঁদের হনুমানের মুখে।
হর্ষ-বিষাদ এক সময়েই এলো তাঁহার বুকে ॥
হর্ষ—তাঁকে অধম জেনেও গুণনিধি রাম।
তাঁর সনে মিত্রতা-পাশে বদ্ধ হতে চান ॥
বিষাদ—বনে এসেও, মনে স্বস্তি নাহিক তাঁর।
আবার হলেন সীতা-হারা—দুঃখের নাই পার ॥
তেমনি বালীর অধর্ম আর অত্যাচারের কথা।
রাম-লক্ষ্মণ শুনে দু-ভাই বুকে পেলেন ব্যথা ॥
সুগ্রীব চান বালীর নিধন—ঘোচে প্রাণের ভয়।
রামের চিন্তা সীতান্বেষণ—রাবণ-পরাজয় ॥
পরস্পরে রাজি হলেন করতে উপকার।
সখ্য হলো দোঁহে—আগুন সাক্ষী হলো তার ॥

সুগ্রীব বলিলেন, 'সখা, একটি নারী নিয়ে।
রাক্ষস এক গেলো সেদিন রথে এখান দিয়ে ॥
কাঁদতেছিলেন সেই নারী নাম লয়ে আপনার।
চিহ্ন বুঝি ফেললেন তাঁর ওড়না অলঙ্কার ॥
দেবীর বসন-ভূষণ সকল আপনাদের চেনা।
আনছি আমি, দেখুন দেখি সে-সব তাঁহার কি না ॥'

তার পরেতে আনলে সে-সব চিনলেন দুই ভাই।
সীতা দেবীর এই সবই যে, সন্দেহ তায় নাই ॥
নেড়ে-চেড়ে দেখে সে-সব আবার নূতন বেগে।
রামের বুকের মাঝে সীতার শোক উঠলো জেগে ॥

সাহস দিয়ে সুগ্রীব কন, 'চিন্তা কিসের আর।
সীতার তত্ত্ব হবেই হবে, সন্দেহ কি তার?'

রাম বল্লেন, 'মিতে, মিছে সময় গৌণ করা।
মল্লযুদ্ধে বালী রাজায় ডাক তুমি ত্বরা॥
যুদ্ধে যদি হারো তুমি, শঙ্কা নাহি তাতে।
নিশ্চয় সে পাষণ্ড প্রাণ হারাবে মোর হাতে॥'
সে-কথায় সুগ্রীবের কিন্তু হলো না ভয় দূর।
বালীবধের মতো রামের শক্তি কি প্রচুর?
বালীকে বধ করতে পারে এমন রকম বাণ।
আছে কি তাঁর? তাই ভেবে সে হলো ম্রিয়মাণ॥
রাম তা বুঝে শাল গাছেতে লক্ষ্য করে স্থির।
দেখিয়ে দিলেন বাহুবল আর কেমন তাঁহার তীর॥

বালীর সহিত সুগ্রীবের যুদ্ধ

তখন দেরি না করে আর কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়ে।
দম্ভ করে সুগ্রীব তার দাদারে ডাক দিয়ে॥
ডাক শুনে তার দাদা বালী উঠলো জ্বলে রাগে।
দাঁত কড়্মড়্ করে হাজির হলো সমুখভাগে॥
দুই জনেতে ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি আর।
চললো তখন—উঠলো পরস্পরে হুহুঙ্কার॥
সাধ্য কি সুগ্রীবের যোঝে বালী রাজার সনে।
মার খেয়ে সে কাতর হয়ে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে॥
এদিকে রাম তেমন সময় পড়ে গেছেন গোলে।
দুই ভাইকে দেখতে তাদের একই রকম বলে॥

রাম ভাবছেন শরে এখন কারে আমি বধি।
মারতে বালী, সুগ্রীবেরে মেরে ফেলি যদি ?
কাজেই হেরে সুগ্রীব বীর পেয়ে মনস্তাপ।
ঋষ্যমূকে পালিয়ে এসে বাঁচলো ছেড়ে হাঁপ ॥

বালীবধ

পালিয়ে এলে সুগ্রীব, রাম কন ক্ষুণ্ণ চিতে।
'একটা আমার ভুলে, তুমি কষ্ট পেলে, মিতে ॥
তোমরা দু-ভাই আকারেতে একই রকম প্রায়।
এমন অবস্থাতে আমি বাণ মারি কার গায় ॥
ক্ষমা কর, মিতে, আমি করছি উপায় তার।
যুদ্ধ করতে যেতে তোমায় হবে আরেক বার ॥'
দুঃখে অভিমানে তখন সুগ্রীব বীর কয়।
'আর যেখানে বল, যাবো, ঐখানেতে নয় ॥
একটা তোমার ভুলে, মিতে, একটু হলে আর।
সাবাড় হয়েছিলেম আমি সন্দেহ নাই তার ॥
জানি কি ভাই, আবার যদি হয় একটু ভুল।
হতেও পারে এমন—মিতে তবেই ত প্রতুল ॥'

রাম তাঁহারে বুঝাইলেন নানা কথা কয়ে।
লক্ষ্মণ নাগপুষ্পী লতা ত্বরায় এলেন লয়ে ॥
তায় ফোটা ফুল থোবা-থোবা কি বা চমৎকার।
দিলেন তা সুগ্রীবের গলে, যেন ফুলের হার ॥
রাম বল্লেন, 'পারবো এবার চিনতে তোমায় ভাই।
কেমন করে বাঁচে বালী, দেখবো আমি তাই ॥'

ভরসায় বুক ফুলে আবার উঠলো সুগ্রীবের।
হুঙ্কারিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় ছুটলো বেগে ফের॥
চেঁচিয়ে বলে, 'কোথায় দাদা, ভাল যদি চাও।
লড়ো এসে, নইলে আমায় রাজ্য ছেড়ে দাও॥'
তার সে-ডাকে বালী রাজা দ্বিগুণ জ্বলে গেলো।
এই পালালো, আবার পাজি কোন্ মুখ নে এলো॥
দন্ত করে কড়্মড়্ তার, চক্ষু ছুটো লাল।
পড়লো এসে ভাইয়ের উপর ঠিক সাক্ষাৎ কাল॥
ছুই জনেতে হাতাহাতি, ঘুসোঘুসি ফের।
স্থানে স্থানে ছুই জনেতেই আঘাত পেলে ঢের॥
কিন্তু ক্রমে সুগ্রীব বীর কাতর হয়ে তায়।
রামের বাণের আশায় যেন এদিক-সেদিক চায়॥
রাম তখনি করে নিয়ে বালীরে সন্ধান।
বিষম বেগে ছুড়লেন এক তীক্ষ্ণ ভীষণ বাণ॥
শন্-শন্-শন্ সেই বাণ গে বিঁধলো বালীর বুকে।
পড়লো বালী—ঝলক-ঝলক রক্ত ওঠে মুখে॥
তখন বালী সুগ্রীবে কয়, চক্ষে বহে লোর।
'ক্ষমা কর, ভাই রে, দেখো অঙ্গদেরে মোর॥'

সুগ্রীবের রাজপদ-প্রাপ্তি

বালীর ছেলে অঙ্গদ আর পত্নী বালীর তারা।
কাতর হয়ে বালীর শোকে হলো পাগল-পারা॥
শুনে তারার কান্না, দেখে অঙ্গদেরে আর।
সুগ্রীবেরও হলো তখন জীবনে ধিক্কার॥

রাম তাঁহারে বুঝাইলেন প্রবোধ দিয়ে ঢের।
সৎকার সাধিলেন বালীর উদ্যোগে নিজের ॥
অঙ্গদ-উপরে রামের স্নেহ অসম্ভব।
দেখে হলো তুষ্ট বালীর পাত্র মিত্র সব ॥
সুগ্রীব বীর হলেন তখন কিষ্কিন্ধ্যার পতি।
যুবরাজের পদ পাইলেন অঙ্গদ সুমতি ॥

বানরগণ কর্তৃক সীতান্বেষণ

বালী ছিলেন মস্ত রাজা, বানরসেনা তাঁর।
কতই ছিলো, বলবো কি তা, গণে ওঠা ভার ॥
রাজা হতেই সুগ্রীব, সে-সকল এলো হাতে।
জানকী-উদ্ধারের আশা সহজ হলো তাতে ॥

আদেশে সুগ্রীবের তখন বানর দলে দলে।
করতে সীতার সন্ধান সব দিকে দিকে চলে ॥
কোন্ দলে কে কর্তা, যাবে কোন্ দল কোন্ দিক।
হিসেব করে সুগ্রীব সব বলে দিলেন ঠিক ॥
হনূমানের সুখ্যাতি রাম শুনেছিলেন, তাই।
আংটি খুলে নিজের দিলেন হনূমানের ঠাঁই ॥
বলে দিলেন, 'সীতার যদি সন্ধান পাও, তবে।
দেখাবে এ আংটি, তাতে বিশ্বাস তাঁর হবে ॥

আদেশ নিয়ে চারি দিকে চললো যে-সব দূত।
বাছাই-করা সবাই তারা, সন্ধানে মজবুত ॥

পাঁতি-পাঁতি করেও তারা খুঁজলে সকল ঠাঁই।
উত্তর-পুব-পশ্চিমেতে সীতা কোথাও নাই॥
কাজেই তারা একে একে ফিরলো সমুদয়।
রাজার কাছে লাগলো দিতে খোঁজার পরিচয়॥
দক্ষিণে অঙ্গদ আর হনূ গেছেন জাম্ববান।
কেবল তাঁরাই ফেরেন নি কো শেষ করে সন্ধান॥

সম্পাতির নিকট সীতার সন্ধান-প্রাপ্তি

কিন্তু তাঁরাও কোথাও সীতার সন্ধান না-পেয়ে।
ঠিক করলেন মরবো সবাই না-খেয়ে না-দেয়ে॥
এই-না ভেবে সমুদ্দুরের ধারে বানরগণ।
বসলো হয়ে দক্ষিণমুখ চিন্তা-আকুল মন॥
'ধন্য সে জটায়ু দিলো রামের কাজে প্রাণ।'
এই বলে সকলে তাঁহার করেন গুণগান॥
পাশেই বিন্ধ্য পাহাড়েতে বসিয়া সম্পাতি।
শুনলে তাদের সে-সব কথা কানটি পাতি পাতি॥
সম্পাতি জটায়ু-পাখির ছিলেন না-কি দাদা।
তাই শুনে তার মৃত্যু, মনে লাগলো বড় ধাঁধা॥
সঠিক খবর পাবার তরে ডেকে বানরগণে।
শুনলেন যা, তাতে বড় কষ্ট পেলেন মনে॥
সম্পাতি কন, 'জটায়ু সে আমার ছোট ভাই।
শুনে তাহার মৃত্যু, মনে বড়ই ব্যথা পাই॥
দেখছি কাতর তোমরা সবাই 'সীতা সীতা' করে।
রাক্ষস-রাজ রাবণ তাঁরে নিয়ে গেলো হরে॥

কেঁদেছিলেন অনেক তিনি 'রাম-লক্ষণ' বলে।
কোথায় বা রাম-লক্ষ্মণ, রথ বেগে গেলো চলে ॥
বৃদ্ধ আমি, সূর্যতেজে পুড়লো ডানা মোর।
রাক্ষসেরে বাধা দিব নাইকো এমন জোর ॥
চেষ্টা কর, যাও সেখানে, মিলবে সীতা, ভাই।
লঙ্কা—লবণ-সাগর-পারে—রাবণ রাজার ঠাঁই ॥
এই সংবাদ রামের চরে জানাইবার পর।
নূতন ডানা পাবো আমি আছে মুনির বর ॥'

শেষ হতে-না-হতে কথা রাঙাবরণ মাখা।
দুই পাশে দু-খানি পাখির উঠলো নূতন পাখা ॥
দেহে তাহার দেখা দিলো শক্তি নূতন এসে।
নীল আকাশে চললো পাখি তীরের মতো ভেসে ॥
অবাক হয়ে উপর দিকে বানর সকল চায়।
মুখে বলে, 'মিলবে সীতা, সন্দেহ নাই তায় ॥'
সবার বুকে আশা এখন, তুষ্ট সবার মন।
সাগর-তীরে আবার হাজির হলো বানরগণ ॥
কিন্তু সাগরপানে চেয়েই রইলো না আর সুখ।
এর ওপারে লঙ্কা! ভেবে শুকিয়ে গেলো মুখ ॥
বড় বড় বানর—সবার ডাগর-ডাগর পেট।
সাগর-পারের কথায় সবাই মাথা করেন হেঁট ॥
তাই-না দেখে বলেন হনূ, 'চিন্তা কি বা তার।
সবাই কর অপেক্ষা, হই আমি সাগর পার ॥
শুনে কথা ঘুচলো সবার দুর্ভাবনা, ভয়।
হনূমানের শক্তি-গাথা হর্ষে সবাই কয় ॥
লম্ফ দিবার তরে তখন বেছে উঁচু স্থান।
মহেন্দ্র পর্বতে গিয়ে উঠলো হনূমান ॥

সুন্দরকাণ্ড

* * * * * * * * * * * * * * *

হনূমানের সাগর লঙ্ঘন ও সীতান্বেষণ

মহেন্দ্র পর্বতে হনূ দুই হাত দুই পা।
বাগিয়ে রেখে, লেজটি তুলে, কুঁকড়ে নিজের গা॥
বুকের ভিতর আটকে নিশেস দিলেন জোরে লাফ।
স্তব্ধ হলো দেখে সবাই তার দন্ত দাপ॥
পবন-বেগে চললো হনূ, উল্কা যেন ছোটে।
উপরে নীল আকাশ, নিচে নীল সমুদ্র লোটে॥
সুরসা নাগিনী এলো, সিংহিকা রাক্ষসী।
বাহির হলো হনূ তাদের উদর-মাঝে পশি॥
বিঘ্ন-বাধা পথের গেলো কৌশলে তার টুটে।
ত্রিকূট গিরির উপর লঙ্কা, নামলো সে ত্রিকূটে॥

নামলো হনূ, সূর্য তখন হয় নি অস্তগত।
ক্ষুদ্র শরীর ধরে হনূ বেড়ায় ইতস্তত॥
বাহির থেকে লঙ্কাপুরের শোভা বিভব আর।
দেখে হনূ মনে মনে মানলে চমৎকার॥
রাত্রি এলে, সেই বেশেতে ঢুকলো পুরীর মাঝ।
মনোলোভা পুরীর শোভা পরে আলোক-সাজ॥

রম্য সোনার হর্ম্য কিবা দেখতে চমৎকার।
লম্বা লম্বা থামের সারি চারদিকেতে তার॥
বড় বড় জানলা দুয়ার, কপাট ফটিকের।
নানা রঙের মণি-মাণিক জ্বলছে তাতে ঢের॥
দেওয়ালে আর থামের গায়ে মণি স্থলে স্থলে।
বিচিত্র কাজ, ফটিক পাথর পাতা গৃহের তলে॥
অবাক হয়ে দেখে হনূ, চিন্তা মনে করে।
জগতের ঐশ্বর্য্য বেটা আনলে লুঠে ঘরে॥
সুসজ্জিত শান্ত্রী সকল রক্ষা করে পুরী।
তাদের চোখে ধূলি দিয়ে হনূ বেড়ায় ঘুরি॥
এ-ঘর সে-ঘর ঘোরে হনূ, খোঁজে সকল দিক।
কোথায় সীতা কিন্তু কিছুই করতে নারে ঠিক॥
অনেক ঘরে অনেক নারী দেখলে হনূমান।
সীতা বলে ভাবতে কারেও চাইলো না তার প্রাণ॥

হনূমানের সীতার সহিত সাক্ষাৎ

অবশেষে অনেক রাতে অশোক বনে গিয়ে।
শিশুগাছে উঠে হনূ রইলো লুকাইয়ে॥
ডাল-পালা আর পাতার মাঝে লুকাইয়ে কায়।
এধার ওধার চাইতে হনূ দেখতে নিচে পায়॥
একটি নারী শীর্ণ অতি, রুখু মাথার কেশ।
চিন্তায় তাঁর মলিন বদন, মলিন তাঁহার বেশ॥
তবু যেন তাঁর জ্যোতিতে জ্যোতিভরা দিক।
হনূ ভাবে, মা জানকী ইনিই আমার ঠিক॥

অশোক বনে বন্দী সীতা চেড়ীর পাহারায়।
রাবণের আদেশে তারা যন্ত্রণা দেয় তাঁয়॥
রাক্ষসী সেই চেড়ীগুলোর মূর্তি ভয়ঙ্কর।
শাসন তাদের দূরে থাকুক, দেখলে লাগে ডর॥
লম্বা বেঁটে বোঁচা খাঁদা নানান রকম ঢং।
মিশমিশে কেউ কালো, কারো বিকট কটা রং॥
বাঘের মতো মুখ বা কারো, কেউ বা শূয়র-মুখ।
কটকটে চোখ, চাউনি দেখে শিউরে ওঠে বুক॥

নিচের ঠোঁটের উপর কারো উপর পাটির দাঁত।
বেরিয়ে আছে, বাক্য বেরোয় ঠিক বজ্রাঘাত॥
'রাবণ রাজায় ভজো' সীতায় বুঝায় অবিরাম।
শুনে সীতা কাঁদেন—'তুমি কোথায় আছ, রাম!'
গাছে থেকে এ-সব দেখে শুনে সকল কথা।
যেমন খুশি হলো হনূ, তেমনি পেলে ব্যথা॥

রাক্ষসীরা এই রকমে সীতায় শাসন করে।
একটু পরে গেলো যখন একটু দূরে সরে॥
ধীরে ধীরে নিচের ডালে নেমে হনূমান।
কইলে কথা—সীতাই কেবল শুনতে যাতে পান॥
রামের সেবক বলে আগে দিয়ে পরিচয়।
একে একে রামের কথা কইলে সমুদয়॥
কতই দুঃখে রাম-লক্ষ্মণ ঘোরেন বনে বনে।
কেমনে বন্ধুত্ব হলো সুগ্রীব বীর সনে॥
খুঁজতে তাঁরে কেমনে সে হলো সাগর পার।
সব জানিয়ে আংটি রামের দিলো হাতে তাঁর॥
আংটি দেখে—সকল কথা শুনে হনূর মুখে।
রইলো না সন্দেহ সীতার, ভরসা এলো বুকে॥

তুষ্ট হয়ে হনূমানে করে আশীর্বাদ।
নিলেন সীতা রামের আরো কতই-না সংবাদ ॥
শীঘ্র এসে উদ্ধার রাম করেন যাতে তাঁর।
যত্ন করে বলে তারে দিলেন বারে বার ॥
হনূর কথায় বিশ্বাস যায় করেন রঘুমণি
তাই সীতা তার হাতে দিলেন নিজের মাথার মণি ॥
দণ্ডবৎ হইয়ে তখন বললে হনূমান।
'জানিস মা, তোর শীঘ্র হবে দুঃখ অবসান ॥
আনি প্রভু রামকে আগে, লঙ্কা করি রোধ।
সবংশে রাবণে মেরে নেবো, মা এর শোধ ॥'

হনূমানের অশোকবন-ভঙ্গ

বিদায় নিয়ে চললো হনূ, সিন্ধু হবে পার।
এমন সময় একটা খেয়াল উঠলো মনে তার ॥
রাক্ষসেরা কেমন যে বীর, শক্তি কত গায়।
পরখ করে গেলে পরে ক্ষতি কি আর তায় ?
উঁচু গাছের উপর তখন বসে যেন সাঙে।
চড়-চড় গাছ উপাড়ে আর মড়-মড় ডাল ভাঙে ॥
বন তছনছ—সিং-দরোজার হুড়কো হাতে নিয়ে।
দাঁত কড়মড় করে হনূ পাঁচিলে বসিয়ে ॥
আঁটতে নারে কেহ তারে, কাজেই রাজার কাছে।
খবর দিতে রাক্ষসেরা ছুটলো আগে পাছে ॥
হাজির হয়েই রাবণ রাজায় করে নিবেদন।
'মহারাজ, এক বানর এসে ভাঙলে অশোক বন ॥

ধরতে গেলে, এ-গাছ থেকে ও-গাছে দেয় লাফ।
স্তব্ধ সবাই শুনে বেটার হুপ্‌-হাপ্‌ হুপ্‌-দাপ্‌ ॥
সীতার দিকে একটিও গাছ ভাঙে না সে বনে।
নিশ্চয় সে রামেরি দূত, তাই দেখে হয় মনে ॥'
শুনে রাবণ রাজা রাগে আগুন যেন জ্বলে।
বড় গলায় সৈন্যদলে সাজতে তখন বলে ॥
'শীঘ্র গিয়ে অশোক বনে ব্যাপার কি তা জানো।
বানর বেটায় বেঁধে, সেটায় আমার কাছে আনো ॥'
তখন মুষল-মুদ্গরাদি অস্ত্র হাতে নিয়ে।
হনূমানে বাঁধতে সবাই হাজির হলো গিয়ে ॥
গিয়ে দেখে বনটি তিনি দিব্যি মেড়ে চষে।
মহাশয়ের মতন আছেন পাঁচিলেতে বসে ॥

সবাই পড়ে অস্ত্র ছুড়ে মারে হনূর গায়।
খানিক সয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো হনূ তায় ॥
সিং-দরোজার লোহার ভীষণ হুড়কো ছিলো হাতে।
তাই-না দিয়ে দুড়ুম দাড়াম মারে সবার মাথে ॥
মাথা ফেটে রক্ত ছোটে কারো মাথা গুঁড়ো।
হাড়গোড় সব চূর্ণ হয়ে ছোটে যেন কুঁড়ো ॥
রাবণ রাজার কাছে তখন গেলো সমাচার।
সেই বানরা সকল সেনা করিল সংহার ॥
খবর শুনে রাবণ রাজার খাড়া মাথার চুল।
কুড়িটা চোখ রাঙা যেন ঘোরে জবাফুল ॥
বেছে বেছে সৈন্য তখন পাঠায় রাবণ ত্বরা।
তারাও গিয়ে কেউ মলো কেউ হলো বা আধমরা ॥

জম্বুমালী বিরূপাক্ষ যূপাক্ষ আর কত।
বীর ত মলোই, রাবণ-তনয় অক্ষ হলো হত॥
তুচ্ছ বড় নয় সে বানর তখন রাবণ জেনে।
বড় ছেলে ইন্দ্রজিতে কাছে ডেকে এনে॥
বলেন, 'বাবা, শুন্‌ছো কি আস্পর্দ্ধা বানরের।
পার যদি কর, বাপু, বিহিত তুমি এর॥'

হনূমানের নাগপাশ-বন্ধন

লঙ্কাপুরে নাইকো ইন্দ্রজিতের মতন বীর।
পিতা দশাননকে সে কয় নুইয়ে নিজের শির॥
'আশিস করুন, পিতা আমায়, কি ফল আছে খেদে।
যাচ্ছি আমি, আনছি গিয়ে বানর বেটায় বেঁধে॥'
এই বলে সে উঠলো রথে ধনু লয়ে হাতে।
হাতী ঘোড়া সৈন্য কত চললো তাহার সাথে॥
হনূমানের কাছে গে বীর লক্ষ্য করে তায়।
অস্ত্র ছোড়ে, চক্‌মকিয়ে বিদ্যুৎ বা ধায়॥
কিন্তু হনূ ডাইনে বাঁয়ে উপর দিকে আর।
এমন লাফায়, একটিও বাণ লাগে না গায় তার॥
গলদ্ঘর্ম হয়ে তখন অভিমান আর দুখে।
শেষকালে সে ব্রহ্ম-অস্ত্র জুড়িল ধনুকে॥
নিষ্ফলেতে যায় না কভু ব্রহ্ম-অস্ত্র বাণ।
কাজে কাজেই বাঁধা তাতে পড়লো হনূমান॥

এই রকমে বাঁধা পড়েই মনে হনূ আঁচে।
এই বার নে যাবে আমায় রাবণ বেটার কাছে॥

তাই যদি হয়, মন্দ কি আর সেথায় হাজির হওয়া।
দেখাও যাবে তাকে, দুটো কথাও যাবে কওয়া॥
এমন সময় রাক্ষসেরা দড়ি কাছি এনে।
হনূমানে বেঁধে সবাই চললো নিয়ে টেনে॥
অনেক কষ্ট পরিশ্রমে, অনেকক্ষণের পরে।
রাজার সভার সম্মুখে তায় দিলো হাজির করে॥
সভাশুদ্ধ সকল লোকে আকার দেখে তার।
বলে, 'বাবা, এ আবার কি নূতন জানোয়ার॥
কোথা থেকে এলো এটা, মতলব কি এর।
কইছে না তো কথা, কাজেই পাচ্ছি না ত টের॥'

এই রকমে নানা লোকে বলছে নানা-খান।
সে সব কথায় তিলমাত্র নাইকো হনূর কান॥
সে কেবলি চুপটি করে রাবণ রাজার দিকে।
মিটমিটিয়ে তাকিয়ে তারে দেখছে অনিমিখে॥
দেখছে হনূ রাবণ রাজার মস্ত সভাঘর।
সারি সারি তায় ফটিকের স্তম্ভ মনোহর॥
চার দিকেতে সোনা-রূপার শিল্প মনের মতো।
তায় নীল লাল হলদে সউজ ঝকছে মণি কতো॥
হেন সভাঘরের মাঝে স্বর্ণ-সিংহাসন।
মুক্তা-মণির ঝালর তাতে দুলছে সুশোভন॥
সেই আসনে দশটা মাথায় হীরের মুকুট নিয়ে।
বসে আছে রাবণ রাজা গোঁপে চাড়া দিয়ে॥
দেখছে কালো পাহাড়-পারা মস্ত দেহ তার।
সেই দেহ সেই চেহারাটার যোড়া মেলা ভার॥

বিষম বিকট দশ মুণ্ড, দশ-যোড়া তার হাত।
এক-শো আঙ্গুল হাতেই, মুখে তিন-শো কুড়ি দাঁত ॥
দশ কপালে লম্বা লোহিত চন্দনের রাগ।
বিশ বাহুতে স্থানে স্থানে অস্ত্রাঘাতের দাগ ॥
হনূ ভাবে দাগগুলো এ যুদ্ধ করার সাজা।
তা সে যা হোক্, রাক্ষসদের যোগ্য বটে রাজা ॥

রাবণের সহিত হনূমানের কথা

এ দিকে হনূমানে দেখে রাবণ রাগে।
মন্ত্রিগণের উপর আদেশ দিলেন সবার আগে ॥
'জান ত কে এটা, হেথায় এর কি প্রয়োজন।
কোন্ সাহসে লণ্ডভণ্ড করলে অশোক বন ॥
এত বড় স্পর্দ্ধা কি না বনের বানরের।
বুঝে উচিতমতো আমি শাস্তি দিব এর ॥'

শুনে মন্ত্রী প্রহস্ত তা বললে হনূমানে।
হনূ তাহার জবাব দিলে চেয়ে রাবণ-পানে ॥
'শুন রাজা, রাবণ, তোমার পূরাই মনের আশা।
বানর আমি, দেখতে তোমায় হেথায় আমার আসা ॥
মন করলেই পায় কি কেহ রাজার দরশন ?
কাজে কাজেই ভাঙতে আমায় হলো অশোক বন ॥
মারতে গিয়ে আমায়, তোমার মলো অনেক লোক।
মারতে গেলে মার খেতে হয়, তাতে মিছে শোক ॥

নাম হনূমান আমার, স্বয়ং পবন আমার পিতা।
মন্ত্রী হই সুগ্রীবের আমি, তিনি রামের মিতা ॥
প্রভু রামের কার্য্যে এসে ঘুরে নানা দেশে।
মায়ের দেখা পেয়ে হেথা ধন্য হলেম শেষে ॥
পুণ্যফলে রাজা তুমি, রাজার বুদ্ধি ধর।
রামের সীতা রামকে দিয়ে আনন্দে ঘর কর ॥
আমার কথায়, রাবণ, তোমার না হয় যদি মন।
প্রভু রামের হাতে পাবে শিক্ষা বিলক্ষণ ॥'

হনূমান কর্তৃক লঙ্কা-দাহন

হনূমানের কথায় রাবণ আগুন যেন জ্বলে।
'এখনি বেটাকে কাটো' জল্লাদেরে বলে ॥
রাবণ রাজার কনিষ্ঠ ভাই, নাম বিভীষণ তাঁর।
মতি তাঁহার ধর্মপথে, পবিত্র আচার ॥
রাবণেরে বুঝিয়ে বহু, করে অনুনয়।
বলেন, 'দাদা, দূতকে মারা ধর্ম রাজার নয় ॥
অন্য কোন দণ্ড দিয়ে দূর করে দিন এরে।
যাক্ না, গিয়ে দিক্-না খবর রাম কি সুগ্রীবেরে ॥'
বিভীষণের কথায় রাজি, রাবণ দিলেন সায়।
'লেজ পুড়িয়ে দাও ছেড়ে, ও যাক্ গে যেথায় যায় ॥'
হুকুম শুনে রাক্ষসেরা খুশি সবাই বড়।
দৌড়ে কাপড় রাশি রাশি করলে এনে জড় ॥
জড়িয়ে সে সব হনূর লেজে তায় দিলো তেল ঢেলে।
ধরিয়ে দিলে আগুন, ধূ ধূ উঠলো আগুন জ্বলে ॥

সকলকে তাই দেখাইতে টেনে নে যায় তায়।
রাগে হনূ জ্বলন্ত লেজ মারে তাদের গায় ॥
'বাপ রে গেলাম!' করে সবাই ভয়ে পলায় ছুটে।
টুটলো বাঁধন, লাফিয়ে হনূ বসলো চালে উঠে ॥
এ-চাল থেকে ও-চালে যায়, ছাত থেকে যায় ছাতে।
ঘর-বাড়ী সব দাউ-দাউ-দাউ উঠলো জ্বলে তাতে ॥
ঢের রাক্ষস পুড়লো,—হলো আধপোড়া তার কেউ।
রাক্ষস রাক্ষসী কাঁদে কাঁই-মাই ভেউ-ভেউ ॥

হনূর সাগর-পারে প্রত্যাগমন

এই সব কাজ করে আগে, হনূ ভাবে পিছু।
তাই ত মায়ের অনিষ্ট ত হয় নি এতে কিছু ॥
লেজটা তখন সাগর-জলে ডুবিয়ে হনূ তার।
নিভিয়ে আগুন, সীতার কাছে ছুটলো পুনর্বার ॥
দেখে তাঁরে, বন্দনা তার করে বিধিমতে।
ফিরতে দেশে, উঠলো গিয়ে অরিষ্ট পর্বতে ॥
'জয় রাম' বলিয়ে হনূ লম্ফ দিলেন শেষে।
যেখান থেকে গিয়েছিলেন হাজির সেথা এসে ॥

পথ চেয়ে তাঁর বসে সেথায় ছিলো বানর যত।
ফিরতে দেখে তাঁরে সবার আনন্দ আজ কত ॥
কেউ বা লাফায়, কেউ বা নাচে, কেউ কিচমিচ করে।
কেউ ফলমূল এনে হনূর সমুখেতে ধরে ॥
অঙ্গদ আর জাম্ববানের নিয়ে চরণ ধূলি।
হর্ষে হনূ সবার সাথে করেন কোলাকুলি ॥

তার পরেতে সীতার খবর দিলেন তিনি যাই।
বানরগণের চীৎকারেতে উঠলো কেঁপে ঠাঁই॥
সেই দণ্ডেই সুগ্রীব আর রামকে খবর দিতে।
কিষ্কিন্ধ্যায় ছুটলো সবাই হর্ষভরা চিতে॥

কিষ্কিন্ধ্যার কাছে ক্রমে এলো মধুবনে।
সেই বন সুগ্রীবের ছিলো জানতো বানরগণে॥
অনশন আর অর্দ্ধাশনে দিন কেটেছে শুধু।
হুকুম দিলেন অঙ্গদ, খাও ফলমূল আর মধু॥
যেমন হুকুম পাওয়া, বানর অমনি পালে পালে।
লম্ফ দিয়ে গাছে উঠে বসলো ডালে ডালে॥
কচমচিয়ে কচি পাতা আর ফলমূল খায়।
পেট ভরে কেউ মধু খেয়ে আনন্দে গান গায়॥
চুকলে খাওয়া আবার সবাই কিষ্কিন্ধ্যায় চলে।
হাতেও নিলে কিছু কিছু পথে খাবে বলে॥

হনূমানের কিষ্কিন্ধ্যায় আগমন

কিষ্কিন্ধ্যায় পেঁাছে হনূ এগিয়ে ধীরে ধীরে।
করলে নতি রাম-লক্ষ্মণ আর সুগ্রীব বীরে॥
তার পরেতে বললে খুলে সাগর-পারে গে।
যেমন করে যেখানেতে দেখলে সীতায় সে॥
যে ভাবে তাঁর যে কষ্টে দিন কাটছে অশোক বনে।
বললে হনূ—বলতে বড় কষ্ট পেলে মনে॥
সীতার মাথার মণি তখন দিলে রামের হাতে।
দুই চোখে তাঁর দর-দর বইলো ধারা তাতে॥

লঙ্কাকাণ্ড

* * * * * * * * * * * * * * * *

সীতা-উদ্ধার-জন্য সকলের গমন

হনূমানের মুখে পেয়ে সীতার সমাচার।
কিষ্কিন্ধ্যায় বানরগণের আনন্দ অপার ॥
লঙ্কায় গে যুদ্ধ করে রাবণ রাজায় মেরে।
শীঘ্র সীতায় আনতে সবাই সুধায় সুগ্রীবেরে ॥
রামচন্দ্র নিজেও হলেন ব্যস্ত বড় মনে।
সুগ্রীব বীর আদেশ দিলেন সাজতে সেনাগণে ॥
সাজলো বিপুল বানর-সেনা ফুর্তি-ভরা বুকে।
সবাই মিলে চললো তখন সাগর-অভিমুখে ॥

সেনাপতি নীল চললেন সবার আগে আগে।
দেশ-বিদেশের পথ-ঘাট তাঁর জাগে চোখের আগে ॥
শিল্পকরের চূড়ামণি মহামতি নল।
চলেন মহোৎসাহে নিয়ে শিল্পকরের দল ॥
সুষেণাদি বৈদ্য চলেন, বীর জাম্ববান।
গজ গবাক্ষ ঋষভ চলেন, চলেন হনূমান ॥
রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব আর অঙ্গদাদি বীর।
সবাই চলেন লক্ষ্য করে সমুদ্দুরের তীর ॥
দক্ষ সেনাপতি সকল আগে পাছে যায়।
মধ্যে চলে বানর-সেনা পঙ্গপালের প্রায় ॥

যেতে যেতে পথের মাঝে পাহাড় নদী বন।
পড়লো কত, পার হয়ে তা চললো বানরগণ ॥
শেষে যখন হাজির হলো মহেন্দ্র পর্বতে।
সুনীল জলরাশি সাগর পড়লো নয়ন-পথে ॥
বিশ্বে যেন আর কিছু নাই, সাগর একাই আছে।
ঢেউয়ের উপর ঢেউ তুলে সে তাণ্ডব-নাচ নাচে ॥
পাগল-পারা এসে সে ঢেউ তটে আছাড় খায়।
চক্ষের নিমেষে ফেনার খৈ ফুটে যায় তায় ॥
দেখে শুনে বানরগণের ভাবনা হলো তাই।
এর ওপারে লঙ্কাপুরী—ইস্ কি বিষম ঠাঁই ॥
যুদ্ধ করে জিনে সীতা আনতে পারি ঘরে।
কিন্তু লড়াই করতে সেথা যাবো কেমন করে ॥
ভাবতে ভাবতে এই সকলি পাহাড় থেকে নেমে।
সমুদ্দুরের ধারে এসে বসলো সবাই থেমে ॥
রাম নিজে আর বড় বড় বন্ধু যাঁরা তাঁর।
যুক্তি করেন কেমন করে হবেন সাগর পার ॥

রাবণের মন্ত্রণা

লজ্জা পেয়ে রাবণ হেথা হনূমানের কাছে।
লঙ্কায় মন্ত্রণা করে বসে সভার মাঝে ॥
'একটা বানর করে গেল নাস্তানাবুদ ঢের।
ও পারেতে জমলো নাকি দলশুদ্ধ ফের ॥
যুদ্ধ তরে কোনো মতে হয়ে সাগর-পার।
আসবেই রাম বানর নিয়ে, সন্দেহ নাই তার ॥

বুঝে রাখা ভাল, তখন ধরবো যে কোন্ পথ।
জানতে আমি তাই তোমাদের চাই সবাকার মত॥'

প্রহস্ত সে রাবণ রাজার প্রধান সেনাপতি।
কালো মেঘের বর্ণ, তাতে বিকট আকার অতি॥
যোড় হস্তে রাবণ রাজায় সম্বোধিয়ে কয়।
'মহারাজের প্রসাদে নাই বিশ্বে কারেও ভয়॥
নির্ভাবনায় ছিলাম সবাই পান-ভোজনে রত।
তাই হনূমান কাণ্ড হেথা করে গেলো অত॥
দেব-দানবে গণি না, তা তুচ্ছ বানর-নর।
আসুক না রাম বানর নিয়ে, তায় কি আছে ডর?'

রাক্ষস-বীর বজ্রহনূ দম্ভ করে কয়।
'মানুষ-বানর খাদ্য মোদের, তাদিকে কি ভয়?
আদেশ করুন আপনি আমায় লঙ্কা-অধিস্বামী।
আজই গিয়ে বানরগুলোয় খেয়ে আসি আমি॥'

সেই দিন বীর কুম্ভকর্ণ রাবণ-সহোদর।
সবে মাত্র জেগেছিলো ছ-মাস ঘুমের পর॥
বিশাল দেহ, মেঘের বর্ণ, গায়ে বিপুল বল।
পদক্ষেপে ধরা যেন করিত টলমল॥
দেব-দৈত্য-যক্ষ তাহার নামেই পেতো ভয়।
করতে লড়াই তাহার সাথে কেহই রাজি নয়॥
তাতেই রাবণ জানালে তায় যত্ন করে অতি।
সীতাহরণ থেকে রামের সাগর-তীরে গতি॥

শুনে কুম্ভকর্ণ কিছু গম্ভীর ভাব ধরে।
বললে,—'ভাল হয় নি আনা পরের নারী হরে ॥
তবে যখন কাজটা করেই বসিয়াছেন ছাই।
নিজ বংশের মান-সম্ভ্রম রক্ষা করাও চাই ॥
কাজে কাজেই রাম-লক্ষ্মণ বানরগুলোয় মেরে।
একদণ্ডের মধ্যে আমি কাজটা দিব সেরে ॥'

মহাপার্শ্ব রাবণ রাজার বৈমাত্র ভাই।
বলে, 'মহারাজ, আপনার চিন্তা কিছুই নাই ॥
সীতায় হরণ করিয়াছেন, দোষ কিছু নাই তায়।
দোষাদোষের কথা বলে, বল নাই যার গায় ॥
মহাবল এই কুম্ভকর্ণ, কুমার ইন্দ্রজিৎ।
দুই বাহু যাঁর, ভাবনা তাঁর আছে কি কিঞ্চিৎ ?'
এই রকমে কত কথা বললে কত জনে।
মনের মতন কথা শুনে তুষ্ট রাবণ মনে ॥
মরণ-কালে হয় বিপরীত বুদ্ধি না কি ঘটে।
খুশি হয়ে রাবণ বলে—'বটেই ত তা বটে !'

বিভীষণের সুমন্ত্রণা-দান

বিভীষণ এই নামে রাবণ রাজার ছোট ভাই।
শুনছিলো সব মন্ত্রিগণে বলছিলো যা তাই ॥
সত্যে তাঁহার ভক্তি অপার, ধর্মপথে মতি।
রাবণ রাজার কার্য্যে তিনি ক্ষুব্ধ ছিলেন অতি ॥

মন্ত্রিগণের কুমন্ত্রণা আর সে আস্ফালন।
শুনে মনে ক্ষুণ্ণ তিনি হলেন বিলক্ষণ ॥
বিনয় করে রাবণ রাজায় তখন করপুটে।
নিজের মনের কথা যাহা বললেন তা ফুটে ॥
'মহারাজ, আপনি সর্ব-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত।
ক্ষুদ্র আমি, আপনারে কি বুঝাবো হিত ॥
পর-নারী চুরি, প্রভু, ধর্ম-হানিকর।
রামের সীতা রামকে দিয়ে সুখে করুন ঘর ॥
তা না হলে, মুখে যিনি বড়াই করুন যত।
কাজের বেলা দেখবেন সব আকাশ-কুসুম মতো ॥
শুনেছি, আর কার্য্য দেখেও হচ্ছে অনুমান।
লঙ্কায় নাই এমন কেহ, সইবে রামের বাণ ॥'

বিভীষণের লাঞ্ছনা

সভায় ছিলো ইন্দ্রজিৎ সে চটে হলো লাল।
বিভীষণে যা তা বলে মিটায় মনের ঝাল ॥
'দেবরাজের দর্প আমি করেছি যে গুঁড়ো।
তুচ্ছ রামের জন্য কেন ভয় করছো, খুড়ো ॥
বংশে তুমিই একমাত্র বল-বীর্য্য-হীন।
নিজে ভীরু, সকলকে তাই তেমনি ভাবো দীন ॥
দেহেতে নাই শক্তি যাহার, বাহুতে নাই বল।
তার কাছেতেই ধর্ম-কথা শুনবে অনর্গল ॥'

ইন্দ্রজিতের কথা শুনে বলেন বিভীষণ।
'বাপু, তোমায় এ সভাতে আনিল কোন জন ?

বুদ্ধি তোমার বড়ই কাঁচা, নাই বিনয়ের লেশ।
দুর্মতি আর মূর্খ তুমি, উগ্রস্বভাব বেশ ॥
পুত্র বলেই মিত্র রাজার বলতে তোমায় হয়।
নচেৎ পুরা শত্রু তুমি বলবো সুনিশ্চয় ॥

এই-না বলে আবার তিনি রাবণ পানে ফিরে।
যোড়হস্তে সম্বোধিয়ে বলেন ধীরে ধীরে ॥
'মহারাজ, এ লঙ্কাপুরের কুশল যদি চান।
ভিক্ষা আমার, রামের সীতা রামকে করুন দান ॥'
বিভীষণের বাক্যে রাবণ আগেই গেছে জ্বলে।
তুষ্ট ছিলো, ছেলে খাসা জবাব দেছে বলে ॥
পালটা জবাব শুনলে যখন বিভীষণের ঠাঁই।
কার সাধ্য তার পানে চায়, রেগে হলো কাঁই ॥
রাঙা চোখে বিভীষণে বললে তখন সে।
'জানি আমি শত্রু কে মোর, মিত্র আমার কে ॥
শত্রু যে সে শত্রুই, তায় নাইকো তত ডর।
মিত্ররূপে শত্রু যে, সে বড়ই ভয়ঙ্কর ॥
কাল-সর্পের সঙ্গে থাকা বরং শ্রেয় হয়।
মিত্ররূপী শত্রুসহ কোন মতেই নয় ॥
ধিক্ তোরে ধিক্, ভাই বলে আজ পেলি পরিত্রাণ।
অন্য হলে, এই দণ্ডেই নিতেম তাহার প্রাণ ॥'

বিভীষণের প্রস্থান ও রামের সহিত মিত্রতা

আসন ছেড়ে উঠে তখন বলেন বিভীষণ।
'জ্যেষ্ঠ সহোদর আপনি—পিতার তুল্য জন ॥

তিরস্কার কি কটু উক্তি সইবো সমুদয়।
সইবো না সে কটু উক্তি ক্ষুদ্রে যদি কয়॥
পণ করেছেন যখন নিজে 'হবই বিপথগামী'।
হোক আপনার মঙ্গল, এই চললেম আজ আমি॥'

এই-না বলে যান বিভীষণ, ফিরে না চান আর।
ছিলেন চারি বন্ধু, তাঁরাও সঙ্গে গেলেন তাঁর॥
কৈলাস-পর্বতে তাঁহার বৈমাত্র ভাই।
কুবের ছিলেন, যুক্তি-তরে গেলেন সেথা তাই॥
শুনে বিভীষণের কথা বলেন তিনি তাঁয়।
'নাও গে রামের শরণ—তাঁহার ধর্মই সহায়॥'
কুবের দাদার কথা তাঁহার লাগলো বড় মনে।
রামের শরণ নিতে তখন চললেন পাঁচজনে॥

দূরে থেকে আসতে দেখে তাঁদের কয়েক জনে।
সুগ্রীব বীর শত্রু বলে ভাবেন মনে মনে॥
তার পরই সুগ্রীবের কাছে এসে বিভীষণ।
জানাইলেন হেথায় তিনি এলেন কি কারণ॥
বললেন তাঁর নাম ধাম আর জন্ম যে কোন্ কুলে।
রাবণ রাজার ভাই যে তিনি, তাও বললেন খুলে॥
দুই ভায়ে বিবাদের কথা বলেন তারি পর।
কেমন করে কিসের তরে হলো মনান্তর॥
শেষে রামে খবর দিতে বলেন বিনয়ভাষে।
এলেন তিনি চরণে তাঁর শরণ নেবার আশে॥

বার্তা নিয়ে সুগ্রীব বীর গেলেন রামের কাছে।
শঙ্কা তাঁদের—বিভীষণ হয় বৈরীর চর পাছে ॥
সবার সঙ্গে বিচার করে বুঝিয়ে সকল জনে।
তুষ্ট করে সকলে রাম বলেন খুশি-মনে ॥
'শরণ যে চায়, আশ্রয় তায় দেওয়া বিধি হয়।
আন বিভীষণে, মনে করো না তায় ভয় ॥'

তখন রামের সমুখভাগে এসে বিভীষণ।
দাঁড়াইলেন করপুটে বন্দি শ্রীচরণ ॥
সরলভাবে দিলেন আগে নিজের পরিচয়।
জানাইলেন তার পরে তাঁর ব্যথা সমুদয় ॥
রাজসভাতে রাবণ সাথে কিসের তরে তাঁর।
কেমন করে বিবাদ হলো দিলেন সমাচার ॥
শেষে বললেন—'শুনেছি, রাম, তুমি দয়াময়।
সত্যে রত, ন্যায়ের ভক্ত, সকল-গুণাশ্রয় ॥
ধন জন আর আত্মীয় সব তুচ্ছ করে তাই।
অসহায়ের সহায় জেনে এলেম তোমার ঠাঁই ॥
তোমার পায়ে দিলাম সঁপে নিজের দেহ-প্রাণ।
দয়া করে দাও মোরে, রাম, চরণেতে স্থান ॥'

রাম বললেন—'দুখের নিশা হলো তোমার ভোর।
এখন তুমি শত্রু নহ—মিত্র হলে মোর ॥
বন্ধু, তোমার সহায়তায় করে রাবণ-বধ।
জেনে রেখো, দিব তোমায় লঙ্কার সম্পদ ॥

লক্ষ্মণে রাম বলেন তখন, 'বিলম্বে নাই ফল।
শুদ্ধচিত্তে গিয়ে তুমি আন সাগর-জল ॥
লঙ্কা-রাজ্য দিলাম আমি মিত্র বিভীষণে।
অভিষেক আজ রাখবো করে, বদ্ধ রবো পণে ॥'
লক্ষ্মণ আনন্দে তখন এনে সাগর-বারি।
ঢালেন বিভীষণের শিরে, তুষ্ট রাবণারি ॥
উল্লাসেতে উচ্চস্বরে বানরগণে কয়।
'জয় রাম, জয় লঙ্কাপতি বিভীষণের জয় ॥'

সাগর-বন্ধন

চুকলে এ সব সুগ্রীব আর হনূ এ দুই জনে।
মিষ্টভাষে আপ্যায়িত করেন বিভীষণে ॥
সুগ্রীব বীর জিজ্ঞাসিলেন যুক্তি তখন তাঁরে।
'কেমন করে রামের সেনা যাবে সাগর-পারে ॥
দুই জন নয়, দশ জন নয়, অনেক সেনা তাঁর।
সবাই কিছু নয় হনূমান—লাফিয়ে হবে পার ॥'
সাগর-পূজা করতে দিলেন যুক্তি বিভীষণ।
সহজ হবে তাহার ফলে সমুদ্র-বন্ধন ॥
বিভীষণের সাক্ষাতে রাম সাগর-পূজা করে।
বাঁধতে সেতু আদেশ দিলেন নল শিল্পকরে ॥
নলের আদেশ পেয়ে তখন বানরগণের নাচ।
ভেঙে আনে পাহাড়-চূড়া, উপড়ে আনে গাছ ॥
সে সব দিয়ে শিল্পিক-বর নল হয়ে তৎপর।
গাছ-পাথরে গড়ে দিলেন সেতু মনোহর ॥

রামের শিবিরে রাবণের চর

লঙ্কা পারে যাবার হেতু সমুদ্দুরে বাঁধলে সেতু
রামের সেনা পৌছিল লঙ্কায়।
অসম্ভব এ কার্য দেখে রাবণ যেন স্বপ্ন থেকে
উঠলো জেগে অশুভ-শঙ্কায় ॥
শুক-সারণে বলে ডেকে, 'যাও, একবার এসো দেখে
গুপ্তভাবে রামের বলাবল।'
তাই-না শুনে দুজন তারা সেজে গুজে বানর-পারা
গেলো যেথা রামের সেনাদল ॥
সাবধানে সেই বানরসাজে ঢুকে রামের সৈন্য-মাঝে
এদিক সেদিক বেড়ায় দেখে দেখে।
তত্ত্ব নিয়ে সব শিবিরে বেড়াইতে ঘুরে ফিরে,
বিভীষণের চোখে গেল ঠেকে।
অমনি তিনি বানরগণে বলে দিলেন, 'এই দু'জনে
বেঁধে নিয়ে চলো রামের কাছে।
শত্রু এরা বানরবেশে দেখছে রামের সৈন্য এসে
দুষ্ট অভিসন্ধি মনে আছে ॥'
শক্ত রসি দিয়ে ছেঁদে বানরেরা তাদের বেঁধে,
হাজির তখন করলে রামের পাশে
তারা দু-জন মনে ভাবে এই বারেতে প্রাণটি যাবে,
বুক ধড়-ধড়, মুখ শুকুলো ত্রাসে ॥
জানিয়ে বহু কাতরতা বললে রামে সত্য কথা—
সত্য-তারা রাবণ-রাজার চর।
রাজার আদেশ মানে কে না, তাই এসেছে গণতে সেনা
সকল খবর নিতে সবিস্তর ॥
রাম তা শুনে বলেন হেসে, 'দেখলে ত সব রাজাদেশে ?
মুক্তি দিলাম—নাই তোমাদের ভয়।

দেখতে বাকি থাকে কিছু, গিয়ে এদের পিছু পিছু
ঘুরে দেখে যাও সে সমুদয় ॥'
এই-না বলে তুষ্ট মনে বিদায় দিলেন শুক-সারণে,
তাঁর প্রসাদে পেয়ে পরিত্রাণ।
দোঁহে স্তব-স্তুতি করে প্রণাম করে ভক্তিভরে
চললো গেয়ে তাঁহার গুণ-গান ॥

শুক ও সারণকে রাবণের ভর্ৎসনা

ঘরে ফিরে শুক আর সারণ গিয়ে রাবণ-পাশে।
যোড়হস্তে জানালে সব তাঁরে বিনয়-ভাষে ॥
পড়লো ধরা কেমন করে বিভীষণের হাতে।
জানালে তা, আর জানালে রামের দয়া তাতে ॥
রামের সেনা যায় না গণা—সমুদ্দুরের ঢেউ।
সারি সারি কতই সারি গণ্‌তে নারে কেউ ॥
সেনাপতি যে-সব, তারা সবাই মহাবীর।
সর্বদা সতর্ক তারা লয়ে ধনু-তীর ॥
এ সব বলে বললে, দেখে এমন মনে লয়।
সহজসাধ্য নয়, মহারাজ, রামকে করা জয় ॥
অভয় দেন ত বলতে পারি ভরসা পেয়ে বুকে।
সীতায় দিয়ে সন্ধি করুন, সব গোল যাক চুকে ॥'

শুনে এ সব হলো বটে চিন্তা রাবণের।
শুক-সারণে দিলো না কো পেতে সেটা টের ॥
শত্রুর সুখ্যাতি শুনে অনুজীবীর মুখে।
অস্থির হইল রাবণ, উঠলো বিষম রুখে ॥

বললে, মন্ত্রিপদের যোগ্য তোমরা কভু নও।
এস না আর সভায় কভু—শীঘ্র তফাৎ হও॥'
তখন তারা রাবণ রাজায় প্রণাম বহু করে।
প্রাণটি নিয়ে যে যার গেলো ভালোয় ভালোয় সরে॥

সীতার নিকটে রামের মায়ামুণ্ড প্রদর্শন

মন্ত্রিসভায় পরে রাবণ বসে কিছুক্ষণ।
যুদ্ধ নিয়ে নানা কথা করলে আলোচন॥
ভাঙলে সভা, ডাকলে সে এক মায়াবী রাক্ষসে।
নাম বিদ্যুজ্জিহ্ব,—নানা কৌশল জানতো সে॥
এলে সে, তায় বললে রাবণ, 'যাচ্ছি অশোক বনে।
কাজ করে এক তুমিও সেথা যাবে পরক্ষণে॥
সদ্য-কাটা মুণ্ড রামের—রক্ত তাতে ঝরে।
অবিলম্বে একটা এমন নাও গে তোয়ের করে॥
তাই নিয়ে আর রামের ধনুর মত ধনু হাতে।
যাবে তুমি দেখবো কিছু হয় কি না ফল তাতে॥'

অশোক বনে রাবণ তখন হাজির হলো গিয়ে।
রাক্ষসটাও গেলো পরে মুণ্ড ধনু নিয়ে॥
সেই মুণ্ড আর সে ধনু রাবণ দুরাশয়।
দেখিয়ে সীতায় নিজের বড়াই করে তখন কয়॥
'দেখ, সীতা, রামের মুণ্ড, চাও এ ধনুর প্রতি।
কেটেছে আজ যুদ্ধে তারে আমার সেনাপতি॥
সুগ্রীব আর যত বানর, মায় সে হনূমান।
শ্বসতেছে কেউ পড়ে রণে, হারিয়েছে কেউ প্রাণ॥

'রাম রাম' এই বুলি তোমার ছাড় ত জঞ্জাল।
রাণী হয়ে এখন আমার, সুখে কাটাও কাল॥'
মুণ্ড দেখে পাপীর কথা সত্য মনে করে।
অজ্ঞান হইয়া সীতা পড়েন ভূমি পরে॥
এমন সময় এসে দূত এক করে নিবেদন।
'মহারাজ, কি বিশেষ কাজে এলেন মন্ত্রিগণ॥
দাঁড়িয়ে তাঁরা সকলে এই উপবনের দ্বারে।
আজ্ঞা পেলে জানাই গিয়ে তাঁদের সবাকারে॥'
গুরুতর ব্যাপার কিছু করি অনুমান।
চললো রাবণ তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে সে স্থান॥

হেথায় সীতা মূর্ছাভঙ্গে করেন হাহাকার।
আবেগে মূর্ছিতা হয়ে পড়েন পুনর্বার॥
এমন সময় এলেন সেথা সরমা-সুন্দরী।
বিভীষণের পত্নী তিনি, সীতার সহচরী॥
সীতার কাছে আসতে নিষেধ ছিলো নাকো তাঁর।
আশা দিতেন, ভরসা দিতেন এসে অনিবার॥
আজও সীতায় কাঁদতে দেখে, দেখে বিষাদিনী।
মায়ামুণ্ড সেটা যে তা বুঝিয়ে দিলেন তিনি॥

রাবণ ও রামের সৈন্য-সন্নিবেশ

এদিকেতে রামের সেনা এগিয়ে বরাবর।
পৌঁছে গেছে সুবেল নামে পর্বত উপর॥
সেখান থেকে নজর চলে রাবণ রাজার বাড়ী।
তাই দেখে উৎসাহে সেনা এগোয় তাড়াতাড়ি॥

রাবণ রাজার লঙ্কাপুরী সকল পুরীর সেরা।
চারদিকেতে উঁচু পাঁচিল, যেন পাহাড়-ঘেরা ॥
মস্ত বড় পরিখা সেই পাঁচিল বেড়ে আছে।
অস্ত্রধারী সারি সারি সৈন্য পাঁচিল-পাছে ॥
যেতে পুরীর ভিতরে কি আসতে পুরী হতে।
চারদিকেতে চার দরজা, লোহার কপাট তাতে ॥
চারটা দিকের দরজাতেই পরিখা-পার-হেতু।
মস্ত বড় যন্ত্রে ঝোলে মস্ত বড় সেতু ॥

রামের সেনা ঘেরিয়াছে লঙ্কার চৌদিক।
কোন সেনানী থাকবে কোথা করছে রাবণ ঠিক ॥
পূব দরজায় প্রহস্ত, পশ্চিমে ইন্দ্রজিৎ।
থাকবে সাথে লয়ে তারা সৈন্য সুসজ্জিত ॥
মহোদর আর মহাপার্শ্বে দক্ষিণেতে দিলে।
উত্তর-দ্বার রক্ষার ভার আপনি রাবণ নিলে ॥

পুরী থেকে বাহির হতে কেউ না পারে আর।
এমনি করে রামও হেথা সাজান সেনা তাঁর ॥
কোন্ দিকে কোন্ সেনাপতি রাখলে রাবণ রণে।
জেনে এলো বিভীষণের সঙ্গী চারি জনে ॥
উত্তরেতে রাবণ ছিলো রাম লক্ষ্মণ তাই।
যুক্তি করে সেই দিকেতে রইলেন দুই ভাই ॥
পড়িল অঙ্গদের উপর দক্ষিণ-দিকের ভার।
আটকাইলেন নীল বীর গে' পূর্বদিকের দ্বার ॥

পশ্চিম দরজায় রেখে ইন্দ্রজিতের মান।
সৈন্যসহ দাঁড়াইলেন আপনি হনূমান ॥
সুগ্রীব বিভীষণ সুষেণ আর জাম্ববান।
রইলেন সসৈন্যে, যাবেন পড়বে যেথায় টান ॥

রাবণ-সভায় অঙ্গদের গমন

সব হলো ঠিক, তখন কাছে অঙ্গদকে ডাকি।
রাম বললেন, 'এখন, বাপু, কাজ একটি বাকি ॥
রাবণ রাজার সভায় গিয়ে তার নিকটে জেনে।
একটি খবর আমায় তোমার দিতে হবে এনে ॥
সীতায় ফিরে দিয়ে রাবণ ক্ষমা এখন চায়।
কিংবা যুদ্ধে সবংশে তার মরণ অভিপ্রায় ॥'

রামের কথায় অঙ্গদ বীর যায় রাবণের কাছে।
গিয়ে দেখে রাবণ রাজা সভায় বসে আছে ॥
শিষ্টাচারে তখন তাঁরে করে নমস্কার।
বলতে সুরু করলেন তাঁয় বলবার যা তাঁর ॥
অঙ্গদ বীর বলেন, 'আমার কিষ্কিন্ধ্যায় ধাম।
বালী রাজার পুত্র আমি, অঙ্গদ মোর নাম ॥
সীতায় ফিরে দিয়ে ক্ষমা চেয়ে রামের কাছে।
বিবাদ যদি মিটাতে চান, সম্মতি তাঁর আছে ॥
বুদ্ধি-দোষে হয় আপনার অমত যদি তাতে।
অস্ত্র ধরুন, যুদ্ধ করুন, মরুন তাঁহার হাতে ॥'
কথা শুনে রাগে রাবণ আগুন যেন জ্বলে।
ত্রিভুবনের শঙ্কা আমি, আমায় হেন বলে ॥

রক্তনেত্রে জল্লাদকে বললেন ডাক দিয়ে।
'শীঘ্র নে যাও বেঁধে এটায়, কেটে ফেলো গিয়ে ॥
হুকুম পেয়েই বলিষ্ঠ চার রাক্ষস এলো ছুটে।
অঙ্গদেরে বাঁধে জোরে—বাঁধন না যায় টুটে ॥
হেন কালে অঙ্গদ বীর দিলেন এমন লাফ।
বসলেন গে ছাদের উপর, দেখে কে তাঁর দাপ ॥
চারজন যে রাক্ষস তাঁয় বাঁধতেছিলো কসে।
দড়ি ধরে ঝুলে খানিক, পড়ে গেছে খসে ॥
তিনি তখন ছাদ ভেঙে দে একটা লাথির চোটে।
একটি লাফে ডিঙিয়ে পাঁচিল এলেন নিজের কোটে ॥
জানাইলেন রামকে রাবণ রাজার মতি-গতি।
উৎসাহে রাম দিলেন তখন যুদ্ধে অনুমতি ॥

রাবণের চিন্তা

হেথা নানান ভাবনা রাবণ ভাবছে ক্ষণে ক্ষণে।
কাণ্ডটা সব কেমন কেমন ঠেকছে যেন মনে ॥
ভাঙা গড়া করে মনে ভাবছে অবিরত।
দেখছি রামের কাজগুলো সব ভেল্কি-বাজির মতো ॥
অসম্ভবকে সম্ভব রাম করলে সাগর বেঁধে।
মায়ের পেটের ভাই গিয়ে তার বন্ধু হলো সেধে ॥
চোরা বাণে অধর্মে রাম করলে বালী বধ।
এই ত জানি চটবে তাতে তার ছেলে অঙ্গদ ॥
তা না হয়ে কোন গুণে তার ভুলে বালীর পুত।
সবার চেয়ে আস্পা দেখায়, হয়ে আসে দূত ॥

একলা বানর লঙ্কা পোড়ায়, ভুলতে নারি ব্যথা।
একলা বানর শুনিয়ে পলায় ছোট বড় কথা ॥
পঙ্গপালের মতো এসে সেই বানরের দল।
লঙ্কা ঘিরে করছে কি না হর্ষ-কোলাহল ॥

এ সব যখন ভাবে, তখন হয় সে হতাশ বটে।
কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনের বিকার ঘটে ॥
আমি রাবণ, ত্রিভুবনে আমায় করে ভয়।
বড় ছেলে করলে আমার ইন্দ্রে পরাজয় ॥
ভাই সে আমার কুম্ভকর্ণ, ভুবন কাঁপে ডরে।
আমি কি না ডরিয়ে যাবো তুচ্ছ বানর-নরে ॥
বাঁধে বাঁধুক সাগর, দলে যায় বিভীষণ যাক।
সুগ্রীব তার সৈন্য নিয়ে এসে থাকে থাক ॥
ভুলে থাকে অঙ্গদ সে ভুলুক বাপের শোক।
দেখায় এসে হনুমান তার দেখাক যত রোখ ॥
খেলে খেলুক রাম-লক্ষণ যত খেলা আছে।
আমি কি না খাটো হবো, নর-বানরের কাছে ! ॥

নর বা কেমন ?—রাজ্য থেকে দূর করে দেয় পিতা।
বনে বনে ঘুরে বেড়ায় সঙ্গে নারী সীতা ॥
বনে থেকেই ফল-মূল খায় বানরগুলোর মতো।
বন্ধু কাজেই জুটেছে তার বনের বানর যত ॥
সেইগুলোকে নিয়ে এলো যুদ্ধে তাড়াতাড়ি।
ভালো হলো, তাদের সাথেই যাবে যমের বাড়ী ॥
সাজতে সেনা আদেশ তখন দেয় রাক্ষসরাজ।—
রামকে মেরে নিষ্কণ্টক করবো পুরী আজ ॥

রাবণের যুদ্ধারম্ভ

রাক্ষসগণ বাজিয়ে ভেরী ঘোর গম্ভীর রবে।
জানিয়ে দিলে যুদ্ধকথা নগরবাসী সবে ॥
ঘরে ঘরে অমনি বাজে হাজার হাজার শাঁক।
চারদিকেতে গেলো পড়ে হৈ-চৈ হাঁক-ডাক ॥
রথের গতির ঘরঘরানি হাতী-ঘোড়ার ডাকে।
শব্দ বিপুল উঠলো মিশে তূরী ভেরী ঢাকে ॥
পুরীর ভিতর এই সব, আর বাহির দিকে তার।
সাগর-সম বানর সেনা করে হুহুঙ্কার ॥

একটু পরেই রাবণ-সেনা রাক্ষসবীর যত।
লাগলো পুরীর বাহির হতে নদী-স্রোতের মতো।
রামের সেনা মুখিয়ে ছিলো যুদ্ধ তরে সব।
এগিয়ে এলো তারাও করে ঘোর ভৈরব রব ॥
দুই দলেতে বাধলো তখন যুদ্ধ ভয়ঙ্কর।
কাট-কাট-কাট, মার-মার-মার, ধর-ধর-ধর—ধর ॥
ঝন-ঝন-ঝন শন-শন-শন, ঝপ-ঝপাঝপ ঝপ।
চট-পটাপট ঠক-ঠকাঠক ধপ-ধপাধপ ধপ ॥
ছুটছে কেহ, পড়ছে কেহ, উঠছে কেহ ফের।
শেল শূল আর গদা হানে রাক্ষসেরা ঢের ॥
অগণিত বানর-সেনা বৃক্ষ-পাথর হানে।
আঁচড়ায় আর কামড়ে গায়ের মাংস ছিঁড়ে আনে ॥
এই রকমে যুদ্ধ হলো সমস্ত দিন ধরে।
হাজার হাজার রাক্ষস আর পড়লো বানর মরে ॥

আধমরা কেউ গোঙায় পড়ে, হাত-পা কারো কাটা।
মুখ দে কারো রক্ত ছোটে, কারো মাথা ফাটা ॥
হাতী ঘোড়া কেউ মরা, কেউ মরণ-যাতনায়।
ঠ্যাং ছোড়ে, কেউ মাথা তুলে উঠতে আবার চায় ॥
মৃত দেহ চেপে এরা পড়ে পাহাড়-বৎ।
ওলট পালট হয়ে কত পড়ে ভাঙা রথ ॥
ছড়াছড়ি শেল শূল আর অস্ত্র কত মতো।
বানরগণের ছোড়া পড়ে বৃক্ষ-পাথর কতো ॥

রক্তমাখা সকল সেথা, রক্তের স্রোত বয়।
রাত্রি এলো, যুদ্ধে তবু নিরস্ত কেউ নয় ॥
আজ যুদ্ধে অনেক সেনা, অনেক সেনাপতি।
নবোৎসাহে পড়ছে গিয়ে পরস্পরের প্রতি ॥
রাবণ রাজার সেনাপতি ছয়টা বীরে জুটে।
সৈন্য সহ রামের কাছে এগিয়ে এলো ছুটে ॥
রামের কাছে কিন্তু তারা রইলো না কো টিকে।
বাণ খেয়ে তাঁর পালিয়ে গেলো ছয়জন ছয় দিকে ॥

ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক রাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্ধন

সক্রোধে ইন্দ্রজিৎ তখন এলো চড়ে রথে।
মহাবেগে অঙ্গদ তায় আগুলিল পথে ॥
সেইখানে দুইজনে তখন ঘোর যুদ্ধ হলো।
ইন্দ্রজিতের সারথি আর রথের ঘোড়া মলো ॥
রথ ছেড়ে সে মায়াবলে লুকিয়ে আপনারে।
খর শরে বিদ্ধ করে শত্রুসেনা মারে ॥

রাম-লক্ষ্মণ ছিলেন যেথা, লুকিয়ে সেথা গিয়ে।
দুই ভাইকেই ফেললে বেঁধে নাগপাশ বাণ দিয়ে॥
তারপরেতে করলে তাঁদের বাণে বাণে সারা।
কোথা থেকে বাণ মারে যে দেখতে না পান তাঁরা॥
মূৰ্ছিত দুই ভাইকে তখন মরা মনে করে।
ফুর্তি বড়, চললো খবর বাপকে দিতে ঘরে॥
রাম-লক্ষ্মণ মলো রাবণ শুনে ছেলের মুখে।
কি যে খুশি, জড়িয়ে ধরে ইন্দ্রজিতে বুকে॥
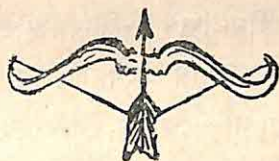
মূর্ছাগত রাম-লক্ষণ দু-ভাই রণস্থলে।
সুগ্রীবাদি ঘিরে তাঁদের ভাসে নয়ন-জলে॥
আনতে সুষেণ ওষধি গাছ আদেশ করেন ডেকে।
এমন সময় ঝড়ের মতো শব্দ আকাশ থেকে॥
উপর দিকে চেয়ে সবাই দেখে চমৎকার।
আকাশ থেকে নামছে গরুড় ডানা নেড়ে তার॥
নাগেরা সব জড়িয়েছিল দুই ভায়েরই গায়।
সোঁ করে সব পালিয়ে গেলো, পাছে গরুড় খায়॥

দুই ভাইয়েরই গায়ে গরুড় বুলিয়ে দিলেন হাত।
সুস্থ হলেন তাঁরা, ব্যথা ঘুচলো অকস্মাৎ॥
গরুড়ে রাম কৃতজ্ঞতা দিলেন উপহার।
তুষ্ট গরুড়, বিদায় নিলেন করে নমস্কার॥
রাম-লক্ষ্মণ ওঠেন, দেহে পেয়ে নূতন বল।
দেখে বানরগণে করে হর্ষ-কোলাহল॥

ধূম্রাক্ষ-বধ

বানর-সেনার হর্ষ দেখে চিন্তা রাবণ করে।
রাম-লক্ষ্মণ মলো, তবু হর্ষ কিসের তরে ? ॥
জানতে খবর তাই পাঠালেন চর কয়জন বীর।
চরের মুখে খবর শুনে চক্ষু হলো থির ॥
বিষম সে নাগপাশের বাঁধন সব গিয়েছে কেঁচে।
রাম-লক্ষ্মণ সুস্থ দেহে দিব্যি আছে বেঁচে ॥
শুনে রাবণ রাজা মনে আশ্চর্য মানে।
সত্যই কি রাম-লক্ষ্মণ ভেল্কি-বাজি জানে ! ॥
ইন্দ্রজিতের আমোঘ বাণে বিদ্ধ হয়ে যার।
প্রাণ গেলো না—কেমনে, সে মরবে কিসে আর ॥
যুদ্ধে যখন প্রতিজ্ঞা মোর, করবো তা প্রাণপণে।
জয়ের আশা কিন্তু যেন আসছে না আর মনে ॥

ভাবছে এ সব রাবণ, বেড়ে উঠছে রাগও তত।
রোষে করে গর্জন সে কাল-কেউটের মতো ॥
সেই দিনকার যুদ্ধ দেখে বুঝলে রাবণ মনে।
একেবারে সব সেনানী কাজ নেই গিয়ে রণে ॥
তাই সে ডেকে সেনাপতি ধূম্রাক্ষে কয়।
'নর-বানরের বাড়াবাড়ি সহ্য নাহি হয় ॥
বীরেন্দ্র, আজ হয়ে তুমি যুদ্ধে আগুয়ান।
রামকে মেরে বজায় কর নিজ কুলের মান ॥'

রাজার আদেশ ধরে তখন হয়ে নতশির।
যুদ্ধ তরে যাত্রা করেন ধূম্রাক্ষ বীর॥
গাধার ধড়ে সিংহের মুখ দিলে যেমন হয়।
তেমনি গাধা ধূম্রাক্ষের রথের আগে রয়॥
সেই অদ্ভুত গাধা-যোতা সুসজ্জিত রথে।
জঁাক-জমকে চড়ে, তিনি বাহির হলেন পথে॥
কবচ পরে, ঘোড়া চড়ে, হাতী চড়ে আর।
পায়ে হেঁটে চলছে সেনা, সংখ্যা নাহি তার॥
পশ্চিম দরজা হনূ ছিলেন আগুলিয়ে।
সেই দিকে ধূম্রাক্ষ গেলো সৈন্যগণে নিয়ে॥
রাক্ষসদের দেখে তখন বানর-সেনা রাগে।
ঘোর গর্জন করে গিয়ে দাঁড়ায় সমুখ ভাগে॥
তাই-না দেখে ধূম্রাক্ষের সঙ্গী সেনা সব।
অস্ত্র হাতে এগিয়ে এলো, মুখে বিকট রব॥
শূল গদা আর মুষল আদি অস্ত্র তাদের ঢের।
আঁচড়-কামড়, বৃক্ষ-পাথর অস্ত্র বানরদের॥

বানরের কিন্তু কেবল এই অস্ত্রই ধরে।
ধূম্রাক্ষের সেনাগণে ফেললে কাবু করে॥
রাগে তখন এগিয়ে এলো ধূম্রাক্ষ বীর।
দলে দলে বানর পালায় খেয়ে তাহার তীর॥
বিষম রাগে হনূ তখন ছুড়ে গিরিচূড়া।
ধূম্রাক্ষের রথখানাকে করে দিলেন গুঁড়া॥
হনূরে সে মারতে এলো তখন গদার ঘায়।
বিষম গদা সেটা, অনেক লোহার কাঁটা তায়॥

অবহেলে তার এক যা সয়ে হনূমান।
মারলেন তার মাথায় গিরিচূড়া নে একখান ॥
দারুণ বেগে লাগলো গে তার মাথায় গিরিচূড়া।
রথ ত গুঁড়া হয়েই ছিলো মাথাও হলো গুঁড়া ॥
সৈন্যেরা তার হঠে গিয়ে, কে কার ঘাড়ে পড়ে।
ছুটলো তারা, ছোটে যেমম শুকনো পাতা ঝড়ে ॥

বজ্রদংষ্ট্র-বধ

ধূম্রাক্ষ মলো, রাবণ শুনে দূতের মুখে।
হতাশ হলো বড়, ফেলে দীর্ঘশ্বাস দুখে ॥
কিন্তু তাতে কি হয়, রাগে বুদ্ধি হত যার।
বজ্রদংষ্ট্র বীরকে দিলো যুদ্ধ-জয়ের ভার ॥
রাজার আদেশ শিরে নিলো বজ্রদংষ্ট্র শূর।
নামটা যেমন কঠিন তাহার, তেমনি সেটা ক্রূর ॥
রণ-সাজে উঠলো গিয়ে রথের উপর তার।
চলে সেনা অশ্বে গজে পদব্রজে আর ॥

শাণিত সব অস্ত্র ভীষণ সৈন্যগণের হাতে।
ঝক্-মক্ সব ঝকছে, লেগে সূর্য্য-কিরণ তাতে ॥
উচ্চরবে শঙ্খ-ভেরী-ঘণ্টা-নিনাদ হয়।
দম্ভভরে চলেছে বীর করতে রণ-জয় ॥
যেখানেতে অঙ্গদ বীর নিজের সেনা নিয়ে।
লঙ্কাপুরীর দক্ষিণ-দ্বার ছিলেন আগুলিয়ে ॥

সেদিক পানে বজ্রদংষ্ট্র চালায় সেনা তার
বানর-সেনা দেখে তাদের ছাড়ে হুহুঙ্কার ॥
দুই দলেতে বাধলো তখন যুদ্ধ ভয়ঙ্কর।
রাক্ষস কখনো জিনে, কখনো বানর ॥
রাক্ষস-সৈন্যরা বারেক হঠলো বেশি দেখে।
বীর বজ্রদংষ্ট্র এগোয় দম্ভভরে হেঁকে ॥
তার সনে অঙ্গদের তখন হলো ভীষণ রণ।
দুই জনেতেই শ্রান্ত, তবু ক্ষান্ত কেহই নন ॥
কিন্তু শেষে অঙ্গদ বীর শত্রুর শির তাঁর।
লঘু হাতে খড়্গাঘাতে কাটেন চমৎকার ॥
সেনাপতির মৃত্যু দেখে পলায় সেনাগণ।
এইরূপে শেষ হলো সেদিন উভয় দলের রণ ॥

অকম্পন-বধ

বজ্রদংষ্ট্র সেনাপতি প্রাণ দিয়েছেন রণে।
শুনে রাবণ পাঠাইল যুদ্ধে অকম্পনে ॥
মেঘের মতো বর্ণ তাহার, মেঘের মতো ডাক।
যোদ্ধা সে খুব, যুদ্ধে গেলো করে বড়ই জাঁক ॥
বানর-সেনাও মারলে অনেক, নাই-কো কসুর তাতে।
কিন্তু শেষে আপনি মলো হনূমানের হাতে ॥

প্রহস্ত-বধ

অকম্পনের মৃত্যুকথা শুনে দূতের মুখে।
মন্ত্রিগণের দিকে রাবণ চায় বিষণ্ণ-মুখে॥
মিলে তাদের সঙ্গে তখন যুক্তি করি স্থির।
দেখে বেড়ায় লঙ্কাপুরীর সৈন্য-শিবির বীর॥
দেখে শুনে বুঝলে পুরী-রক্ষা-তরে তার।
সম্প্রতি আর নূতন কিছু নাই-কো করিবার॥
তখন নিজের বড়ই প্রিয় প্রধান সেনাপতি।
প্রহস্তেরে ডেকে রাবণ কহেন তাঁহার প্রতি॥

'যারে তারে পাঠাতে আর যুদ্ধে না মন লাগে।
যেই যাচ্ছে, মরছে যেন যুদ্ধ করার আগে॥
আমি, পুত্র মেঘনাদ, মোর কুম্ভকর্ণ ভাই।
আর বীরবর তুমি ছাড়া বীর না খুঁজে পাই॥

তাই বলি যাও তুমিই নিজে করতে রণজয়।
দেখে তোমায় বানরগুলো পালাক পেয়ে ভয়॥
রাম-লক্ষণ গড়িয়ে এসে পড়ুক তোমার পায়।
বল, এতে তোমারি বা কিরূপ অভিপ্রায়॥'

আজ্ঞাই যার যথেষ্ট, সে করলে অনুরোধ।
তাতে অমত করে এমন কে আছে নির্বোধ?॥
সেনাপতি প্রহস্তেরও হলো তখন তাই।
রাবণকে সে বললে, 'আজ্ঞে, আমিই রণে যাই॥
ধৈর্য ধরুন একটু, মিছে কি ফল আছে খেদে?।
রাম-লক্ষ্মণ দুটোয় আমি আন্‌ছি গিয়ে বেঁধে॥'

খুশি হয়ে রাবণ রাজা বলে সভার মাঝ।
'জানি, সেনাপতি, তোমার কথাও যা তাই কাজ॥'

প্রহস্ত দেয় হুকুম ত্বরা সাজতে সেনাগণে।
যায় না গণা এত সেনা সাজলো সেদিন রণে॥
রাজার কাছে সম্মানিত হয়ে নানা মতে।
সেনাপতি প্রহস্ত গে উঠলো নিজের রথে॥
রথে উঠে সঙ্কেত সে করলে ভেরী-রব।
বাহির হয়ে চললো সেনা সারি দিয়ে সব॥
অশ্বারোহী গজারোহী পদাতিকের দল।
দম্ভে চলে সঙ্গে, যেন কাঁপে ভূমণ্ডল॥
বানর-সেনার কাছে তারা পৌঁছিলে তার পর।
দুই দলেতে গেলো বেধে যুদ্ধ ভয়ঙ্কর॥
অগণিত রাক্ষস আর বানর মলো তায়।
রণস্থলে রক্তের শ্রোত বেগে বয়ে যায়॥

এগিয়ে এলো প্রহস্ত তার সৈন্যগণে লয়ে।
নীল বীর গে দাঁড়ালো তার আগু-চড়াও হয়ে॥
নীলের উপর প্রহস্ত সব হানে খর শর।
শরাঘাতে সেনাপতি নীল হলো জর্জর॥
রোষে তখন মেরে নীল এক শালবৃক্ষের গোড়া।
শত্রুর রথ করলে অচল মেরে চারি ঘোড়া॥
ভাঙলে হাতের ধনুকখানাও প্রহস্ত তা দেখে।
মুষল নিয়ে মারতে এলো নীল বীরকে ডেকে॥

কিন্তু মুষল মারতে তাকে হলো না কো আর।
পাথর ছুড়ে ভেঙ্গে দিলেন মাথাটা নীল তার॥
বাঁধটা ভেঙে গেলে জোরে ছোটে যেমন জল।
প্রহস্তেরও পালায় তেমন ছুটে সেনাদল॥

রাবণের যুদ্ধযাত্রা

রণে মলো প্রহস্ত সে প্রধান সেনাপতি।
শুনে রাবণ শোকে রাগে আকুল হলো অতি॥
'সাজাও সেনা', আদেশ দিল সেনাপতিগণে।
'মারিতে রাম-লক্ষ্মণে আজ নিজেই যাবো রণে॥'
নিজে রাবণ যুদ্ধে যাবে, রক্ষা আছে আর ?।
মুহূর্তেকে সাজলো সেনা হুকুম পেয়ে তার॥
লঙ্কাপুরের সেরা যারা বল-বীর্য-তেজে।
সেই মেঘনাদ আদি এলো যুদ্ধসাজে সেজে॥

থাকতে ঘরে আজকে তারা চায় না কোন জন।
যুদ্ধে যাবে রাজার সাথে সবারই এই পণ॥
সওয়ার হয়ে উঠলো তারা হাতী-ঘোড়া-রথে।
সশস্ত্র পদাতি সেজে সার দে দাঁড়ায় পথে॥
উত্তম রথ—রাবণ তাতে উঠলো রণসাজে।
কাঁপে পুরী, গভীর নাদে শঙ্খ-ভেরী বাজে॥
অসংখ্য সেই মত্ত সেনা যান-বাহনের রড়।
হঠাৎ যেন দিলে দেখা প্রলয়-কালের ঝড়॥

পায়ের ধূলো উড়ে হলো মেঘ যেন অদ্ভুত।
হাতে হাতে অস্ত্র ঝকে—চক্‌মকে বিদ্যুৎ॥
মাঝে মাঝে করে সেনা ঘোর সিংহনাদ।
কানে তালা লাগিয়ে যেন হয় বজ্রপাত॥

যেতে যেতে ফিরে রাবণ ইন্দ্রজিতের পানে।
বললেন,—'যাও তোমরা পুরী রক্ষিতে সাবধানে॥
সেই কাজটাই সবার আগে করা বিহিত হয়।
যুদ্ধে আমি একাই যাবো, করবো রণজয়॥'
তখন তাঁরা আগুলিতে গেলেন পুরদ্বার।
রাবণ গেলো যুদ্ধে নিজে করে হুহুঙ্কার॥

এগিয়ে এলো সুগ্রীব বীর যুঝতে রাবণ সনে।
রাবণ তারে দারুণ শরে করলে কাতর রণে॥
হনূমান আর নীল আদি বীর একে একে এসে।
যুঝলে বিষম, কিন্তু সেদিন হারলো সবাই শেষে॥
তখন রাবণ এগিয়ে এসে লক্ষ্মণেরে পেয়ে।
চোখা চোখা অস্ত্র হেনে ফেললে তাঁরে ছেয়ে॥
লক্ষ্মণ তা সয়ে, বাণে উত্তর দেন তার।
কাতর হলো রাবণ, উপায় পায় না কিছু আর॥
ব্রহ্মা তারে দিয়েছিলেন শক্তি নামে বাণ।
তাই ছুড়ে লক্ষ্মণে শেষে করলে সে অজ্ঞান॥

লক্ষ্মণ বীর সুস্থ হলেন অনেক ক্ষণের পরে।
রাম চললেন দেখতে রাবণ শক্তি কত ধরে॥

রণস্থলে দেখা যখন হলো পরস্পর।
উঠলো বেধে যুদ্ধ তখন বড়ই ভয়ঙ্কর ॥
শেষে রাবণ রাজার রথের সারথি আর ঘোড়া।
কাটলেন রাম বাণে বাণে, রথটা হলো খোঁড়া ॥
তার পরে রাম ভীষণ বেগে ছাড়লে বিষম বাণ।
বাহুতে তার বিঁধলো, খসে পড়লো ধনুকখান ॥
আরেক বাণে কাটলেন রাম মাথার কিরীট তার।
বললেন, 'যাও, মারবো না আজ প্রাণে তোমায় আর ॥
পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে তোমার বিরতি আজ নাই।
শ্রান্ত তুমি বড়ই, হলেম ক্ষান্ত আমি তাই ॥'
দাম্ভিক যে এ কথা তার বুকে বড় বাজে।
রাবণ রাজা পালিয়ে যেতে পথ পায় না লাজে ॥

কুম্ভকর্ণ-বধ

যুদ্ধে হেরে গিয়ে রাবণ ফিরে এসে ঘরে।
সিংহাসনে বসলো বড় চিন্তিত অন্তরে ॥
আগে ভেবেছিলো মনে তুচ্ছ বড় রাম।
দেখলে এখন সেই রাম তার ছোটালে কালঘাম ॥
দুঃখে তখন ফেললে বলে মন্ত্রিগণের কাছে।
'জানতো কে যে মানুষ হতেও শঙ্কা আমার আছে ? ॥
কালসর্পের ভয় যে আবার আছে বেঙের ঠাঁই।
এমন কথা কখনো ত স্বপ্নে ভাবি নাই ॥

'তপস্যাতে তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা যখন বর।
দিতে এলেন, বলেছিলেম যুড়ে দুটি কর ॥

দেবতা গন্ধর্ব অসুর যক্ষ রক্ষ নাগ।
এদের হাতে না মরি, বর দাও হে মহাভাগ॥
'তাই হোক' এই বলে তিনি দিলেন সে বর মোরে।
জয় করলেম স্বর্গ মর্ত পাতাল তারি জোরে॥
কে জানতো যে ভয়ের বিষয় হবে মনুষ্যই।
তা হলে কি ঐ নামটা ছেড়ে কথা কই?॥
যা হোক যেটা হয় নাই তার উপায় কি বা আছে?।
দেখছি এখন প্রাণটা দিয়েও মানটা যদি বাঁচে॥
যুদ্ধে এখন পাঠাই কারে করতে নারি স্থির।
কুম্ভকর্ণ ভায়া আছেন বীরের মতো বীর॥
হলে কি হয় একটা তাহার আছে মহৎ দোষ।
ছ-মাস পড়ে ঘুমোয় শুধু নাক ডাকে ভোঁস-ভোঁস॥

কি কুক্ষণে বিধাতা তায় দিয়েছিলেন বর।
এক দিন সে জাগবে শুধু ছ-মাস ঘুমের পর॥
ছয় মাসেরই খাদ্য খাবে সেই একটি দিনে।
ত্রিভুবনে কেউ নাই, তায় সেই দিনে যে জিনে॥
ঘুমিয়েছে সে মাত্র ন-দিন এখন বাকি ঢের।
পুরোপুরি পাঁচ মাস আর একুশ দিনের ফের॥
তত দিনের অপেক্ষা ত করা না আর চলে।
জেগে কি ফল, লঙ্কাই যায় যদি রসাতলে॥
তাই বলি, যাও, যত্ন করে জাগাও গিয়ে তারে।
সেই যদি রাম-লক্ষ্মণেরে জয় করতে পারে॥
শীঘ্র যত পারে, গিয়ে কাজ সেরে দে মোর।
ছ-মাস কেন, ঘুমুক-না সে পড়ে বছর ভোর॥'

রাক্ষসেরা ছুটলো রাজার আজ্ঞা মাথায় বয়ে।
অমাত্য যুপাক্ষ চলেন কর্তা তাদের হয়ে॥
কুম্ভকর্ণে জাগাতে চাই খুব চীৎকার গোল।
তাই নিলে শাঁক ঘণ্টা তারা দামামা ঢাক ঢোল॥
জাগলেই তাঁর ক্ষুধা, কাজেই খাবার জোগাড় চাই।
মৃগ মহিষ বরা কত সঙ্গে নিলে তাই॥
ভরে কত কলসী নিলে রকম রকম মদ।
ঘড়া ঘড়া রক্ত নিলে করে পশুবধ॥
যাচ্ছে বটে গুছিয়ে তারা লয়ে সমুদয়।
যতই কাছে এগুচ্ছে তার, ততই যেন ভয়॥

কুম্ভকর্ণ ঘুমোয় শুয়ে মস্ত গুহার মাঝে।
ভয়ে ভয়ে ঢুকলো সবাই সেথাই কাজে কাজে॥
কুম্ভকর্ণ ঘুম গিয়েছে, নাকটা আছে জেগে।
ঘড়র-ঘড়ং শব্দ করে সেই নাকটা রেগে॥
টানছে নিশেস—কীট-পতঙ্গ ঢুকছে নাকে কত।
ফেলছে নিশেস—ছটকে তারা হচ্ছে বহির্গত॥

রাক্ষসেরা ঢুকলো যখন গুহার ভিতর তার।
নিশ্বাসে তার হেলতে তারা লাগলো বারংবার॥
পাশ দে গিয়ে কাছে, সবাই যত্ন-আদর করে।
গায়ে মাথায় চন্দন তার, ধূপ জ্বেলে দেয় ঘরে॥
সম্মুখে তার কলসী সাজায় রক্তে মদে ভরা।
উঠেই খাবেন, রাখলো পাশে মৃগ মহিষ বরা॥

তার পরেতেই চেষ্টা তাদের জাগাইতে তারে ।
শাঁক ঘণ্টা বাজনা বজায়, চেঁচায় যত পারে ॥
কিন্তু তাতেও ঘুম ভাঙে না, পড়লো তারা দায়ে ।
মুষল, গদা, লাঠি পিটে, খুব জোরে তার গায়ে ॥
কিন্তু কি ঘুম ! ভাঙল না ত, বিধির বিষম পাক ।
দলা-মলায় স্বস্তি পেয়ে আরো ডাকে নাক ॥
জাগাতে তায় অন্য উপায় না পায় যখন আর ।
হাতী এনে চালিয়ে দিলে গায়ের উপর তার ।
হস্তি-পদাঘাতে তখন স্বস্তি কিছু পেয়ে ।
পাশমোড়া দে হাই তুলে সে দেখলে ঈষৎ চেয়ে ॥

তার পরেতে চক্ষু মুদেই বাড়িয়ে দুটো হাত ।
মদ-মাংস-রক্ত সবই করলে উদরসাৎ ॥
খাওয়া সেরে চেয়ে দেখে যূপাক্ষেরে ডাকি ।
বললে—'কি হে যূপাক্ষ যে ! বলবে কিছু না কি ?' ॥
সংক্ষেপে সব বলে কয়ে যূপাক্ষ কয় পাছে ।
'বিশেষ করে শুনবেন সব মহারাজের কাছে ॥'

কুম্ভকর্ণ বলে, 'বেঁধে নর-বানরে যোট ।
লঙ্কার খুব করছে ক্ষতি কথা ত এই মোট ? ॥
চল, আগে সেইগুলোকে খেয়ে আসি তবে ।
দাদার সঙ্গে দেখা না হয় তার পরেতেই হবে ॥'

যূপাক্ষ সে কথা শুনে বিনয় করে কয় ।
'আপনারে দেখতে রাজা ব্যস্ত অতিশয় ॥

আগ্রহ তাঁর দেখে আমার মনে হেন লাগে।
দেখা করে গেলেই যেন ভালো হতো আগে ॥'
কুম্ভকর্ণ বলে, 'হেন ইচ্ছা যদি তাঁরি।
চল, তবে আগে না-হয় সেই কাজটাই সারি ॥'

যূপাক্ষে নে সঙ্গে তখন কুম্ভকর্ণ যায়।
যেতেই রাবণ আদর করে বসতে বলেন তায় ॥
নতি করে কুম্ভকর্ণ বসলো সিংহাসনে।
দাদার মুখে শুনে সকল বললে সরল মনে ॥
'দেখছি এখন এগিয়ে গেছেন অনেকটা দূর রাগে।
ভালোই ছিল করা এ কাজ যুক্তি করে আগে ॥
যা হোক এখন বংশের মান বজায় রাখা চাই।
এর পরে সব কথা হবে, যুদ্ধ এখন যাই ॥
রাম-লক্ষ্মণ দুটোয় মেরে, বাঁদরগুলোয় খেয়ে।
এলেম বলে ফিরে আমি, মজা দেখুন চেয়ে ॥'

এই-না বলে শূল হাতে নে একাই চলে যায়।
রাবণ রাজা ফিরাইলেন বলে কয়ে তায় ॥
অশ্বরোহী, গজারোহী, রথারোহী আর।
সঙ্গে দিলেন কত সেনা সংখ্যা নাহি তার ॥
তখন কুম্ভকর্ণ আগে, পিছে সেনার দল।
চলে রণস্থলে, করে লঙ্কা টলমল ॥
বাজে ঘন দুন্দুভি আর হাজার হাজার শাঁক।
জলে, স্থলে শূন্যে সকল জীবজন্তু তাক ॥

বীর যেমন সে কুম্ভকর্ণ, তেমনি দীর্ঘাকার।
বড় বড় রাক্ষসেরাও উরৎ সমান তার ॥
মাথায় উচু যেমন সেটা, তেমনি আবার মোটা।
বানরগুলো অবাক, বলে, কি আসে রে ওটা।
ক্রমে যখন নিকট হয়ে এলো মহাবীর।
দেহের বহর, মুখের গভর দেখে নয়ন থির ॥
ভয়ে পালায় বানর করে প্রাণপণে চীৎকার।
কার ঘাড়ে কে পড়ে গিয়ে ঠিকানা নাই তার ॥
বিপদ দেখে অঙ্গদ বীর আপনি আগু হয়ে।
বানরগণে উৎসাহ দেন কত কথা কয়ে॥
ডেকে সবে বলেন তিনি, 'শুন বানরগণ।
যারে দেখে ভয়ে সবাই করছো পলায়ন॥
রাক্ষস নয় ওটা, রাবণ করে শুধু ছল।
হাত মুখ নাক সকল দিয়ে গড়েছে এক কল ॥'

শুনিয়ে অঙ্গদের কথা ফেরে বানরগণ।
যুদ্ধ করে আবার সবাই করে জীবন পণ ॥
কিন্তু কলের সামনেই বা টেকে কেমন করে।
কল যে পোড়া গেলে বানর আস্ত ধরে ধরে ॥
কাজেই বানর আবার পালায় দেখে হনুমান।
ভরসা দিয়ে তাদের নিজেই হলেন আগুয়ান ॥
কুম্ভকর্ণ বীরের সাথে যুদ্ধ হলো তাঁর।
বুঝে নিলেন কুম্ভকর্ণে জয় করাটা ভার ॥
শরভ, ঋষভ, গবাক্ষ, নীল, গন্ধমাদন বীর।
পাঁচ জনে তায় করবে কাবু হয়ে গেলো স্থির ॥

একদিকে বীর কুম্ভকর্ণ আরদিকে পাঁচ জন।
পারলে না তার সঙ্গে তারা করতে তবু রণ ॥
অঙ্গদ বীর গিয়ে তখন যুদ্ধ করেন কিছু।
খানিক যুঝে, বিপদ বুঝে, তিনিও হটেন পিছু ॥
এগিয়ে গেলেন যুদ্ধে তখন সুগ্রীব তাঁর খুড়ো।
পাথর ছুড়ে মারেন, পাথর গায় লেগে হয় গুঁড়ো ॥
আসে বেগে কুম্ভকর্ণ বীর সে ভীমাকার।
বাধা দিতে সুগ্রীব তায় পারলেন না আর ॥
কাছে এসে বাগ পেয়ে সে সুগ্রীবেরে ধরে।
পুরীর দিকে ছুটলো তাঁকে বগলেতে করে ॥
রাক্ষসেরা নাচে, মুখে রব হাঁই-মাই-কাঁই।
এইবার পড়েছে ধরা বানর-দলের চাঁই ॥
কুম্ভকর্ণ নিজেও ভাবে ঘুচলো এবার পাপ।
বানরগুলো ভাগবে,—দু-ভাই চাইবে এসে মাপ ॥

হেন কালে সুগ্রীব বীর পেলেন ফিরে বল।
কুম্ভকর্ণে সাজা দিতে করলেন কৌশল ॥
হঠাৎ নখে ছিঁড়লেন সেই বীরের দুটো কান।
কামড়ে নিলেন নাকটা ছিঁড়ে জোরে দিয়ে টান ॥
জ্বালার চোটে কুম্ভকর্ণ শব্দ বিকট করে।
আছাড় মেরে ফেলে দিলেন সুগ্রীবকে জোরে ॥
দুই হাতে দুই ছেঁড়া কান আর মুখে কাটা নাক।
রইলো ঝুলে, লাফ দিলে বীর, দেখে সবাই তাক ॥
লাফ দিয়ে সে পড়লো তখন রামের কটক-মাঝে।
আনন্দ আর হাস্যের রোল উঠলো তাঁহার কাজে ॥

হাতের শিকার ছাড়লো দেখে কুম্ভকর্ণ বীর।
আবার এলো যুদ্ধে ফিরে হুঙ্কারি গম্ভীর॥
এবার তাহার মূর্তি দেখে আরো সবার ভয়।
নাক-কান নাই, বুকে মুখে রক্তধারা বয়॥
বিষম রাগে বানর ধরে গপ-গপ সে গেলে।
যতেক বানর পলায় ছুটে—'খেলে রে ভাই খেলে !'॥
লক্ষ্মণ খুব সাহস দিয়ে তখন বানরগণে।
এগিয়ে এলেন যুদ্ধ তরে কুম্ভকর্ণ সনে॥
কুম্ভকর্ণ দেখে বলে, 'বাহবা রে ছেলে !।
ভরসা ত খুব, যুদ্ধে এলো চুষিকাটি ফেলে॥
দাঁড়াও তোমার দাদাটিকে আগে আসি খেয়ে।
ফিরে এসে হ্যাকরা আমি করবো তোমায় নিয়ে॥'

এই-না বলে গদা তুলে ছুটলো রামের পানে।
হাতের গদা পড়লো খসে অমনি রামের বাণে॥
লোহার ভীষণ মুদ্গর এক কুড়িয়ে তখন নিয়ে।
কুম্ভকর্ণ মারতে গেলো রামকে সেটা দিয়ে॥
রাম তা দেখে করলেন এক এমনি শরাঘাত।
কাটলো কুম্ভকর্ণ বীরের মুগুর-সমেত হাত॥
বাম-হাতে সে গাছ নে তখন ছুটলো রামের দিকে।
কাটলেন রাম ফিরে আরেক বাণে সে হাতটিকে॥
দু-হাত গেলো, কুম্ভকর্ণ আসে করে হাঁ।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ মেরে রাম কাটলেন দুই পা॥
হাত-পা গেলো, রামকে তবু গিলে ফেলার আশে।
হাঁ করে সে রামের দিকে গড়িয়ে বেগে আসে॥
রাম তার এই চেষ্টা দেখে মেরে আর এক বাণ।
মুণ্ড কেটে কুম্ভকর্ণে করলেন দুই খান॥

পড়লো ভূঁয়ে কুম্ভকর্ণ, ভারে ধরা কাঁপে।
রাক্ষস আর বানর কত মলো তাহার চাপে ॥

শুনলে যখন রাবণ রাজা পেয়ে নানা রকম সাজা
রণে মলো কুম্ভকর্ণ বীর।
ঘোর শব্দে আকাশ থেকে পড়লো যেন বজ্র ডেকে
রাবণ রাজার মাথায়—রাবণ থির ॥
যার প্রচণ্ড দন্তে দাপে, স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কাঁপে,
বলের খ্যাতি ব্রহ্মাণ্ড যুড়ে।
রাম কিনা আজ মারলে তাকে, ফেললে মেরে হস্তীটাকে
শিশু যেন চুষিকাটি ছুড়ে ॥
রাবণ বলে, 'সৃষ্টি ঘুরে জয় করেছি সুরাসুরে,
তোর বলে ভাই ছিলেম বলবান।
বল বুদ্ধি ভরসা মোর সকল গেলো সঙ্গে যে তোর,
সইতে জ্বালা রইলো কেবল প্রাণ ॥'
যতই ভাবনা ভাবে বীর দুচোখ বেয়ে পড়ে নীর,
বলে, 'কোথায় গেলে প্রাণের ভাই।
ফিরে তুমি এসো ঘরে, আমি বরং যুদ্ধ করে
যেথায় তুমি গেছ সেথায় যাই ! ॥'

ত্রিশিরাদি-বধ

রাবণ রাজা বিলাপ করে, চক্ষে ধারা বয়।
ত্রিশিরা তার পুত্র এসে বিনয় করে কয় ॥
'ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় আপনি মহাবীর।
ব্রহ্মা হতে পেলেন কবচ শক্তি ধনু তীর ॥
থাকতে এ সব কিসের তরে চিন্তা আপনার।
আপনার এ কষ্ট মোরা দেখতে নারি আর ॥

যুদ্ধে আজি যাবো আমি, আদেশ করুন মোরে।
শত্রুর বল বিশেষরূপে আসবো পরখ করে॥
মুণ্ড যদি সে দুই ভাইয়ের আনতে পারি কেটে।
ধন্য হবো তবেই, তাহা দিবো রাজার ভেটে॥'
এই সময়ে রাবণ-তনয় বীর সে অতিকায়।
রাজার কাছে এসে, রণে যাবার আদেশ চায়॥
নরান্তক আর দেবান্তক এই নামে রাবণের।
আরো দুটি পুত্র এসে, বুঝায় তাঁরে ঢের॥
তারাও দেখায় আগ্রহ খুব যুদ্ধে যাবার তরে।
আদর করে রাবণ তাদের বুকে সবে ধরে॥
যুদ্ধে যেতে কয় জনেরি উৎসাহ খুব দেখে।
মহোদর আর মহাপার্শ্বে পাঠান রাবণ ডেকে॥
এলে তাঁরা, তাঁদের করি উপ-সেনপতি।
একত্রে সব যুদ্ধে যেতে দিলেন অনুমতি॥

বাহির হলো তখন তারা যুদ্ধসাজে সেজে।
ছুটলো সেনা, উঠলো রণবাদ্য জোরে বেজে॥
বানর সেনাও পেয়ে হেথা রাক্ষসদের সাড়া।
বৃক্ষ-পাথর নিয়ে হলো যে যার জাগায় খাড়া॥
নখ আর দাঁত অস্ত্র তাদের সঙ্গেই ত আছে।
ভাবছে কখন রাক্ষসেরা এগিয়ে আসে কাছে॥
ক্রমে কাছাকাছি যখন হলো পরস্পর।
বেধে গেলো যুদ্ধ—মলো দুই দলে বিস্তর॥
এই যুদ্ধে অঙ্গদ বীর বেগে গিয়ে রুখে।
বধ করলেন নরান্তকে কিল মেরে তার বুকে॥
তার পরেতে হনূমানও তেমনি আর এক কিলে।
দেবান্তকে যমালয়ের পথ চিনিয়ে দিলে॥

একটা এমন পাথর ছুঁড়ে মারলেন বীর নীল।
গুঁড়িয়ে মাথা মহোদরের তায় হলো তিল তিল ॥
ত্রিশিরা বীর যুদ্ধ করে তিনটা মাথা নেড়ে।
রাগে হনূ তার হস্তের ধনুক নিলো কেড়ে ॥
তার পরেতেই কেড়ে নে তার খড়্গ খরধার।
সেই খড়্গেই তিনটে মাথা উড়িয়ে দিলেন তার ॥
চললো মহাপার্শ্ব তখন যুদ্ধ করিবারে।
এগিয়ে গিয়ে ঋষভ বানর আগুলিল তারে ॥
হুঙ্কারিয়া রাক্ষস তার বক্ষে গদা হানে।
আঘাত পেয়ে ঋষভ বড় কাতর হলো প্রাণে ॥
সামলে ঋষভ এমন-ই কিল মারলেন তার বুকে।
পড়লো ভূঁয়ে মহাপার্শ্ব, রক্ত উঠে মুখে ॥
গদা কেড়ে নিয়ে তখন ঘুচিয়ে দিলেন ক্লেশ।
বুকে তারই এক ঘা—হলো বাকিটুকু শেষ ॥

অতিকায়-বধ

মহাপার্শ্ব মলে রণে, রাক্ষসেরা বিপদ গণে,
প্রাণের ভয়ে কোন্ দিকে কে ধায়।
সাহস দিয়ে সবার বুকে, এগিয়ে তখন এলো রুখে
রাবণ রাজার পুত্র অতিকায় ॥
প্রকাণ্ড তার দেহখানা, রঙটা কালো মেঘের পানা,
চেহারাটা দেখলে লাগে ডর।
ভয়ে বানরগুলো ভাবে, এ রাক্ষসটা হয়ত হবে
কুম্ভকর্ণ বীরের সহোদর ॥

তাই সে যে দিক পানে আসে সকল বানর পলায় ত্রাসে,
রণস্থলে মহা কোলাহল।
তাই-না দেখে এলো রণে, ভরসা দিয়ে বানরগণে,
কুমুদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ, শরভ, নল॥
বীর বটে খুব কজন তারা, কিন্তু অতিকায়কে পারা,
বড়ই না কি কঠিন কর্ম হয়।
কাজেই তারা বাণে বাণে, কাতর হয়ে বড়ই প্রাণে,
একে একে মানলে পরাজয়॥
অতিকায় সে এগিয়ে চলে, রামকে খোঁজে রণস্থলে,
যুদ্ধনীতি তাহার চমৎকার।
এগোয় যে জন যুদ্ধতরে, তার সনে সে যুদ্ধ করে,
পলায় যে, তায় বাণ মারে না আর॥
কিন্তু অতিকায়ের সনে সাধ্য কি কেউ এগোয় রণে,
সইতে পারে কে তার বিষম বাণ।
পলায় বানর দলে দলে, তাই-না দেখে ক্রোধে জ্বলে
লক্ষ্মণ বীর হলেন আগুয়ান॥
দেখে তাঁরে রণস্থলে, অতিকায় সগর্বে বলে,
'বালক তুমি, তোমার এ কাজ নয়।
দাদা তোমার কোথায় আছে, যাও বলগে তাহার কাছে,
দিক্ সে এসে যুদ্ধ-পরিচয়॥'
অতিকায়ের বাক্য-ছলে লক্ষ্মণ সক্রোধে বলে,
'যুদ্ধ দেহ বাক্য নাহি চাই!
মরবে তুমি আমার হাতে, কাজেই আমার দাদার সাথে
দেখা হওয়ার ভরসা তোমার নাই॥'
তখন তারা পরস্পরে বিদ্ধ করে তীক্ষ্ণ শরে,
পরস্পরের সৈন্যদলে দলে।

রাক্ষস আর বানর কত সেই যুদ্ধে হলো হত,
রণ-ভূমে রক্তের স্রোত চলে ॥
লক্ষ্মণ রাক্ষসের বাণে ব্যথা বহু পেলেন প্রাণে,
তাঁর বাণেতেও কাতর অতিকায়।
তবু সে কয় অকপটে, 'শত্রু, তুমি বালক বটে,
বীর যে তুমি সন্দেহ নাই তায় ॥'
তখন আরও তীক্ষ্ণ শরে লক্ষ্মণে সে কাতর করে
বিফল করে লক্ষ্মণের সে বাণ।
পবন তখন দয়া-দানে লক্ষ্মণে কন কানে কানে,
ব্রহ্ম-অস্ত্রে বধ বীরের প্রাণ ॥'
ব্রহ্ম-অস্ত্র ছিল তূণে, লক্ষ্মণ সে কথা শুনে,
ধনুকে তা পরিয়ে ত্বরা করে।
পিছন দিকে হেলিয়ে তনু, কান-বরাবর টেনে ধনু,
ব্রহ্ম-অস্ত্র নিক্ষেপিলেন জোরে ॥
অনল সমান দীপ্তিমান ছুটলো মহাশব্দে বাণ,
অতিকায় তা কাটতে বাণ ছাড়ে।
চেষ্টা মাত্র হলো সার, গিয়ে সে বাণ খরধার
অতিকায়ের মুণ্ড কাটি পাড়ে ॥

ইন্দ্রজিতের ঘোরতর যুদ্ধ

শোকের উপর শোকে রাবণ বড়ই মনের দুখে।
সজল নয়ন সিংহাসনে বসে অধোমুখে ॥
সইতে যেন পারছে না আর পুত্র-মিত্র-শোক।
জবার মতো রক্তবর্ণ ভীষণ কুড়ি চোখ ॥

দুঃখ তাঁহার বুঝে কুমার আপনি ইন্দ্রজিৎ।
এসে তাঁহার কাছে বলেন বুঝিয়ে কথঞ্চিৎ॥
'মহারাজ, এ দুঃসহ শোক, এ অপমান ঘোর।
সইতে পারি, দেহে হেন নাইকো শক্তি মোর॥
সর্প-শিরে দর্পে করে ভেকে পদাঘাত।
তা হতে এই দণ্ডে মাথায় হোক-না বজ্রপাত॥
ইন্দ্র জিনে বৃথাই ধরি 'ইন্দ্রজিৎ' এ নাম।
মারতে যদি না পারিলাম তুচ্ছ মানব রাম॥
যুদ্ধে যাবো এখনি আজ, করুন আশীর্বাদ।
মুহূর্তে ঘুচায়ে আসি লঙ্কার প্রমাদ॥'

ইন্দ্রজিতের কথায় রাবণ পেলে যেন প্রাণ।
মরা গাঙে হঠাৎ যেন উঠলো ডেকে বান॥
আদর করে প্রিয় সুতে বক্ষে ধরে' বীর।
আদেশ দিলো যুদ্ধে যেতে, চক্ষে ঝরে নীর॥

বিদায় নিয়ে পিতার কাছে যুদ্ধের সাজ করে।
রণে চলে বীর মেঘনাদ মহা আড়ম্বরে॥
সঙ্গে চলে সৈন্য কত সংখ্যা নাহি তার।
রথে গজে ঘোড়ায় চড়ে পদব্রজে আর॥
দগড়ে দুন্দুভি বাজে, ঘোর শঙ্খরব।
ছুটছে পশু, উড়ছে পাখী প্রাণের ভয়ে সব॥

নিকুম্ভিলা গুহার মাঝে যজ্ঞ করার তরে।
আগেই গিয়ে রাবণ-তনয় ঢুকলো হরষ-ভরে॥
সেথায় গিয়ে যজ্ঞ সেরে যুদ্ধে গেলে পর।
হবেই জয়ী যুদ্ধে—ছিলো ব্রহ্মার এই বর॥
তাই সে সেথায় গিয়ে আগে সেরে পূজা-হোম।
যুদ্ধে গেলো, রণভূমে ঢুকলো যেন যম॥

মায়াযুদ্ধ জানতো না কেউ তাহার মতন আর।
করতো মেঘের আড়ে থেকে যুদ্ধ চমৎকার॥
জানতে কেহ পারতো না সে কোথায় বর্তমান।
মারতে কেহ পারতো না তাই তার উপরে বাণ॥
কিন্তু নিজে শত্রুগণে বিঁধে খর শরে।
অনায়াসে পাঠাতে সে পারতো যমের ঘরে॥
সেই রূপে সে বাণ মেরে আজ করলে কাতর রণে।
রামের যত সেনাপতি আর সৈন্যগণে॥
সুগ্রীব নল অঙ্গদ নীল আর জাম্ববান।
লুটে সবাই পড়লো ভূঁয়ে খেয়ে তাহার বাণ॥
রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাই তাঁর বাণে জর-জর।
মূর্ছা গিয়ে পড়েন ভূঁয়ে হয়ে মর-মর॥
এই রকমে সবাই যখন পড়লো একে একে।
ইন্দ্রজিতের লাফানি আর আনন্দ কে দেখে॥
রণস্থলে করতে দেরি পারলে না সে আর।
ছুটলো বেগে খবর দিতে বাবার কাছে তার॥

মূর্ছাগত হেথায় রাম আর লক্ষ্মণ দুই ভাই।
আরো কত সেনাপতি সংজ্ঞা কারো নাই॥
বিভীষণ আর হনূ হাতে মশাল জ্বেলে নে।
রণস্থলে খোঁজেন রাতে কোথায় পড়ে কে॥
জাম্ববানে পেয়ে তখন বলেন বিভীষণ।
'ভূঁয়ে পড়ে রয়েছ বীর আছে ত জীবন ?॥'
উত্তরে জাম্ববান বলেন,—'কি আর কবো ভাই।
স্বরে তোমায় চিনছি, চোখে দেখতে নাহি পাই॥
একটা কথা সুধাই, কর উত্তর তার দান।
আছে কি, ভাই, বেঁচে পবনপুত্র হনূমান ?॥'

বিস্ময়ে বিভীষণ তখন সুধান মধুস্বরে।
'ব্যস্ত কেন আপনি এত হনূমানের তরে ? ॥'
শুনে বিভীষণের কথা একটু হয়ে থির।
কষ্টে অতি ধীরে ধীরে উত্তর দেন বীর ॥
'সোজা কথা বুঝতে তুমি পারছো না, ভাই, এ।
বাঁচলে হনূ, সবার উপায় করবে একাই সে ॥'

হনূ তখন এগিয়ে গিয়ে চরণ ছুঁয়ে তাঁর।
বললে, 'বেঁচে আছি, আদেশ শুনতে আপনার ॥'
তুষ্ট হয়ে আশিস করে কন জাম্ববান।
'তবে এখন কর, বাপু, সবার জীবন দান ॥
সমুদ্র-পার হয়ে তুমি যাবে হিমালয়।
কৈলাস আর ঋষভ শিখর দেখবে শোভাময় ॥
সেই দুই শিখরের মাঝে দেখবে চারি জাতি।
ঔষধি রয়েছে—তাদের বড়ই উজল ভাতি ॥
সেই ঔষধি আনলে তুমি সবাই পাবে প্রাণ।'
শুনে কথা তুষ্ট বড় হলো হনূমান ॥
লম্ফ দিয়ে তখনি বীর হয়ে সাগর পার।
একেবারে দিলো গিয়ে হিমালয়ে বার ॥
কৈলাস ঋষভের মাঝে ঔষধিদের আলো।
দূর থেকে বেশ মালুম হলো, কাছে যেতেই কালো ॥
বৃক্ষলতাসুদ্ধ তখন চূড়ায় দিয়ে টান।
মাথায় পাহাড়-চূড়া, দিলেন লম্ফ হনূমান ॥
শূন্যে পবন-তনয় হনূ পবন-বেগে চলে।
লঙ্কাপুরে হাজির হলেন ত্বরায় রণস্থলে ॥
এমনই সে দ্রব্যের গুণ, গন্ধ পেয়েই তার।
রাম-লক্ষ্মণ বসেন উঠে, কাণ্ড চমৎকার ॥

অসংখ্য সেই বানর-সেনা উঠলো একে একে।
বসলো তারা উঠে, যেন জাগলো ঘুমে থেকে ॥
রাবণ রাজার পক্ষে সেনা হলেই হতাহত।
শত্রু পাছে জানতে পারে, করতো সাগর-গত ॥
রাক্ষসদের বেঁচে কেহ উঠলো না কো তাই।
গন্ধ পাবার আগেই তারা হয়েছে জলধাই ॥

বানর-সেনা উঠলো বেঁচে, হর্ষ সবার বুকে।
হনূমানের সুখ্যাতি-গান সবার মুখে মুখে ॥
হনূর যশের কথা সবাই কইছে যখন হেথা।
পাহাড়-চূড়া যেখানকার সে রেখে এলো সেথা ॥

বানরগণের লঙ্কার অগ্নিদান

ফিরে এলে বীর হনূমান পাহাড়-চূড়া রেখে।
সকালবেলা সুগ্রীব বীর বলেন তাঁরে ডেকে ॥
'কুম্ভকর্ণ আদি যখন হয়েছে সংহার।
পুরীরক্ষা করতে রাবণ পারবে না কো আর ॥
ক্ষমতা যা সে দুর্মতির বোঝা গেছে ঢের।
বাপু, তুমি লঙ্কাপুরে আগুন লাগাও ফের ॥
বাছা বাছা বানরগণে বলে রাখো গিয়ে।
সন্ধ্যার পর আগুন দিতে যাবে মশাল নিয়ে ॥'

এই রকমে ঠিক হয়ে সব রইলো সকাল-বেলা।
সন্ধ্যার পর মশাল জ্বেলে চললো বানর মেলা ॥
লঙ্কাপুরীর দ্বাররক্ষা করতেছিলো যারা।
অকস্মাৎ এ কাণ্ড দেখে ভয়ে হলো সারা ॥

তখন তাদের মেরে-ধরে পুরীর ভিতর ঢুকে।
ঘরে দোরে আগুন লাগায় বানর সকল রুখে॥
ধূ-ধূ জ্বলে উঠলো আগুন শতমুখী হয়ে।
চেঁচিয়ে বিকট রাক্ষসেরা ছোটে প্রাণের ভয়ে॥
পুড়ে বিষম শব্দে পড়ে বড় বড় বাড়ী।
ফাঁকা জাগায় গিয়ে সবাই দাঁড়ায় তাড়াতাড়ি॥
হাতী-শালে ঘোড়া-শালে হাতী-ঘোড়া যত।
কেটে দিল বাঁধন, তারা ছুটলো তীরের মতো॥
হাতীর পায়ের চাপনে আর ঘোড়ার পায়ের চাটে।
পট-পট রাক্ষসের মাথা চারদিকেতে ফাটে॥
বাইরে পুরীর পালিয়ে যেতে চায় রাক্ষস ঢের।
যাবে কোথা? মলো তারা হাতে বানরদের॥

কুম্ভ-নিকুম্ভাদি বধ

অত্যাচার আর অপমানের হদ্দ হলো দেখে।
রাগে রাবণ জ্ঞানশূন্য, আদেশ করে ডেকে॥
'কোথায় কুম্ভ-নিকুম্ভ, সংগ্রামে মহাবীর।
এই দণ্ডে গিয়ে কেটে আনো রামের শির॥
শোণিতাক্ষ, যূপাক্ষ আর প্রজঙ্ঘ তিনজন।
যাক্ তোমাদের সঙ্গে, নে যাও সৈন্য অগণন॥'
নিকুম্ভ আর কুম্ভ—কুম্ভকর্ণের দুই ছেলে।
রাজার কাছে যুদ্ধে যাবার আদেশ যখন পেলে॥

সেজে বাহির হতে দেরী করলে না কো আর।
চললো বহু সৈন্য সাথে করে হুহুঙ্কার ॥
এই রকমে ক্রমে তারা এগিয়ে গেলে পর।
দুই দলেতে যুদ্ধারম্ভ হলো ভয়ঙ্কর ॥
সেই যুদ্ধে অনেক সেনা যূপাক্ষাদি বীর।
মলো দেখে, কুম্ভ হলো রাগিয়া অস্থির ॥
বেগে এসে মৈন্দ দ্বিবিদ এ-দুই বীরের সাথে।
যুদ্ধ করে হঠিয়ে তাদের দিলে হাতে হাতে ॥
মাতুল দুজন কাতর হলেন অঙ্গদ তা দেখে।
দম্ভ করে এগিয়ে এলেন কুম্ভ বীরে ডেকে ॥
করলেন খুব যুদ্ধ তিনি কুম্ভ বীরের সনে।
কিন্তু বিপদ গণতে শেষে হলো ক্ষণে ক্ষণে ॥
তখন তাঁহার সহায় হতে বীর জাম্ববান।
সুষেণাদি আর কয়জন হলেন আগুয়ান ॥
কিন্তু কুম্ভ বড়ই যোদ্ধা, গায়ে বিষম জোর।
একলাই সে একশো হয়ে যুদ্ধ করে ঘোর ॥

বিপদ বুঝে সুগ্রীব বীর হলেন আগুসার।
মল্লযুদ্ধ বাধলো কুম্ভ বীরের সাথে তাঁর ॥
দুই বীরেতে টানাটানি ঠেলাঠেলি করে।
ভূমিকম্প যেন—ভূমি কাঁপে পদভরে ॥
তেড়ে বেরোয় চক্ষু, ঘন বয় দীর্ঘশ্বাস।
দুই বীরেরই মুখে যেন অগ্নি সুপ্রকাশ ॥
এই সময়ে কুম্ভ বীরে কায়দা করে বলে।
সুগ্রীব বীর ছুড়ে ফেলে দিলেন সাগরজলে ॥

উঠলো কুম্ভ সাঁতারিয়া সমুদ্র-সলিল।
সজোরে সুগ্রীবের বুকে মারিল এক কিল॥
সামাল্‌তে তা বানর-পতির গেলো কিছুক্ষণ।
কিন্তু পরে শোধটি তাহার নিলেন বিলক্ষণ॥
মারলেন তার বুকে কিল এক ঠিক বজ্রাঘাত।
পড়লো লুটে কুম্ভ ভূঁয়ে—হলো কুপোকাৎ॥

কুম্ভ মলো দেখে রাগে নিকুম্ভ তার ভাই।
পরিঘাস্ত্র হাতে এলো গর্জিয়ে সেই ঠাঁই॥
তার সনে যে লড়তে গেলো নিস্তার নাই তার।
বানর-সেনার মৃতদেহ হলো স্তূপাকার॥
ফুলিয়ে বিশাল বক্ষ তখন বীর সে হনূমান।
সম্মুখে নিকুম্ভ বীরের হলেন আগুয়ান॥
নিকুম্ভ তাঁয় দেখে রাগে আগুন হেন জ্বলে।
মারলে পরিঘাস্ত্র জোরে তাঁর বক্ষঃস্থলে॥
আঘাত সয়ে হনূ মারে এক কিল তার বুকে।
ব্যথায় কাতর নিকুম্ভ তায় উঠলো বিষম রুখে॥
হনূমানে কায়দা করে ধরলে তুলে জোরে।
রাক্ষস-সেনারা দেখে হাসে হো-হো করে॥
রাগে হনূ তার বুকে ফের মারলে আর এক কিল।
নিকুম্ভ বীর দাঁড়াতে আর পারলে না এক তিল॥
পড়লো শুয়ে, শুতেই বুকে করে আসন-পীড়ে।
বসে হনূ, দুই হাতে তার মুণ্ড নিলেন ছিঁড়ে॥
নিকুম্ভ সে সময় কত আছাড়লে হাত-পা।
দারুণ মৃত্যু ভাবলে তাহার শিউরে উঠে গা॥

মকরাক্ষ-বধ

কুম্ভ আর নিকুম্ভ দু-ভাই ছাড়লে ধরাধাম।
যুদ্ধে গেলো খরের পুত্র মকরাক্ষ নাম॥
সৈন্যগণে মাতিয়ে তুলে বচন-বিরচনে।
মহোৎসাহে মকরাক্ষ হাজির হলো রণে॥
এমনি যুদ্ধ করলে সুরু সে তার সেনা লয়ে।
বানর-সেনা তিষ্ঠিতে কেউ পারলে না তার ভয়ে॥
তা দেখে রাম এগিয়ে এসে তীক্ষ্ণতর শরে।
রাক্ষসদের বিঁধেন, তারা শত শত মরে॥
তাই-না দেখে মকরাক্ষ কোপানলে জ্বলে।
উপহাসে তুচ্ছভাবে রামকে ডেকে বলে॥—
দণ্ডক-কাননে আমার পিতায় করে বধ।
মনে মনে তোমার বড় বাড়িয়াছে মদ॥
সেদিন হতে তোমার উপর আছি জাতক্রোধ।
আজ তোমারে মেরে আমি নেবো তাহার শোধ॥
অস্ত্র-গদা-বাহুযুদ্ধ নিপুণ তুমি যাতে।
সেই যুদ্ধই কর এসে আজি আমার সাথে॥
ভাবনা চিন্তা কিছুই তোমার থাকবে না তার পর।
বানর-সেনার সঙ্গে দিবো পাঠিয়ে যমের ঘর॥'

দম্ভে হেন বললে পরে মকরাক্ষ বীর।
মৃদু হেসে রাম তাহারে বলেন বাক্য ধীর॥—

'খরের পুত্র, মিছে হেন কর অহঙ্কার।
খাঁটি জানি, মুখ ফলে যার ক্ষেত ফলে না তার॥
বাক্যে যদি সংগ্রাম-জয় হতো হেসে নেচে।
সেনাপতি করতো সবাই বাচাল দেখেই বেছে॥
অস্ত্র গদা কিংবা বাহু-যুদ্ধ যেটি জানি।
সেই যুদ্ধই ধরতে আমায় দেছো অভয়-বাণী॥
বুঝলেম তায়, বাপু, তুমি সব বিদ্যায় খর।
মরতে যাতে ইচ্ছে, এখন সেই যুদ্ধই কর॥'

রামের কথায় মকরাক্ষ রুষ্ট হয়ে অতি।
খরতর শর নিক্ষেপ করে রামের প্রতি॥
উত্তরে রাম তাহার উপর ছাড়েন ভীষণ শর।
দুই জনেতে হলো তখন যুদ্ধ ঘোরতর॥
রাক্ষস আর বানর কত হলো হতাহত।
সমান জোরে যুদ্ধ তবু চললো অবিরত॥
চলতে চলতে মকরাক্ষ বীরের ধনু-খান।
কাটলেন রাম মহাতেজে মেরে ভীষণ বাণ॥
বিঁধলেন তার সারথিরে খরতর শরে।
রথের ঘোড়াগুলোয় বিঁধে ফেলেন ভূমি পরে॥
রথখানাকেও নষ্ট করে দিলেন বাণে বাণে।
কোথায় বা রথ, চালায় বা কে, কেই বা রথ আর টানে॥
লাফিয়ে তখন ভূঁয়ে নেমে মকরাক্ষ বীর।
রামকে হানে মহা শূল এক—ছোটে যেন তীর॥
দূর থেকে রাম আসতে দেখে সেই দীপ্ত শূল।
বাণে বাণে কেটে তারে করলেন নির্মূল॥
শূলটা বিফল হলো, অপর অস্ত্র নাহি পাশে।
কিল তুলে সে বেগে তখন রামের দিকে আসে॥

তাই দেখে রাম হাস্য করে হানেন বহ্নি-বাণ।
বিঁধলো মকরাক্ষ বীরের বিশাল বক্ষখান ॥
মহাশব্দে পড়লো যেন শালবৃক্ষ পড়ে।
তাই দেখে তার সৈন্য সকল পলায় উভরড়ে ॥

ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক মায়াসীতা-বধ

মকরাক্ষ বীরের শুনে মৃত্যু-সমাচার।
পারছে না আর সইতে রাবণ বক্ষে শোকের ভার ॥
যুদ্ধে যে যায়, সেই মারা যায়, এ কি বিপৎপাত !।
দশমুখে কড়কড়ায় রাবণ কুড়িপাটি দাঁত ॥
কুড়ি চক্ষু রক্ত-জবা যেন সুপ্রকাশ।
গর্জে যেন ভুজঙ্গ—বয় দশ নাকে নিশ্বাস ॥
প্রিয় পুত্রে ডেকে বলে—'বাছা রে মেঘনাদ।
বড়ই বিপদ হলো করে নরের সনে বাদ ॥
নাম পেয়েছ ইন্দ্রজিৎ সে ইন্দ্রে করি জয়।
ত্রিভুবনে তোমার রণে সুস্থির কেউ নয় ॥
কিন্তু এ পাপ রাম-লক্ষ্মণ মরবে না কি আর।
লঙ্কাপুরী একেবারে করলে যে ছারখার ! ॥'

দেখে পিতার কষ্ট বড় রুষ্ট ইন্দ্রজিৎ।
যুদ্ধে যেতে সুসজ্জিত হলো ত্বরান্বিত ॥
ভক্তি-ভরে পিতার চরণ বন্দনা সে করে।
আশিস লয়ে তাঁহার, গেলো যুদ্ধ করার তরে ॥
যুদ্ধ করতে করতে সে এক ফন্দি করে মনে।
ফিরে এলো, পারলে না তা জানতে শত্রুগণে ॥

সীতার মতো একটি নারী যাদু-বলে গড়ে।
সঙ্গে নে তায় চললো আবার রথের উপর চড়ে॥
যুদ্ধ তরে এগিয়ে হনূ আসছে সে দিক পানে।
কেশ ধরে সেই সময় পাপী মায়াসীতায় টানে॥—
'কালসাপিনী, তোমার তরে মজলো লঙ্কাধাম।
আজ তোমারে কাটবো, এসে রক্ষা করুক রাম॥'
মায়াসীতা 'হায় রাম!' এই কথা তখন বলে।
যেই বলা সেই খড়্গ আঘাত করলে পাপী গলে॥
যাদুবলে রক্তধারা ছুটলো দেহ হতে।
এই সকলি হনূমানের পড়লো নয়ন-পথে॥

অধীর হলো হনূ, তাহার চক্ষে বহে জল।
দেখলে যা, তা এসে রামে বললে অবিকল॥
তাই শুনে, 'হায় সীতা' বলে মূর্ছা গেলেন রাম।
কাতর হলো সবাই ভেবে তাঁহার পরিণাম॥
যত্নে সবার হলো তাঁহার মূর্ছা যখন গত।
লক্ষ্মণ তাঁয় বুঝান কয়ে কথা কত মতো॥
এমন সময় এলেন সেথা মিত্র বিভীষণ।
রাক্ষসদের মায়া তিনি বুঝেন বিলক্ষণ॥
বুঝিয়ে দিলেন তিনি, উহা আসল সীতা নয়।
নকল সীতা করলে আসল সীতার অভিনয়॥
আর বললেন, 'যুদ্ধে রাবণ পারছে না কো আর।
দমিয়ে দিয়ে পায় যদি কাজ দেখছে ফিকির তার॥
মেঘনাদ আর রাবণ ছাড়া মরেছে সব বীর।
এরা মলেই উদ্ধার হয় দেবী জানকীর॥
এ সময়ে আপনি এমন কাতর হলে মনে।
হতাশ হবে বানর-সেনা, জিতবে রাবণ রণে॥

আসল কথা আমার কাছে শুনুন, মহাভাগ।
নিকুম্ভিলায় মেঘনাদ এই করতে গেলো যাগ ॥
আমরা সীতার মৃত্যু লয়ে করবো দুঃখ-ক্লেশ।
ভেবেছে সে সেই সুযোগে করবে যজ্ঞ শেষ ॥
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সেরে আসে যদি রণে।
জিনবে তারে এমন কেহ নাই-কো ত্রিভুবনে ॥
তাই বলি আজ যজ্ঞ-সারার সময় সে না পায়।
হোমের আগে যমের বাড়ী দিতে হবে তায় ॥
এই বীরবর লক্ষ্মণে দাও সঙ্গে আমার, রাম।
ভরসা আমার—তাতেই হবো পূর্ণ-মনস্কাম ॥'

ইন্দ্রজিৎ-বধ

হর্ষে তখন লক্ষ্মণ বীর রামের পানে চান।
মানস বুঝে রাম করিলেন অনুমতি দান ॥
বন্দনা করিয়ে তখন রামের চরণ বীর।
বিভীষণের সঙ্গে চলেন লয়ে ধনু-তীর ॥
চললেন বীর হনূমানও সঙ্গে সেনা ঢের।
মনে এখন উৎসাহ আর হর্ষ সকলের ॥

খানিক গিয়ে আঙ্গুল দিয়ে দেখান বিভীষণ।—
'দেখছো দূরে মেঘের বর্ণ ঐ যে সেনাগণ।
ওর ও-পাশেই নিবিড় বনে বটবৃক্ষ-ছায়।
বসে পাপী যজ্ঞ-ব্যাপার করে সমুদায় ॥

নিশ্চয় ওইখানেই পাপী যজ্ঞে আছে বসে।
যুদ্ধ কর, বার হয়ে সে আসবে তখন রোষে ॥

সেই আদেশই দিলেন তখন সহর্ষে লক্ষ্মণ।
রাক্ষস-নাশ করতে লেগে গেলো বানরগণ ॥
লক্ষ্মণকে আঁটে সেথা শক্তি কে বা ধরে ?।
নিমেষেতে শত শত রাক্ষস-বীর মরে ॥
'মলাম' 'গেলাম' 'রক্ষা কর' চৌদিকে চীৎকার ॥
মন্ত্র পড়া, যজ্ঞ করা হয় কি তখন আর ? ॥
কাজেই যজ্ঞ শেষ না হতে উঠলো মহাবীর।
রাগে রক্তবর্ণ আঁখি গর্জিয়া গম্ভীর ॥

বেগে বাহির হয়ে এলো যজ্ঞভূমি হতে।
হাতে ধনু লাফ দে ওঠে সুসজ্জিত রথে ॥
তাই দেখে তার সৈন্য সকল পেলে যেন প্রাণ।
আবার তারা মহাবেগে হলো আগুয়ান ॥
তখন হনূ রাক্ষসদের অনেক সেনা হানে।
চললো কাজেই ইন্দ্রজিৎও হনূমানের পানে ॥
হনূমানের বিপদ বুঝে তখন বিভীষণ।
সেই দিকে লক্ষ্মণে লয়ে দিলেন দরশন ॥

তা-ই দেখে ইন্দ্রজিৎ রাগে বিভীষণে কয়।
'লজ্জা নাহি তিলেক তোমার, খুড়া মহাশয় ॥
ভাইপো তোমার আমি, স্নেহের পাত্র সমধিক।
আমার নিধন বাঞ্ছা কর, প্রাণে তোমার ধিক্ ॥

হয়ে নিজের জ্ঞাতি-বন্ধু কুলক্ষয়ের মূল।
আত্মীয়-জন ছাড়লে, তোমার বুদ্ধি হেন স্থূল॥
জন্মিয়ে রাক্ষসের কুলে তুমি কুলাঙ্গার।
বুদ্ধিদোষে নরের সেবা করিয়াছ সার॥'

ইন্দ্রজিতের কথা শুনে বলেন বিভীষণ।
'তিরস্কার আজ আমায়, বাপু, করছো অকারণ॥
পিতা তোমার হরণ করে আনেন পরনারী।
তোমরা সবাই গুণধরও পৃষ্ঠপোষক তাঁরি॥
ভালো কথা বলোছলেম, ফল পেয়েছি বেশ।
করলে জুটে বাপ-বেটাতে লাঞ্ছনার একশেষ॥
এমন গুণের ভাই-ভাইপো নিয়ে সুখের ঘর।
ভাগ্যে সবার হয় কি, বাপু, চাই বিধাতার বর॥
পরের সেবা করি হয়ে কুলক্ষয়ের মূল।
বললে, বাপু, কিন্তু সেটি তোমার বোঝার ভুল॥

রাজার কাছে সুবিচারের প্রার্থী সকল জন।
রাজাই যদি অধার্মিকের চূড়ামণি হন॥
পাত্র, মিত্র, নিজে রাজা, রাজার পুত্র আর।
কেহই যদি ধর্ম না চায়, করে অনাচার॥
সে রাজবংশ, সেই রাজত্ব ধ্বংস যাতে হয়।
এমন কর্ম বরাই, বাপু, ধর্ম সুনিশ্চয়॥
এইটি বুঝেই নরের সেবা করিয়াছি সার।
পুরস্কারই দাও বা এতে করই তিরস্কার॥
বাপের গ্লানি ঢেকে তুমি বাপের বাড়াও মান।
আজ লক্ষ্মণ বীরের হাতে নাই-কো পরিত্রাণ॥'

রাগে তখন রাবণ-সুত চায় লক্ষ্মণ পানে।
বলে, 'তোমা-সবার মুণ্ড কাটবো আজি বাণে ॥
এলো তোমার ভরসায় আজ করতে যারা রণ।
মরবে সবাই—ফিরে তাদের যাবে না একজন ॥'
এই রকমে কথায় আগে, কাজে তাহার পর।
দুই বীরে, দুই দলে হলো যুদ্ধ ভয়ঙ্কর ॥
বাণে বাণে আঁধার করে ফেললে চারিদিক।
রণভূমি উঠলো হয়ে রক্তনদী ঠিক ॥
বাণের ঘায়ে দুই বীরেরই রক্ত গড়ায় গায়।
অশোক-ফুলের গুচ্ছ যেন অঙ্গে শোভা পায় ॥

ইন্দ্রজিতের রথ কালো চার ঘোড়াতে টানে।
মলো ঘোড়া আর সারথি সৌমিত্রির বাণে ॥
ত্বরায় তখন চলে গিয়ে যুদ্ধভূমি ছেড়ে।
এলো ফিরে রাবণ-তনয়-নূতন রথে চড়ে ॥
কাটলেন তার হাতের ধনু দুইবার লক্ষ্মণ।
তখনি সে নূতন ধনু নিয়ে করে রণ ॥
আটকালে কাজ তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিতে তার।
শক্তি কি বা, দেখলে যে সে মানলে চমৎকার ॥
এই রকমে লক্ষ্মণ আর ইন্দ্রজিতে রণ।
কেউ না হারেন, অবিশ্রামে চললো অনেকক্ষণ ॥
এমন সময় ভল্লাঘাতে ফের লক্ষ্মণ বীর।
মুণ্ড কাটেন ইন্দ্রজিতের নূতন সারথির ॥
তার পরেতেই বিভীষণের দারুণ গদার ঘায়।
রথের ঘোড়াও চারটা ভূঁয়ে পড়ে খাবি খায় ॥

নেমে ভীষণ শক্তি তখন খুড়ায় সে তার হানে।
ফেললেন সেই শক্তি কেটে লক্ষ্মণ তাঁর বাণে ॥
রাগে তখন লক্ষ্মণে বীর রক্ত-চোখে চায়।
বাণের উপর বাণবর্ষণ করে তাঁহার গায় ॥
ত্যক্ত হয়ে লক্ষ্মণ বীর দারুণ ক্রোধের ভরে।
ঐন্দ্র নামে দুর্জয় বাণ নিলেন বাহির করে ॥
আকর্ণ টানিয়া ধনু ছাড়লেন সেই বাণ।
কাটলো ইন্দ্রজিতের মুণ্ড—হলো সে দুইখান ॥
বানরগণের মনে তখন হর্ষ অতিশয়।
নৃত্য করে, মুখে বলে, 'জয় লক্ষ্মণ জয় ॥'
ইন্দ্রজিতের মরণে সন্তুষ্ট অমরগণ।
স্বর্গে বাজে দুন্দুভি, হয় পুষ্প বরিষণ ॥

রাবণের খেদ

ইন্দ্রজিতের মৃত্যুকথা শুনে রাবণ পেয়ে ব্যথা,
মূর্ছা গিয়ে পড়ে ভূমিতলে।
দশটা নাকে নিশ্বাস বয়, শব্দে হেন বিশ্বাস হয়
প্রলয়-ঝড় বা উঠলো ভূমণ্ডলে ॥
সবাই পড়ে সেবা করে, তাইতে অনেকক্ষণের পরে
কুড়ি চক্ষু মিটমিটিয়ে চায়।
ক্রমে বাড়ে চেতনা যত বিলাপ করে মুখে তত,
কুড়িটা হাত বুকেতে চাপড়ায় ॥

অহ-হ স্বপ্নের মতো কি হলো আজ কর্ণগত,
কোথায় তুমি, বৎস ইন্দ্রজিৎ।
তুমি পড়িয়াছ রণে, বিশ্বাস যে না হয় মনে,
কিন্তু এ কি শুনি আচম্বিত॥
জয় করেছ ইন্দ্রে রণে, ব্রহ্মা দিলেন সেই কারণে,
বৎস, তোমায় 'ইন্দ্রজিৎ' এই নাম।
নামটি যাহার শুনলে পরে দেবতা-অসুর কাঁপে ডরে
হেন বীরের এই কি পরিণাম!॥
পিতা-মাতা আর সে জায়া, কেমন করে সবার মায়া
চিরদিনের জন্যে এড়াইয়ে।
ছেড়ে সাধের লঙ্কা-ভূমি, আজ হলে নিশ্চিন্ত তুমি,
জানি না কোন পুণ্যলোকে গিয়ে॥
তোমায় দেখে রাজাসনে মরবো, ছিল আশা মনে,
শেষের কার্য করবে তুমি মোর।
সে সব আশা ভরসা আজি, ফুরিয়ে গেলো ভোজের বাজি,
ভাঙলো স্বপন সুখের নিশি ভোর!॥

রাবণ রাজা বিলাপ করে, করে হাহাকার।
বুকের ভিতর শোকের আগুন জ্বলছে বিষম তার॥
শোকে কাতর রাবণ তবু ভাবছে মনে এটা।
মোর দুখে আজ দেবতা ঋষি খুশি সকল বেটা॥
রাম লক্ষ্মণ আর সুগ্রীব তিন জনে নিশ্চয়।
বড়ই খুশি, ভাবছে এবার যুদ্ধ হলো জয়॥
ভাবছে সীতার উদ্ধারে নাই দেরি বড় আর।
আমি মলেই সীতায় নিয়ে হবে সাগর-পার॥

কিন্তু সেটি হচ্ছে না কো,—সকল জ্বালার মূল।
সীতায় কেটে বোঝাব আজ সেই দুরাশা ভুল ॥
সীতার রক্তে ইন্দ্রজিতের তর্পণ আজ করে।
রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীবেরে মারবো তাহার পরে ॥
এই-না বলে খড়্গ হাতে দুষ্টমতি-ক্রমে।
অশোকবনে ছুটলো রাবণ সিংহের বিক্রমে ॥
দেখে তাহার সেই সময়ের মূর্তি ভয়ঙ্কর।
নয়ন মুদে সীতা দেবী কাঁপেন থর-থর ॥
মন্ত্রী ক-জন পাছু পাছু যাচ্ছিলো তাঁর ছুটে।
সুপার্শ্ব এক মন্ত্রী তাঁরে বলেন করপুটে ॥
'প্রভু, যদি শোনেন ক্ষুদ্র দাসের নিবেদন।
বীরের মধ্যে বীর আপনি, ঘোষে ত্রিভুবন ॥
বীরের যোগ্য কার্য যাহা তাই আপনার কাছে।
দেখতে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল চক্ষু মেলে আছে ॥
নারীবধে না ধর্ম, না বাড়বে খ্যাতি-মান।
শত্রুগণে করবে শুধু কুযশ তাতে গান ॥
তার চেয়ে সেই রামের উপর করুন দারুণ ক্রোধ ॥
মারুন রামে, হোক আপনার ক্ষতির প্রতিশোধ ॥
শত্রুবধে পাবেন প্রীতি, গাইবে সবে যশ।
চাই কি, পতি মলে, সীতা হতেও পারে বশ ॥'

সব রকমে সুসঙ্গত মন্ত্রিবরের বাণী।
শুনে রাবণ ক্ষান্ত হলো, তাহাই নিলো মানি ॥
ফিরে গিয়ে সভার মাঝে বসলো পুনর্বার।
ইন্দ্রজিতের ব্যথা বুকে সাথের সাথী তার ॥

মহা ঝড়ের আগে যেমন স্তব্ধ চারিদিক।
সভার মাঝে দশাননও তেমনি বসে ঠিক ॥
চক্ষু রক্তবর্ণ, ঘন নিশ্বাস তার বয়।
ভাঙা গভীরস্বরে ডেকে মন্ত্রিগণে কয় ॥
'লঙ্কাপুরের বীর যত আজ যাক্ সকলে রণে।
হাতী ঘোড়া রথ পদাতি নে যাক্ যা লয় মনে ॥
কালকে আমি নিজে গিয়ে যুদ্ধ করে ঘোর।
রামকে মেরে নিষ্কণ্টক করবো পুরী মোর ॥

যুদ্ধ-সাজে সেজে তখন করে জীবন-পণ।
চললো রণে বিকটাকার বীর রাক্ষসগণ ॥
করলে বিষম যুদ্ধ তারা রামের সেনা সনে।
কিন্তু রামের বাণে তারা মলো অনেক রণে ॥
সকাল থেকে সন্ধ্যা যুঝে সয়ে রামের বাণ।
বাঁচলো যারা, পলায় তারা লয়ে যে যার প্রাণ ॥

রাবণের যুদ্ধযাত্রা

লঙ্কাপুরীর পূর্বের শ্রী নাইকো এখন আর।
ঝড়ে যেন ফুলের বাগান হয়েছে ছারখার ॥
পথঘাট সব বন্ধ কোথাও পোড়া বাড়ী পড়ে।
আধপোড়া ঘর দাঁড়িয়ে কোথাও পড়ি-পড়ি করে ॥
পোড়া-পাতা শুকনো-শাখা বৃক্ষসকল খাড়া।
পালিয়ে গেছে পাখী সকল—পাই নে তাদের সাড়া ॥
কেউ পতি, কেউ পুত্র, আবার কেউ বা ভ্রাতা তার।
যুদ্ধে হারা হয়ে কাঁদে করে হাহাকার ॥

অন্দর-মহলে নিজের কান্নাকাটির রোল।
পাঁচ রকমে রাবণ রাজার মাথার বড় গোল ॥
আদেশ মাত্রে কার্য এখন সঙ্গে সঙ্গে চায়।
তিলেক দেরি হলে কারো মাথা থাকা দায় ॥

আদেশ দিলেন—'লঙ্কাপুরে যোদ্ধা যত রয়।
সাজুক সবে, যুদ্ধে যাবো, বিলম্ব না সয় ॥
ইন্দ্রজিতের শোকে হৃদয় জ্বলছে অবিরাম।'
রামকে আজই মারবো তবে রাবণ আমার নাম ॥'

লক্ষ্মণের শক্তিশেলে পতন

যেমনি আদেশ, অমনি তখন রাক্ষসেরা সব।
সাজলো রণে, বুকে সাহস, মুখে বিকট রব ॥
হাজার হাজার হাতী ঘোড়া গাধা উটে চড়ে।
পদব্রজে কত সেনা চললো মহা রড়ে ॥
শূল, মুদ্গর, গদা, মুষল, ভল্ল, ভিন্দিপাল।
পাশ, পট্টিশ, লৌহদণ্ড, পরিঘ সুবিশাল ॥
কুঠার আদি অস্ত্র-শস্ত্র শোভে হাতে হাতে।
দেখলে মনে হয় যেন জয় চলছে সাথে সাথে ॥
বাজলো ডম্ফ-ডঙ্কা জোরে, বাজলো জোরে ঢাক।
লঙ্কা কাঁপাইয়া ভীষণ শব্দে বাজে শাঁখ ॥
চার ঘোড়াতে টানে রাজার সুবর্ণ-রথখানা।
সেই রথে উঠিলো রাবণ হাতে ধনুর্বাণ ॥
রথের ভিতর চার দিকেতে অস্ত্র শোভে কত।
ঝকৃছে সে সব চক্‌মক্ ঠিক মেঘে তড়িৎ মতো ॥

সেনাপতি সকল রাজার উঠলো যে যার রথে।
সঙ্কেত মাত্রেতে সবাই বাহির হলো পথে॥
যানবাহন আর সৈন্যগণের গতির তাড়ন পেয়ে।
মেঘের মতন উঠলো ধূলো আকাশ-বাতাস ছেয়ে॥

ঝড়ের মতো বেগে গিয়ে রাক্ষসেরা রণে।
অস্ত্রাঘাতে করলে কাতর বানর-সেনাগণে॥
মরিয়া-হয়ে যুদ্ধে তারা এসেছে আজ তাই।
করলে এমন যুদ্ধ যে তার তুলনা আর নাই॥
কিন্তু শেষে সুগ্রীব আর অঙ্গদ বীর সনে।
যুদ্ধে মলো রাবণ রাজার সেনাপতিগণে॥
ক্রোধে পাগল-পারা রাবণ এগিয়ে এলো রাগে।
সাধ্য কি কেউ দেখে তারে এগোয় সমুখভাগে॥
বিকট মূর্তি—পাহাড়-পারা মস্ত কালো গা
গেঁটাগোটা শালবৃক্ষ লম্বা ছুটো পা॥
কাঁধের উপর দশ মুণ্ড, দশ-যোড়া তার হাত।
এক শো আঙ্গুল হাতেই, মুখে তিন শো কুড়ি দাঁত॥
ঘোরে কুড়ি চক্ষু, তাতে রক্ত জবার রাগ।
বিশ বাহুতে কতকালের অস্ত্রাঘাতের দাগ॥
এই চেহারায় কুড়ি পাটি দাঁত কড়কড় করে।
দূরে থাকুক যুদ্ধ, বানর দেখেই পলায় ডরে॥

রাম-লক্ষ্মণ ভরসা তখন দিয়ে বানরগণে।
সিংহনাদে ধনু হাতে এগিয়ে গেলেন রণে॥
রামের সাথে যুদ্ধ ভীষণ হলো তখন তার।
বাণ-বর্ষণ—বর্ষাকালে যেন বারি-ধার॥

সৈন্য মলো কত যে তার সংখ্যা নাহি হয়।
দুই বীরেরই সারা দেহে রক্তধারা বয়॥
এমন সময় রাবণ রাজার রথের সারথির।
মুণ্ড কাটেন লক্ষ্মণ বীর মেরে ভীষণ তীর॥
তার পরেতেই তীক্ষ্ণ দারুণ মেরে আরেক বাণ।
দিলেন কেটে রাবণ রাজার হাতের ধনুখান॥
সেই সময়ই গদাঘাতে রথের ঘোড়া তার।
বিভীষণের হাতে মলো—রথ চলে না আর॥
লম্ফ দিয়ে নেমে তখন রাবণ ভূমি-তলে।
বিভীষণের উপর হানে শক্তি মহাবলে॥
লক্ষ্মণ তাই দেখে ছাড়েন তীক্ষ্ণতর বাণ।
রাবণ রাজার শক্তি কেটে করলেন খান খান॥
তা দেখে লক্ষ্মণের উপর রাবণ মহা ক্রোধে।
দারুণ শক্তি হানিল এক—গতি কে তার রোধে?॥
লক্ষ্মণও তায় কাটতে বাণে পারলেন না আর।
মহাবেগে শক্তি এসে বিঁধলো বুকে তাঁর॥
সেই আঘাতে পড়লেন বীর ধরাতলে লুটি।
বিবর্ণ মুখ,—নিমীলিত নয়ন-কমল দুটি॥

লক্ষ্মণেরে আগুলিতে ছোটে বানরগণ।
তীক্ষ্ণ বাণে বিঁধে তাদের কৌশলী রাবণ॥
লক্ষ্মণের অবস্থা দেখে কাতর বড় রাম।
জাগলো তবু রাবণ-বধে আগ্রহ উদ্দাম॥
তাই বললেন তিনি—'এ ত শোকের সময় নয়।
আগে পাপীর মুণ্ড-নিপাত করা উচিত হয়॥'
তাই সুগ্রীব আর হনূরে বলেন কাতর স্বরে।
'লক্ষ্মণেরে তোমরা দেখ কিছুক্ষণের তরে॥

আসুক সেনা পশ্চাৎ মোর, হই অগ্রগামী।
রাবণকে আজ মারবই, নয় মরবো নিজে আমি॥'
এই-না বলে এমন যুদ্ধ করলেন গে তিনি।
একেবারে রাবণ রাজার প্রাণ নে টানাটানি॥
মনে প্রাণে হার মেনে সে তখন রামের কাছে।
পুরীর ভিতর পালিয়ে গিয়ে তবে প্রাণে বাঁচে॥

লক্ষ্মণ বীর যেথা তখন ফিরে সেথা রাম।
মূর্ছিত তাঁয় দেখে বিলাপ করেন অবিরাম॥
বলেন কেঁদে—'চাই না যুদ্ধ, সীতায় নাহি চাই।
দুখের চিরসাথী, তুমি উঠ প্রাণের ভাই॥'

সুষেণ বলেন, 'রাম, আপনি কেন কাতর হন।
দেখছি ত লক্ষ্মণের আমি অনেক সুলক্ষণ॥
বাঁচাতে তাঁয় এখনি যা করতে হবে আজ।
সেটি কেবল মহাবীর ঐ হনূমানের কাজ॥
সুধী জাম্ববানের কথায় আগেই তিনি এর।
এনেছিলেন ঔষধি যা আনুন তাহা ফের॥

শুনে কথা, হনূ মনে তুষ্ট অতিশয়
এ কাজ এমন কঠিন কি আর—হুকুম পেলেই হয়॥
যেমনি হুকুম পাওয়া, হনূ তেমনি দিলেন লাফ।
ঔষধি-পর্বতে গিয়ে তবে ছাড়েন হাঁফ॥
আগের মতো গাছ-গাছড়া এই বারেতেও চাই।
কিন্তু কেমন কোন্ গাছটা, খেয়াল তাঁহার নাই॥
সোজা যেটা, সেইটা কেবল আছে হনূর জানা।
নাড়া দিয়ে ভেঙে পাহাড় মাথায় করে আনা॥

করলেনও তাই, গাছড়া সমেত পাহাড়-চূড়ো নিয়ে।
ফিরে এলেন লঙ্কাপুরে এক লম্ফ দিয়ে ॥
এনে পাহাড়, থুয়ে সেটি সুষেণ বীরের কাছে।
বললেন—'নাও, ঔষুধ বেছে, এতেই সকল আছে ॥'

তখন সে সব রগড়ে সুষেণ নাকের কাছে দেন।
গন্ধে তাহার ক্রমে পেলেন লক্ষ্মণ বীর জ্ঞান ॥
ক্রমে তিনি সবল হলেন, তুষ্ট সবার মন।
'জয় লক্ষ্মণ' ধ্বনি করে হর্ষে বানরগণ ॥

রাবণ-বধ

সুস্থ হয়ে উঠলে পরে বীরেন্দ্র লক্ষ্মণ।
রাম তাঁহারে বক্ষে ধরে করেন আলিঙ্গন ॥
তার পরেতে শত্রুঘাতী ভীষণ ধনুর্বাণ।
লয়ে হাতে রাবণ রাজার অন্বেষণে যান ॥
রাবণ তখন সুসজ্জিত হয়ে নূতন রথে।
আসিয়াছে যুদ্ধে, তাঁহার পড়লো নয়ন-পথে ॥
রাম তাঁহারে বিঁধেন তখন খরতর শরে।
সে বাণ সয়ে, আর বাণে সে বিঁধে রঘুবরে ॥
এই রকমে উভয় বীরে যুদ্ধ ভীষণ হয়।
সমান তেজে দোঁহে যুঝে, পরাস্ত কেউ নয় ॥

এমন সময় আলোয় আলো করে আকাশ-পথ।
দেখা গেলো স্বর্গ থেকে নাম্‌তেছে এক রথ ॥

সুন্দর সেই রথে যোতা হরিৎ-বর্ণ হয়।
সজ্জিত সারথি ঘোড়ার লাগাম ধরে রয়॥
সেই বেগবান রথের গতি ক্রমে হলো ধীর।
রামের পাশে নেমে সে রথ অমনি হলো থির॥
সারথি তার অভিবাদন করে বলেন,—'রাম।
ইন্দ্রের সারথি আমি, মাতলি মোর নাম॥
রাবণ রথে, আপনি পথে, যুদ্ধ অসমান।
তাই দেবরাজ পাঠাইলেন আমারে এই স্থান॥
এই নিন, রাম, মহাধনু অস্ত্র কবচ আর।
রথে উঠুন, যুদ্ধে মারুন রাবণ দুরাচার॥'

উদ্দেশে রাম ইন্দ্রে তখন অভিবাদন করে।
মাতলিরে তুষ্ট করি উঠেন রথের পরে॥
রথে দেখে রামকে রাবণ অগ্নি হেন জ্বলে।
তীক্ষ্ণতর বাণ হানে সে রামকে দ্বিগুণ বলে॥
এই রকমে দারুণ রাগে তীরের উপর তীরে।
বিঁধলে রামের রথের ঘোড়া, বিঁধলে সারথিরে॥
তার পরে সে হান্‌লে রামে একটা মহাশূল।
বলে,—'তোরে করবো আজি এই শূলে নির্মূল॥'
ইন্দ্রদত্ত শক্তি তখন রাম এড়িলেন রাগে।
খণ্ড খণ্ড হয়ে সে শূল পড়লো সমুখভাগে॥
মহা রাগে রাম তার পর হানেন শত বাণ।
অধীর হলো রাবণ তাতে, কাতর হলো প্রাণ॥
হাতের ধনু খসলো, রথে পড়লো অবশ হয়ে।
মন্দ গতিক দেখে পলায় সারথি রথ লয়ে॥

ঘরে ফিরে সুস্থ হয়ে তুষ্ট দশানন।
সারথিরে করে বহু তর্জন-গর্জন ॥
'আমি রাবণ রাজা রথে ধনু হাতে করে।
তুই কি না রথ ফিরিয়ে আমায় নিয়ে এলি ঘরে ! ॥'

রাবণ রাজায় রুষ্ট দেখে করে অনুনয়।
ভয়ে ভয়ে যোড়হস্তে সারথি তাঁর কয় ॥
'দেখলেম যে শ্রান্তি বড়ই হলো আপনার।
ঘোড়াগুলোও পারছিল না রথ টানতে আর ॥
শত্রুর সুবিধা দেখে মনে পেলেম তাপ।
ফিরলেম তাই, রাজাধিরাজ, কসুর করুন মাপ ॥'
মনে কিন্তু ভাবলে পাপীর এমনি অভিমান।
একেবারে ভাঙেন, তবু কভু না মচকান ॥
রাবণ রাজা তুষ্ট হলো কথা শুনে তার।
সোনার বালা একজোড়া তায় দিল পুরস্কার ॥
তার পরেতে রথে উঠে চললো রণভূমে।
চললো সারা পথটা রাবণ মনে মনে গুমে ॥

দেখলেন রাম তখন রাবণ আসছে নূতন রথে।
উঠছে রথের ঘর্ঘর রব, উড়ছে ধূলি পথে ॥
মাতলিকে বলেন তখন, 'আসছে রাবণ ওই।
চল, সাধু, রথ লয়ে ওর সমুখভাগে রই ॥'
মাতলিও রথ নে তখন গেলেন সমুখভাগে।
রামকে দেখেই রাবণ তখন গর্জে ওঠে রাগে ॥

নূতন হয়ে এসে পাপী হানে দারুণ শর।
সে শর কেটে রাম তারে শর হানেন ভয়ঙ্কর॥
এইরূপে দুই বীরে আবার ঘোর যুদ্ধ হয়।
কাতর কভু রাম, কভু বা রাবণ দুরাশয়॥

একবার রাম কাতর এমন হলেন রাবণ-বাণে।
শক্তিও তাঁর রইলো না আর চাইতে রাবণ-পানে॥
তার পরে রাম হেনে রাগে বাণ সে খরধার।
রাবণ রাজার মুণ্ড কেটে ফেললেন কয়বার॥
কিন্তু কাটেন যত বারই মুণ্ড রাবণের।
কি দুর্ভোগ এ, তত বারই মুণ্ড গজায় ফের!॥
তবে কি এ মহাপাপীর মৃত্যু মোটেই নাই?।
দেখে শুনে রামের মনে ভাবনা হলো তাই॥

মাতলি কন রঘুবরে দেখিয়া চিন্তিত।
'রাবণ রাজার মৃত্যু-সময় হলো উপস্থিত॥
মুণ্ড গেলে মুণ্ড গজায়, কাণ্ড চমৎকার।
ব্রহ্ম-অস্ত্র হানুন, মুণ্ড গজাবে না আর॥

মুনিবর অগস্ত্য আগেই দয়াগুণে তাঁর।
দিয়েছিলেন রামকে ব্রহ্ম-অস্ত্র উপহার॥
শুনিয়া মাতলির কথা, হতে পূর্ণ-কাম।
ধনুকে আজ যুড়লেন সেই ব্রহ্ম-অস্ত্র রাম॥
বিদ্যুৎ খেলিয়া যেন উঠলো ফলায় তার।
সভয়ে জীবজন্তু ওঠে করিয়া চীৎকার॥
উৎসাহে রাম মহাবেগে ছাড়েন সে বাণ রুখে।
বিদ্যুৎবৎ বিঁধলো সে বাণ রাবণ রাজার বুকে॥

বিস্তারি বিশ বাহু ভূমে পড়লো দশানন।
'জয় রাম' এই শব্দ করে হর্ষে বানরগণ॥
দেবতা গন্ধর্ব ঋষি তুষ্ট অতিশয়।
স্বর্গ থেকে চন্দন আর ফুল বৃষ্টি হয়॥

বিভীষণের খেদ ও রাবণের সৎকার

হত হয়ে ভূমিতলে পড়লে রাবণ বীর।
দেখে তাহা বিভীষণের নয়নে বয় নীর॥
দোষ যা ছিলো ভুলে এখন গেলেন মতিমান।
গুণ যা ছিলো, তাই ভেবে তাঁর আকুল হলো প্রাণ॥

অন্তঃপুর ছেড়ে তখন এসে রণস্থলে।
রাণীরা সব বিলাপ করেন ভেসে নয়নজলে॥
মহিষী তাঁর মন্দোদরী—ইন্দ্রজিতের মা।
ভূঁয়ে লুটে কাঁদেন শোকে, বুকে মারেন ঘা॥
ফিরে দিতে সীতা তিনি বলেছিলেন কত।
আহা, যদি সেই সময়ে সে কাজ করা হতো॥
তা হলে কি হয় রাবণের শেষে এমন গতি।
তা হলে কি কাঁদে আজ এই মন্দোদরী সতী॥

রাম এই সব দেখে ডেকে বলেন বিভীষণে।
'মিত্র, তুমি সান্ত্বনা দাও রাবণ-নারীগণে॥
শেষ কর এই রাবণ রাজার সত্বরে সৎকার।
এখন তাঁহার সঙ্গে আমার শত্রুতা নাই আর॥
ইন্দ্রাদি দেবতা ছিলেন যার ভয়ে অস্থির।
নিশ্চয় সেই রাবণ রাজা ছিলেন মহাবীর॥'

রামের আদেশ পেয়ে ত্বরায় মিত্র বিভীষণ।
পরাইলেন পট্টবস্ত্র রাবণে তখন॥
পুষ্পমাল্য আর পতাকায় শোভন স্বর্ণযানে।
শ্মশানভূমে নিয়ে তাঁরে গেলেন সসম্মানে॥
সাজাইয়া চন্দন-কাঠ চিতায় ভারে ভার।
সমারোহে রাবণ রাজার সাধিলা সৎকার॥

সীতার উদ্ধার

লঙ্কারাজ্য বিভীষণে করলেন রাম দান।
আদেশে তাঁর সীতার কাছে গেলেন হনূমান॥
রুক্ষ কেশে মলিন বেশে অশোকবনে তাঁয়।
দেখে হনূ প্রণাম আগে করলেন তাঁর পায়॥
তার পরেতে রাবণ-বধের দিলেন সমাচার।
নির্বাক নিস্তব্ধ সীতা—স্বপ্ন যেন তাঁর॥
কিছু পরে ঘুচলে তাঁহার দেহের অবসাদ।
কত মতে হনূমানে করেন আশীর্বাদ॥

আনতে সীতায় রামের আদেশ পেয়ে বিভীষণ।
গিয়ে সীতার কাছে সকল করেন নিবেদন॥
স্নান করায়ে বসন-ভূষণ পরাইয়া তাঁয়।
রামের কাছে নিয়ে গেলেন সোনার শিবিকায়॥
বহুদিনের পরে দেখে আবার পতির মুখ।
না জানি, আজ সীতার মনে হলো কতই সুখ!॥
কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে না কি সুধুই দুঃখ-ক্লেশ।
ঘুম ভাঙিতেই হলো যেন সুখের স্বপন শেষ॥

রাম বললেন, 'শুন, সীতা, রাবণ দুরাচার।
হরণ করেছিলো তোমায়, শাস্তি দিলেম তার॥
বন্ধুগণের সাহায্য আজ সফল হলো মোর।
নিজের অযশ, কুলের গ্লানি ঘুচাইলাম ঘোর॥
যা ছিলো কর্তব্য আমার সকল হলো সায়।
যেতে পারো এখন তুমি ইচ্ছা যেথা যায়॥'

সীতার অগ্নি-পরীক্ষা

জীবন ধরেছিলেন সীতা সয়ে অনেক দুখ।
আজকে রামের কথায় তাঁহার ভেঙে গেল বুক॥
বললেন লক্ষ্মণে সীতা, শুন দেবর-রাজ।
আগুন জ্বেলে দাও, জুড়াবো সকল জ্বালা আজ॥

লক্ষ্মণ জ্বলিতেছিলেন মনের ক্ষোভে রাগে।
আগুন জ্বেলে দিলেন তিনি সবার সমুখভাগে॥
ঘুচাইতে তখন সীতা সকল জ্বালা-তাপ।
প্রফুল্ল বদনে দিলেন সেই আগুনে ঝাঁপ॥
একটু পরেই দেখে সবে গেলো অবাক হয়ে।
উঠলেন দেব অগ্নি নিজে সীতায় কোলে লয়ে॥
যেমন পুষ্প-মাল্য বস্ত্র গায়ের অলঙ্কার।
ছিলো সীতার, হয় নি কিছুই এদিক ওদিক তার॥
রামেরে দেব অগ্নি তখন কহেন সবিশেষ।
'দেহে কিংবা মনে সীতার নাই-কো পাপের লেশ॥
এই নাও রাম, সীতায় তোমার, হও গে সুখী নিয়ে।'
এই বলে দেব অগ্নি গেলেন আগুনে মিলিয়ে॥

সুখী হলেন আবার তখন সীতায় লয়ে রাম।
তাই দেখে সকলে হলো পূর্ণ-মনস্কাম ॥

রামকে দেবগণের অভিনন্দন

ত্রিভুবনে কাঁপতো সবাই রাবণ রাজার নামে।
মলো রাবণ, ভেটিতে তাই এলো সবাই রামে ॥
এলেন সেথা দেবতা সব—উজল আকাশ-পথ।
সঙ্গে তাঁদের আসিয়াছেন রাজা দশরথ ॥
পিতায় দেখে করলে প্রণাম, রামে বলেন তিনি।
'সাধলে মহৎ কার্য, বাপু, রাক্ষসেরে জিনি ॥
সুরাসুর-গন্ধর্ব-মুখে আজি তোমার নাম।
তোমা হেন পুত্র পেয়ে ধন্য হলেম, রাম ॥
চৌদ্দ বছর পূর্ণ তোমার হলো পরীক্ষার।
যাও বাছা অযোধ্যা, গিয়ে নাও রাজ্যভার ॥'
এই না বলে প্রীতিভরে লক্ষণ আর রামে।
আশিস করে ফিরে তিনি গেলেন অমর-ধামে ॥

ইন্দ্র বলেন রামকে, 'শুন, হে রাম রঘুবর।
তুষ্ট তোমার কাজে মোরা, লও অভীষ্ট বর ॥'
রাম বললেন, 'কৃপা যদি কর, দেবরাজ।
যে সব বানর যুদ্ধে মলো করতে আমার কাজ ॥
বেঁচে উঠুক তারা আবার দেহে পেয়ে বল।
সচ্ছল হোক দেশে তাদের ফল-ফুল আর জল ॥'
'তাই হোক' এই বলে গেলেন ইন্দ্র নিজস্থান।
বসলো উঠে বানর সকল আবার পেয়ে প্রাণ ॥

লঙ্কার কাজ যা ছিলো তা হলো এখন শেষ।
বনবাসের দিন ফুরালো, ফিরলেই হয় দেশ ॥

রামের অযোধ্যা-প্রত্যাগমন ও রাজ্যাভিষেক

পরদিনই দেশে যেতে করলেন রাম মন।
পুষ্পক রথ এনে যোগান মিত্র বিভীষণ ॥
রাবণ রাজার পুষ্পক-রথ আকাশ-পথে ধায়।
সমুখভাগে সুন্দর শ্বেত-হংস শোভা পায় ॥
বিদায় নিয়ে তখন সবাই সেই রথেতে উঠে।
যাত্রা করেন—পুষ্পক-রথ পবন-বেগে ছুটে।
সাগর পাহাড় হ্রদ নদী সব ছাড়িয়ে সে রথ শেষে।
থামলো মুনি ভরদ্বাজের আশ্রমেতে এসে ॥

সেইখানেতে কাটলো সেদিন মুনির সমাদরে।
খবর দিতে ছুটলো হনূ অযোধ্যা নগরে ॥
পথে গুহ মিতায় হনূ খবর গেলো দিয়ে।
ভরতেরে খবর দিলো নন্দিগ্রামে গিয়ে ॥
রাম এসেছেন কাছেই, শুনে ভরত গেলেন ছুটে।
দেখা পেয়েই পড়লেন তাঁর চরণ-তলে লুটে ॥
রাম তাঁহারে বক্ষে ধরেন আগ্রহে অস্থির।
দুই ভাইয়েরই চক্ষে তখন আনন্দে বয় নীর ॥
রাম লক্ষ্মণ সীতা এসে রাণীমাতাগণে।
প্রণাম করেন,—আজ মায়েদের হর্ষ কত মনে! ॥

খড়ম দুটি চেয়ে এনে রামের নিকট থেকে।
করতেন রাজকার্য ভরত সিংহাসনে রেখে ॥

মাথায় করে আজ সে ছুটি এনে পুনরায়।
ভক্তিভরে পরিয়ে দিলেন রামের ছুটি পায় ॥
বললেন, 'চায় ভৃত্য ভরত প্রসাদ আপনার।
নিজের হাতে নাও, দাদা, আজ নিজের রাজ্যভার ॥'
রাম বললেন, 'তাই হবে, ভাই, চিন্তা তোমার নাই।'
সবাই বলে, ভরত বটে ভাইয়ের মতো ভাই ॥

তার পরে বশিষ্ঠ মুনি কুলের পুরোহিত।
আরো কত মুনি ঋষি হয়ে উপস্থিত ॥
সীতার সনে রামকে করেন রাজ্যে অভিষেক।
প্রজার মনে হলো অপার হর্ষের উদ্রেক ॥
প্রতি গৃহ সজ্জিত আর আলোয় আলোকিত।
নগর যুড়ে ঘরে ঘরে হয় নৃত্য-গীত ॥
সুগ্রীব বিভীষণ হনূ আরো কতই জন।
এসেছিলেন যাঁরা, পেলেন আমোদ বিলক্ষণ ॥
বিদায় নিয়ে গেলেন তাঁরা ছুই-এক দিন থাকি।
সকল হলো বলা, কেবল একটি কথা বাকি ॥
প্রজার পালন করেছিলেন এমন করে রাম।
রাজার মাঝে আজও তাঁহার সবার উপর নাম ॥
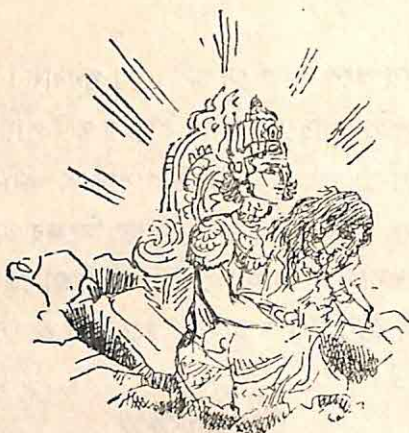
উত্তরকাণ্ড

* * * * * * * * * * * * * * *

সীতা ও রামের কথোপকথন

প্রজার সুখ আর শান্তির আশ লয়ে শুধু বুকে।
অনেক বর্ষ রাজত্ব রাম করলেন বেশ সুখে॥
সীতা করেন দেবার্চনা, শাশুড়ীদের সেবা।
দেবরগণের তত্ত্বাবধান আর পরিজন যে বা॥
ছোট-বড় আত্মীয়-জন, দাস-দাসী আর যত।
সীতার গুণে সবাই তাঁহার পরম অনুগত॥
এমন গুণের সীতায় লয়ে পরম সুখী রাম।
অযোধ্যা তাঁর কাছে যেন স্বর্গ সুখধাম॥

এই সময়ে গর্ভবতী হলেন সীতা সতী।
প্রফুল্ল তাঁয় রাখতে রামও যত্ন করেন অতি॥
জিজ্ঞাসিলেন একদিন রাম সীতায় প্রীতি-ভরে।
'মনে এখন কি সাধ তোমার, বল সীতা মোরে॥'
শুনে সীতা হর্ষে বলেন, 'সাধ হয় মোর মনে।
গঙ্গাতীরে গিয়ে দিনেক থাকতে তপোবনে॥

কি পবিত্র তপস্বী আর তপস্বিনীগণ।
অতিথিদের প্রতি তাঁদের কেমন আচরণ! ॥
বনবাসের কালে, আহা, তাঁদের করুণার।
পরিচয় যা পেয়েছি, তা ভুলবো না-কো আর ॥'
রাম বললেন, 'এই ত শুধু, এর জন্য আর।
প্রিয়তমা, সঙ্কোচ বা চিন্তা কি তোমার ॥
কালই তুমি মুনিগণের আশ্রমেতে গিয়ে।
সুখী হতে পারবে তাঁদের চরণ-ধূলি নিয়ে ॥'
রামের কথা শুনে সীতার হর্ষ বড় মনে।
কাল সকালে যাবেন তিনি মুনির তপোবনে ॥
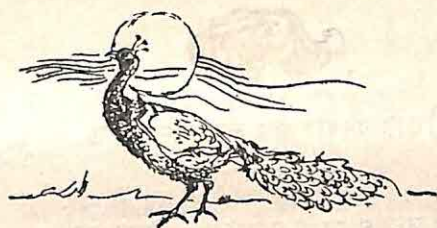
সীতার সম্বন্ধে রামের লোকাপবাদ-শ্রবণ

অন্তঃপুর ছেড়ে তখন মাঝ-মহলে গিয়ে।
বসলেন রাম আনন্দে তাঁর বন্ধুগণে নিয়ে ॥
নানা কথার আলোচনা, হাস্য-পরিহাস।
পরস্পরে করেন—মনে সবারি উল্লাস ॥
সব সময়ই প্রজাগণের বুঝে অভিপ্রায়।
রাজ্যপালন করতে না-কি মনটি রামের চায় ॥
জিজ্ঞাসিলেন মিত্রগণে কথায় কথায় তাই।
'রাজ্যে কি হয় আলোচনা শুনতে আমি চাই ॥
আমি কিংবা লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘন।
কার বিষয়ে কেমন কথা বলে প্রজাগণ? ॥

মাতৃগণ আর সীতার প্রতি কেমন মনের ভাব।
এ সব জেনে কার্য্য করা ভাবি পরম লাভ॥
তোমরা যদি এ সব মোরে জানাও সমুদয়।
প্রজাগণে তুষ্ট রাখা বড়ই সহজ হয়॥'
ভদ্র নামে মিত্র জনৈক তখন ধীরে কয়।
'রাজার গুণ আর শৌর্য্য-কথা সমস্ত দেশময়॥
দুশ্চরিত্র রাবণ-গৃহে ছিলেন সীতা রাণী
এই কথা নে সকলে যা করে কানাকানি॥
জননী জানকীর জানি নাই-কো পাপের লেশ।
তাই হেন রটনা শুনে হৃদয়ে পাই ক্লেশ॥'

সীতার বনবাস জন্য ভ্রাতৃগণের প্রতি রামের আদেশ

শুনে কথা দারুণ ব্যথা বাজলো রামের বুকে।
পড়লো বিষাদ-মেঘের ছায়া প্রফুল্ল চাঁদমুখে॥
মিষ্টভাষে বিদায় দিয়ে তখন মিত্রগণে।
ডাকাইলেন লক্ষ্মণ আর ভরত-শত্রুঘনে॥
এসে তাঁরা ভক্তিভরে প্রণাম করেন তাঁয়।
দেখলেন মুখ রাহুগ্রস্ত শশধরের প্রায়॥
উদ্বেগে প্রাণ পূর্ণ তাঁহার, নয়ন-কোণে জল।
স্থির-গম্ভীর মূর্তি যেন অটল হিমাচল॥
রামের অতি প্রিয় তাঁরা, ভয় পাইলেন তবু।
দাদার এমন মূর্তি কেহ দেখেন না ত কভু॥
তিন ভায়ে সম্মুখে তাঁহার রহেন যোড়পাণি।
দাদার মুখে কি কথা আজ শুনবেন না জানি॥

রাম তাঁহাদের বসতে বলে সবে আদর করে।
বললেন তার পরে অতি ধীর-গম্ভীর স্বরে ॥
'তোমরা আমার দেহ রে, ভাই, তোমরা আমার প্রাণ।
পালন করি রাজ্য, ইহাও তোমাদেরি দান ॥
বিখ্যাত ইক্ষ্বাকু-কুলে জন্ম মোদের হয়।
এই বংশের কীর্তি-কথা যেন মনে রয় ॥
ধর্মে রত জনক রাজা, কন্যা তাঁহার সীতা।
তাঁর চরিত্র জান ত, ভাই, বলবো আমি কি তা ॥
দুষ্ট রাবণ লঙ্কায় তাঁয় রেখেছিলো বলে।
অযোধ্যাতে নর কি নারী নানা কথা বলে ॥

প্রজার পালন আর তুষ্টি রাজারই হয় কাজ।
তাই সে-দিকে দৃষ্টি আমার বড়ই বেশি আজ ॥
জীবন দিতে পারি আমি রাখতে কুলের মান।
তোমাদেরো ছাড়তে পারি—তোমরা আমার প্রাণ ॥
তাই বলি তমসার তটে বাল্মীকি-আশ্রমে।
ত্যাগ করিয়া এস সীতায়—বাঁচাও কোন ক্রমে ॥
কালকে তাঁহার যাবার কথাও আছে তপোবনে।
চিরতরে তাই হোক্, ভাই লক্ষ্মণ, এক্ষণে ॥'

শুনে কথা দারুণ ব্যথা পেলেন তাঁরা বুকে।
স্তব্ধ হয়ে রৈলেন, বাক্ সরলো না-কো মুখে ॥
বুঝেছিলেন অনুরোধে কোন ফল আর নাই।
প্রণাম করে ক্ষুণ্ণমনে ফিরে গেলেন তাই ॥

সীতার বনবাস

সকাল হতেই সুমন্ত্র রথ আনলে সাজাইয়ে।
সীতা দেবী আর লক্ষ্মণ উঠলেন তায় গিয়ে ॥
এলেন না রাম বলে সীতা ক্ষুণ্ন কিছু মনে।
তবু সুখী, দিচ্ছেন তাঁয় পাঠিয়ে তপোবনে ॥
ঋষি-বালক-বালিকা আর ঋষিপত্নীগণ।
সম্ভাষিতে নিলেন সীতা বস্ত্র-আভরণ ॥
রথ চলিল ; তমসা-তট অনেক দূরের পথ।
সন্ধ্যায় গোমতী-তীরে রইলো সে-দিন রথ ॥
সকাল হতেই আবার রথে করেন তাঁরা গতি।
অর্দ্ধেক দিন পরে দেখা গেলো ভাগীরথী ॥
সুমন্ত্র রথ নিয়ে তখন রইলেন সেইখানে।
জানকী আর লক্ষ্মণ পার হলেন তরী-যানে ॥
পারে উঠে লক্ষ্মণেরো মতো হেন বীর।
অবোধ শিশুর মতো হলেন কাঁদিয়ে অস্থির ॥
কাতর হলেন হঠাৎ সীতা এ ভাব দেখে তাঁর।
আকুল হয়ে লক্ষ্মণেরে সুধান বারে বার ॥
পুনঃপুনঃ ক্ষমা চেয়ে প্রণাম করে' পায়।
লক্ষ্মণ সব কথা তখন খুলে বলেন তাঁয় ॥

শুনেই, সীতার মুখে যেন কে দিল নীল গুলে।
মুদে নয়ন মূর্ছাগত হলেন ভূমিতলে ॥
চেতনা তাঁর এলে পরে অনেক ক্ষণের পর।
ধীরে ধীরে বলেন, করুণ ভাঙা ভাঙা স্বর ॥—

'চিরদিনই মনে মনে ভালই জানি আমি।
পত্নীরূপে আমায় ভাল বাসিয়াছেন স্বামী ॥
তাঁর সুখ আর স্বস্তি বিনা প্রাণ কিছু না চায়।
নিজের সুখ আর দুঃখ বলি দিয়েছি তাঁর পায় ॥
বন্ধু তিনি, গুরু তিনি, দেবতা তিনি মোর।
ছিঁড়বে না তাঁর চরণ হতে মোর ভক্তি-ডোর ॥
কলঙ্ক তাঁর ঘোচে যদি আমি এলে বনে।
লক্ষ্মণ রে, তিলেক দুঃখ নাহি তাহে মনে ॥
কিন্তু যখন মুনিগণ আর মুনিপত্নীগণ।
জিজ্ঞাসিবেন, 'কেন তিনি তোমায় দিলেন বন ॥
কি বলবো তাই চিন্তা করে ফাটে আমার বুক।
কেমন করে তাঁদের কাছে দেখাবো এই মুখ! ॥
গর্ভে যদি সন্তান না ধরতেম রাক্ষসী।
সকল জ্বালা জুড়াইতাম গঙ্গাজলে পশি ॥'

ধৈর্য্য কিছু ধরি সীতা বলেন পুনর্বার।
'লক্ষ্মণ রে হউক পূর্ণ ইচ্ছা বিধাতার ॥
জানি আমি কর্মভূমি মাত্র ভূমণ্ডল।
কাজেই আমায় ভুগতে হবে নিজের কর্মফল ॥
এই জন্যই চাই না আমি দিতে কারো দোষ।
নাইকো আমার কারো উপর আক্ষেপ কি রোষ ॥
ভায়ের পরম ভক্ত তুমি, তাঁর, আজ্ঞাকারী।
আমার স্নেহের পাত্র, বাছা, মুছ নয়ন-বারি ॥
যাও বাছা অযোধ্যা তুমি, শীঘ্র পার যত।
মাতৃগণে দিও আমার প্রণাম শত শত ॥

ভূপতিরেও জানাইও প্রণাম আমার তুমি।
আদেশ তাঁহার শিরে ধরি রব বন-ভূমি ॥
ভগিনীদের সবে দিও আমার ভালবাসা।
দাস-দাসীদের সকলে, আর যে করে জিজ্ঞাসা ॥'
এই-না বলে লক্ষ্মণেরে বিদায় দিলেন সীতা।
লক্ষ্মণের যে কি ভাব তখন, বলবো খুলে কি তা ॥
কলের পুতুল নড়ে যেমন টিপলে পরে কল।
তেমনি লুটে সীতার পায়ে পড়েন অবিকল ॥
কতক্ষণের পরে আবার কলেই যেন উঠে।
দাঁড়াইলেন নির্বাক নিস্তব্ধ করপুটে ॥
তার পরে অযোধ্যা চলেন, দীর্ঘশ্বাস বুকে।
মাঝে মাঝে 'হায় হায়', এই শব্দ শুধু মুখে ॥

সীতার বাল্মীকি-আশ্রমে গমন

হেথায় সীতা বনের মাঝে কাঁদেন মনের ছুখে।
ঋষি-কুমারেরা এলো সেই দিকে কৌতুকে ॥
ব্যথা পেলে মনে তারা কান্না দেখে তাঁর।
ছুটে গিয়ে বাল্মীকিরে জানায় সমাচার ॥
ঋষি-কুমারগণের মুখে সকল কথা শুনি
যেথায় সীতা, ত্বরায় সেথা এলেন মহামুনি ॥
এসেই সেথা, স্নেহমাখা অতি মধুর স্বরে।
'এসেছো মা' বলেই মুনি বলেন তাহার পরে ॥
'কে যে তুমি জানি আমি, কেন এলে বনে।

তাও জানি, মা, পাপ নাই-কো তোমার দেহ-মনে ॥
বনবাসে পাঠাইলেন তোমায় তোমার স্বামী।
যোগের বলে অনেক আগে তাও জেনেছি আমি ॥
বিনা দোষে দণ্ড তোমার, কষ্ট এতই তাতে।
পবিত্রতাময়ী মা গো এস আমার সাথে ॥
তাপসীদের কাছে আমি তোমার পরিচয়।
গিয়াই দিব, করো না, মা, সঙ্কোচ-সংশয় ॥'

মহামুনির স্নেহমাখা শুনে মধুর স্বর।
শান্তি যেন পেলেন সীতা অনেক ক্ষণের পর ॥
মুনির আদেশ শিরে ধরি ভক্তি-ভরা মনে।
ধীরে ধীরে চললেন সেই মুনিবরের সনে ॥
রাজার রাণী রইলেন গে তপোবনাশ্রয়ে।
তপস্বিনীগণের সাথে তপস্বিনী হয়ে ॥
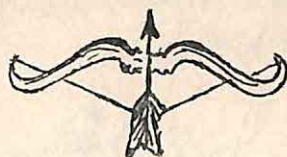
কুশ ও লব

গর্ভবতী সীতা সতী এলেন মুনির ঘরে।
যুগল কুমার প্রসবিলেন তার পাঁচ মাস পরে ।
শিশু দুটির অপরূপ এ রূপ কি মনোহর।
রূপের ছটায় আলো যেন করল মুনির ঘর ॥
বড় যেটি 'কুশ' হল নাম, ছোট সেটি 'লব'।
তাদের উপর মুনিবরের যত্ন অসম্ভব ॥
সীতার কত আনন্দ, হায় দেখে তাদের মুখ।
একেবারে গেলেন ভুলে নিজের যত দুখ ॥

বারো বছর বয়স যখন হলো বালকদের।
মুনির কাছে ফেললে শিখে বিদ্যা তারা ঢের ॥
সরল মধুর গাথায় মুনি গ্রন্থ রামায়ণ।
লিখেছিলেন, তাও মুখস্থ করিল দুই জন ॥
নিপুণ হাতে মূর্ছনা দে বীণায় তুলে তান।
রামের চরিত গাইত, সবার কেড়ে নিত প্রাণ ॥
রাম যে কে হন, বালক-দুটির ছিল না তা জানা।
তাদের কাছে বলতেও তা ছিল মুনির মানা ॥
তা না জানুক, বুঝতো তারা তিনি মহাজন।
তাঁর চরিত্র গেয়ে তাদের তুষ্ট হতো মন ॥
শুনে সে গান, ছেলে দুটির মুখের পানে চেয়ে।
নীরবে জল পড়তো সীতার নয়ন দুটি বেয়ে ॥

রামের অশ্বমেধ-যজ্ঞ

সৌমিত্রি ফেরেন যেদিন সীতায় দিয়ে বনে।
সেই দিন রাম বললেন তাঁয়—ক্ষুণ্ণ বড়ই মনে ॥
'রাজ-সভাতে চার দিন আজ বসতে পারি নাই।
তাই অনুতাপ মনে বড় জন্মিয়াছে ভাই ॥
আজ তুমি মোর পাত্র-মিত্র প্রজাগণে ডেকে।
সভার মাঝে আনাও, আমি তুষ্ট হব দেখে ॥
রাজা হয়ে রাজকার্য্যে অবহেলা যার।
ইহ-পরলোকে বিষম দুর্গতি হয় তার ॥'

তার পরদিন হতে তিনি বারো বছর আজ।
মনকে বেঁধে শক্ত করে করছেন রাজকাজ ॥
কিন্তু বিনা দোষে সতী সীতায় দিয়ে বনে।
তিলমাত্র শান্তি তাঁহার ছিল না-কো মনে ॥
রাজার যা কর্তব্য, কেবল রাখতে তাহার মান।
দিয়েছিলেন নিজের সুখ আর শান্তি বলিদান ॥
শান্তি গেছে, সংসারে নাই তেমন অনুরাগ।
ইচ্ছা হলো করেন তিনি অশ্বমেধের যাগ ॥
মুনিরা সায় দিলেন তাতে আনন্দিত মনে।
যজ্ঞস্থান রচা হলো নৈমিষ-কাননে ॥
সহধর্মিণীরে লয়ে যজ্ঞ করা চাই।
কিন্তু রামের সীতা ছাড়া পত্নী ত আর নাই ॥
তাই গড়িয়ে সোনার সীতা মনের অনুরাগে।
রাখলেন রাম যজ্ঞভূমে আপনার বামভাগে ॥
মুনি ঋষি রাজরাজড়া, ব্রাহ্মণাদি জাতি।
তায় হলো আবাহন সবার করে পাঁতি পাঁতি ॥

সমাদরে হলো নাকি সবার নিমন্ত্রণ।
মনের আনন্দেতে তাতেই এলো সকল জন ॥
সবাই এলো—লঙ্কা হতে মিত্র বিভীষণ।
কিষ্কিন্ধ্যা হতে এলেন সুগ্রীব সুজন ॥
হনূমান আর জাম্ববান ত সাথেই এলেন তাঁর।
কোথা থেকে এলো কত, নাম করিব কার ? ॥
দেখিয়া সেই যজ্ঞ আদর-আপ্যায়নে আর।
পরম সুখী হলো সবাই—মানলে চমৎকার ॥

যজ্ঞ রামের দেখতে এলো দীন-দরিদ্রগণ।
তুষ্ট খেয়ে-দেয়ে, পেয়ে মনের মতন ধন॥
বছর ঘুরে গেলো তবু যজ্ঞ করেন রাম।
দান-ধ্যান তার সঙ্গে সমান চললো অবিশ্রাম॥

কুশলবের রামায়ণ-গান

আদি কবি মহা-ঋষি বাল্মীকি সেই যাগে।
নিমন্ত্রিত হয়ে এলেন মনের অনুরাগে॥
তাঁহার সাথে এলো তাঁহার শিষ্যগণও সব।
মহানন্দে সেই সঙ্গে এলো কুশ আর লব॥
ফলমূলাদি খেয়ে দুভাই তুষ্ট হলে পরে।
মহামুনি মধুর বীণা দিলেন তাদের করে॥
বলে দিলেন, 'যজ্ঞভূমে স্থানে স্থানে যাও।
সুর মিলিয়ে দুই ভায়েতে রামের চরিত গাও॥
রাজা তিনি, আছি সবাই রাজ্যে সুখে তাঁর।
তাঁর গুণগান শুনলে হবে আনন্দ সবার॥
কেউ পরিচয় জানতে যদি করেন অভিলাষ।
বলবে যে—'বাল্মীকির শিষ্য, তাঁর কুটীরে বাস॥'

সুবোধ সরল বালক দুটি মুনির আদেশ পেয়ে।
আনন্দেতে বীণা হাতে চললো তখন ধেয়ে॥
শোভার ঘটা, মাথায় জটা, কাশায়-বসন-পরা।
গলায় ফুলের মালা দোলে পরিপাটি-করা॥
তালে তালে নৃত্য করে, নূপুর বাজে পায়।
মধুর বীণায় মধুর সুরে রামের চরিত গায়॥

দেখেই তাদের মুগ্ধ সবাই, শুনে আবার গান।
বালক দুটির কাছে যেন পাঠিয়ে দিল প্রাণ॥
দাঁড়িয়ে বসে যেমন ভাবে যে যেখানে ছিল।
নড়িল না একটুও কেউ, একটু না সরিল॥
মুখেও কারো একটি কথা হলো না বাহির।
পড়লে নিশাস তাও শোনা যায় এমনি সভা থির॥
দেখলেন রাম যখন তাদের, শুনলেন সেই গান।
মোহিত হলেন, প্রাণের মাঝে এলো কেমন টান॥
আদেশ দিলেন দিতে তাদের এনে বহু ধন।
বিনয় করে রাজায় তারা সম্ভাষে তখন॥—
'মহারাজের দয়াই মোদের যথেষ্ট সম্বল।
বনে থাকি, ফলমূল খাই, ধনে কি বা ফল! ॥'

কথায় তাদের তুষ্টও খুব হলেন তখন রাম।
জিজ্ঞাসিলেন কি নাম তাদের, কোথায় তাদের ধাম॥
'কুশ আর লব নাম আমাদের' বলে হরষ মনে।
'মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্য, থাকি তপোবনে॥'

ছাড়তে যেন দুই বালকে চায় না রামের প্রাণ।
সভা করে আরো কদিন শুনলেন রাম গান॥
ক্রমে কুশ আর লবের বিষয় তত্ত্ব করে করে।
সীতার যুগল কুমার তারা বুঝলেন তা পরে॥
জন্মিল কুশ-লবের উপর স্নেহ অপার তাঁর।
দূত পাঠিয়ে বাল্মীকিরে দিলেন সমাচার॥—

'নিষ্পাপ যে সীতা তাহা দেখান যদি সবে।
গৃহে তাঁরে নিয়ে আমি সুখী হবো তবে ॥'

দূতের মুখে রামের কথা শুনে মুনিবর।
সীতার শুভাদৃষ্ট ভাবি আনন্দ-অন্তর ॥
বলেন দূতে, 'পতি ছাড়া সতীর গতি নাই।
ইচ্ছা রামের পূর্ণ হউক, আমিও তাই চাই ॥'
দূত গে রামে খবর দিল বললেন যা মুনি।
বললেন সভাস্থ সবে রাম সে কথা শুনি ॥—
'কাল আগমন যাচি আমি প্রভাতে সবার।
নিষ্পাপ যে সীতা, তিনি প্রমাণ দিবেন তার ॥'

সীতার পাতাল-প্রবেশ

সকাল হলো যজ্ঞভূমে গেলেন তখন রাম।
দেখলেন লোক দলে দলে আসছে অবিরাম ॥
মুনি ঋষি রাজা কত সভায় উপস্থিত।
করলেন রাম সকলেরি যত্ন যথোচিত ॥
এমন সময় দেখলে সবাই আগ্রহে চাহিয়া।
আসছেন বাল্মীকি মুনি সীতায় সাথে নিয়া ॥
মুনি ত নয়—সূর্য্য যেন পড়লো ভূমে খসি।
পিছে সীতা—মেঘ-ঢাকা ঠিক পূর্ণিমার শশী ॥
রামের চরণ চিন্তা সীতার, দৃষ্টি ধরাতলে।
প্রবেশিলেন কৃতাঞ্জলি হয়ে সভাস্থলে ॥
দেখে সীতায় সকল লোকে করে সাধুবাদ।
তাঁর দুখে আজ সকলেরি অন্তরে বিষাদ ॥

তখন গভীর স্বরে মুনি রামকে বলেন ডেকে।
সভাস্থ লোক শোনে তাহা স্তব্ধ হয়ে থেকে ॥—
'দেখ রাম, এই পাপ-লেশ-মাত্র-বিরহিতা।
পবিত্রতাময়ী তোমার পতিব্রতা সীতা ॥
পবিত্র করিতে বুঝি আমার তপোবন।
রেখে এলেন সেথায় এঁরে আপনি লক্ষ্মণ ॥
পঞ্চমাসের গর্ভবতী ছিলেন তখন ইনি।
আর পঞ্চমাসে হলেন পুত্র-প্রসবিনী ॥
তোমার মুখাকৃতি লয়ে, তোমার অবয়ব।
জন্মিল দুই পুত্র, দিলাম নাম কুশ আর লব ॥
মোর প্রচেতার বংশে জন্ম, গৌরব এ রাখি।
মিথ্যা হতে সর্বদা রাম বহুদূরে থাকি ॥
নারীকুলের গর্ব সীতা, জানি আমি বেশ।
দেহে মনে—কিছুতে এঁর নাইকো পাপের লেশ ॥
কথায় আমার বিন্দুমাত্র মিথ্যা যদি রয়।
জীবনব্যাপী তপস্যাফল এখনি হোক লয় ॥
সতীর নিশ্বাসেতে কাঁপে সমস্ত সংসার।
প্রলয়-প্লাবন আপনি ঘটে চোখের জলে তাঁর ॥
তাই বলি, রাম, রাজ্যের আর নিজের শুভ তরে।
অবিলম্বে সাধ্বী সতী সীতায় লহ ঘরে ॥'

রাম তা শুনে মুনিবরে কহেন যোড়পাণি।
'সীতা যে পরমা সাধ্বী আমি তা বেশ জানি ॥
পাছে প্রজার সন্দেহে মোর রাজ্যে পশে পাপ।
সেই ভয়ে, মুনিবর, মনে সইছি কেবল তাপ ॥

ভ্রম ঘুচাতে আমার সীতা একবার লঙ্কায়।
প্রবেশ করে অগ্নিমাঝে রক্ষা পেলেন তায় ॥
অযোধ্যায় তা দেখে নি কেউ, সন্দেহ তাই করে।
ঘুচিয়ে সে সন্দেহ সীতা আসুন আমার ঘরে ॥
এই অভিলাষ আমার, মুনি, অন্য কিছুই নয়।
রক্ষা করুন আপনি মোরে—আমার অনুনয়।'

তখন সীতা বুঝলেন বেশ রামের মনের কথা।
শীর্ণ দেহে জীর্ণ বুকে পেলেন বড় ব্যথা ॥
রাজার রাণী মহাসভা-সাগর-মাঝে এসে।
বুঝলেন একান্তে তিনি কুটির মতো ভেসে॥
অপমান আর অভিমানে হয়ে জর্জরিতা।
যুক্তকরে ভূমি পরে চেয়ে বলেন সীতা ॥—

'রাম ছাড়া যদি অন্যে না থাকি ভাবিয়া মনে
সেই পুণ্যে এই ভিক্ষা চাই।
ভিন্ন হও মা বসুন্ধরা, দাও মা কোলে ঠাঁই ॥
'কায়মনোবাক্যে আমি যদি পুজে থাকি স্বামী,
সেই পুণ্যে এই ভিক্ষা চাই।
ভিন্ন হও মা বসুন্ধরা, দাও মা কোলে ঠাঁই ॥'
'রাম ছাড়া নাহি জানি, যদি ইহা সত্য বাণী,
সেই পুণ্যে এই ভিক্ষা চাই।
ভিন্ন হও মা বসুন্ধরা, দাও মা কোলে ঠাঁই ॥'

যেই হলো শেষ সীতাদেবীর সতীত্ব-শপথ।
মাটি ফেটে উঠলো তখন পাতাল থেকে রথ ॥

দিব্য রত্ন-সিংহাসন এক বিরাজ করে তায়।
ধরিত্রী হাত বাড়িয়ে দিলেন—'আয় মা, কোলে আয়।'
প্রফুল্ল মুখ, তখন সীতা উঠলেন গে রথে।
নিমেষে তাঁয় নিয়ে সে রথ চললো পাতাল-পথে ॥
চৌদিকে বয় সুখস্পর্শ সুগন্ধ পবন।
আকাশ হতে পুষ্পবৃষ্টি করেন অমরগণ ॥

মাতৃগণের স্বর্গারোহণ এবং ভরত-লক্ষ্মণ-পুত্রগণের
রাজ্যাভিষেক

পাতালপুরে গেলেন সীতা, অবাক হয়ে তায়।
মাটির দিকে কেউ দেখে, কেউ রামের পানে চায় ॥
'সীতা—সীতা—কোথায় সীতা—কেন মোরে বাম।'
উন্মত্তের মতো চাহেন চারিদিকে রাম ॥
সুনীল আঁখি ছল-ছল, রক্তজবার প্রায়।
বুক ফেটে আজ প্রাণ বুঝি তাঁর বাহির হতে চায় ॥
কতই সান্ত্বনাতে বটে হলেন কিছু স্থির।
কুশ-লবের কথা ভেবে চক্ষে বহে নীর ॥
মা ছাড়া আর পৃথিবীতে জানতো না-কো তারা।
চলে গেলেন আজকে সে মা, কেঁদে হলো সারা ॥
তাই তাহাদের কাছে লয়ে বাল্মীকি আশ্রমে।
নিশি-যাপন করলেন রাম সে-দিন কোন ক্রমে ॥

শান্তি-আশে ইহার পরে যজ্ঞ কত রাম।
করলেন যে অগ্নিষ্টোম আদি নানা নাম ॥
প্রতি যজ্ঞে স্বর্ণময়ী প্রতিমা সীতার।
করতেন প্রতিষ্ঠা তিনি বামভাগেতে তাঁর ॥

এই রকমে বছর পরে কত বছর ঘুরে।
জননী কৌশল্যা তাঁহার গেলেন অমরপুরে ॥
সুমিত্রা কৈকেয়ী মাতা গেলেন তাহার পরে।
সব রকমে মায়ার বাঁধন খাটো হলো ঘরে ॥

রামের আদেশ পেয়ে ভরত দুই পুত্রে তাঁর।
নূতন দুটি রাজ্য দিলেন করে অধিকার ॥
এই রকমে লক্ষ্মণেরো পুত্র দুটির তরে।
স্থাপন হলো রাজ্য দুটি ইহার কিছু পরে ॥
সাঙ্গ ধরার কার্য্য রামের, নাই কিছু আর বাকি।
তাতেই যেন এখন শুধু স্বর্গ-পানে আঁখি ॥

কালের আগমন

এর পরেতে একদিন কাল এসে মুনিবেশে।
দাঁড়াইলেন রামচন্দ্র রাজার দ্বারদেশে ॥
সৌমিত্রি মধুর ভাষে জিজ্ঞাসিলেন তাঁয়।
কোথা হতে এলেন তিনি, কি বা অভিপ্রায় ॥
মুনিরূপী কাল বললেন, 'রামচন্দ্রের কাছে।
এলাম আমি, তাঁহার সাথে বিশেষ কথা আছে ॥'

অনুমতি এনে তখন লক্ষ্মণ সত্বর।
মুনিকে নে গেলেন যেথা আছেন রঘুবর ॥
মুনিবেশী গেলে সেথায় বসতে বলে তাঁয়।
জিজ্ঞাসিলেন রাম তাঁহারে, কি তাঁর অভিপ্রায় ॥
মুনিবেশী বললেন, 'রাম, অন্য বাধা নাই।
বড়ই গোপনীয় কথা, নির্জন ঠাঁই চাই ॥

আমাদের এ কথার সময় এলে কোনও জন।
ত্যাগ করিবেন আপনি তায়, করুন আগে পণ॥'

'ক্ষতি কি তায়, তাই হবে' এই বলে মুনিবরে।
লক্ষ্মণে ভার দিলেন তিনি দ্বার-রক্ষার তরে॥
নির্জন স্থান পেয়ে তখন কাল বললেন রামে।
'বিধাতার আদেশে আজি এলাম তোমার ধামে॥
সাঙ্গ ধরার কার্য্য তোমার হয়েছে ত, প্রভু।
মিছামিছি এখানে আর কি কাজ থেকে তবু॥'

দুর্বাসার আগমন

কালের সাথে রামের যখন হচ্ছিল এই কথা।
দুর্বাসা আসিলেন দ্বারে লক্ষ্মণ বীর যথা॥
বড়ই ক্রোধী মুনি, তাঁহার কোষ্ঠীতে নাই মাপ।
অল্পেই যান চটে তাঁহার কথায় কথায় শাপ॥
দুয়ারে লক্ষ্মণকে দেখে বলেন আদেশ করে।
'কোন্‌খানে রাম ? শীঘ্র সেথা নিয়ে চল মোরে॥'

লক্ষ্মণ কন বিনয় করে মুনিবরের প্রতি।
'নাইকো এখন তাঁর কাছে মোর যেতে অনুমতি॥
বিশ্রাম নিন একটু হেথা আপনি মুনিবর।
রামের কাছে আপনারে নে যাবো ক্ষণেক পর॥'

এই-না শুনেই অগ্নি সমান জ্বলিয়া দুর্বাসা।
রক্ত-আঁখি লক্ষ্মণেরে বলেন পরুষ ভাষা॥

'দর্প এতই—কর তুমি আমার অপমান।
জান না যে রোষে আমার কাহারো নাই ত্রাণ ?॥
হবে না আর তোমায় যেতে, দেখ দাঁড়াইয়া।
ধ্বংস করি বংশ আমি এখনি শাপ দিয়া॥'

লক্ষ্মণ তাঁর মূর্তি দেখে কথা শুনে আর।
বুঝলেন এ বিপদে নাই কিছুতে নিস্তার॥
বংশ-নাশের চেয়ে বরং ভাল নিজের নাশ।
শান্ত করি মুনিরে তাই গেলেন রামের পাশ॥

যেতেই তিনি বিদায় নিলেন মুনিবেশী কাল।
রামকে জানান লক্ষ্মণ যা ঘটিল জঞ্জাল॥
শুনে তা রাম ব্যস্ত হয়ে এলেন মুনির কাছে।
পাদ্য অর্ঘ্য আসন দিয়ে জিজ্ঞাসিলেন পাছে॥—
'কি বা মানস করে আজি এলেন মুনিবর ?।'
মুনি বলেন, 'ভোজন করাও আমারে সত্বর॥
কাটাইলাম অনশনের ব্রতে বহু কাল।
ব্রত পূর্ণ—ক্ষুধার্ত এ বিশীর্ণ কঙ্কাল॥'
রাম তা শুনে ভোজন তাঁরে করান মনের সুখে।
খেয়ে দেয়ে গেলেন মুনি হরতুকী দে মুখে॥

লক্ষ্মণ-বর্জন

মুনি তখন তুষ্ট হয়ে গেলে নিজ ধাম।
মনে মনে কালের বাণী চিন্তা করেন রাম॥
এসে তখন লক্ষ্মণ কন যুড়ে দুটি পাণি।
'অন্যথা না হবে, দাদা, কভু তোমার বাণী॥

চিরদিনই করিয়াছ সত্যের সম্মান।
সত্য হেতু দিতে পার অনায়াসে প্রাণ॥
পিতার সত্যপালন তরে গিয়ে তুমি বনে।
সত্য কি ধন, দেখাইলে মর্ত্যবাসী জনে॥
সকল ক্ষেত্রে সংসারেতে সত্যই যে সার।
দেখাও তাহা আমারে আজ করি পরিহার॥'

চিরদুখের সঙ্গী যে ভাই, ছাড়তে তারে আজ।
দারুণ বেগে রামের বুকে পড়লো যেন বাজ॥
কিন্তু সত্যরক্ষা-তরে তাতেও তিনি রাজি।
লক্ষ্মণে কন, 'ভাই রে তোমায় ত্যাগ করিলাম আজি॥'

শেষ বিদায় এই—লক্ষ্মণ না গৃহে গেলেন ফিরে।
চিন্তিয়া সরযূ হ্রদে চললেন তার তীরে॥
আচমন করিয়া তাহার সুপবিত্র জলে।
সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরোধ করলেন যোগবলে॥
ক্রমে হয়ে এলো তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস থির।
মহাযোগে মগ্ন তখন হলেন মহাবীর॥
স্বর্গ হতে মর্ত্যে তখন সুন্দর রথ নামে।
বিষ্ণুর এক অংশ আজি গেলেন অমর-ধামে॥

মহাপ্রস্থানের আয়োজন

বিদায় দিয়ে লক্ষ্মণে রাম কাতর হলেন বড়।
বশিষ্ঠ আর পাত্র-মিত্র ডেকে করেন জড়॥
বললেন রাম, 'বাসনা এই করিয়াছি মনে
ভরতেরে রাজ্য দিয়ে যাবো আমি বনে॥'

ভরত বলেন, 'দাদা, আমি তোমায় শুধু চাই।
কুশ-লবে রাজ্য দিয়ে চলুন বনে যাই॥'
মাতৃহারা কুশ-লবের অপূর্ণ সব সাধ।
কোলে লয়ে রাম তাহাদের করেন আশীর্বাদ॥
রাজ্য নিরূপিত হলে তাঁহারা প্রত্যেক।
বসলেন সেই রাজ্যে—হলো রাজ্য-অভিষেক॥

রাজত্ব শত্রুঘ্ন তখন করেন মথুরায়।
দূত পাঠালেন আনতে অতি সত্বরে রাম তাঁয়॥
অনুমতি পেয়ে সে দূত শীঘ্র সেথা গিয়ে।
সকল কথা শত্রুঘনে বললে বিবরিয়ে॥
কুলক্ষয়ের লক্ষণ এ বুঝি বিলক্ষণ।
সত্বর হইলেন অতি সুবোধ শত্রুঘন॥
দুই পুত্রে দুই রাজ্য করে তখন দান॥
অযোধ্যা-উদ্দেশ্যে নিজে করেন প্রস্থান॥

পৌঁছিয়ে অযোধ্যাপুরে আগেই শত্রুঘন।
করলেন বন্দনা গিয়ে রামের শ্রীচরণ॥
আলিঙ্গনে তুষ্ট তখন করলেন রাম তাঁয়।
বললেন তার পরে খুলে নিজের অভিপ্রায়॥
শুনেই তাহা করযোড়ে কন শত্রুঘন।
'আমিও যাবো সঙ্গে, দাদা, করিয়াছি মন॥
শেষ করেছি কার্য্য তাতেই—ঝঞ্ঝাট আর নাই।
দুই ছেলেরে রাজ্য বেঁটে দিয়ে এলেম তাই॥'
শত্রুঘ্নের কথা শুনে তুষ্ট হলেন রাম।
চিন্তা এখন আর কিছু নাই—চিন্তা পরিণাম॥

রামচন্দ্রাদির স্বর্গারোহণ

রাত পোহাল রাম রঘুবর আজকে যাবেন বন।
বশিষ্ঠাদি মুনি দিলেন করে আয়োজন॥
অগ্নিহোত্র বাজপেয়-ছত্র চলে আগে।
ভরতাদি চলেন লয়ে রামকে পুরোভাগে॥
পট্টবস্ত্র উত্তরীয় আজি রামের সাজ।
আঙুলে তাঁর পাচ্ছে শোভা কুশাঙ্গুরী আজ॥
বেদমন্ত্র হর্ষে পড়েন উদাত্তাদি স্বরে।
সম্ভ্রমে আজ স্বর্গ যেন আসছে কাছে সরে॥

আধেক যোজন চেয়ে বেশী গেলে কিছুদূরে।
দেখা গেল পুণ্যতোয়া সলিল সরযূর॥
তার যেখানে করবেন রাম দেহ পরিহার।
ক্রমে গিয়ে হাজির হলেন সন্নিকটে তার॥
ইন্দ্রিয় সব নিরোধ করে অতি ধীরে ধীরে।
নামেন রঘুপতি তখন সেই সরযূর নীরে॥
ব্রহ্মা এলেন তখন সেথা—উজল আকাশ-পথ।
দেবতারা সব এলেন—এলো কোটি কোটি রথ॥
গন্ধ ঢালি চৌদিকে বয় মন্দ সমীরণ।
অবিশ্রান্ত লাগলো হতে পুষ্প-বরিষণ॥
তখন তাঁরা উঠলেন গে নিজ নিজ রথে।
তাঁদের নিয়ে নিমেষে রথ চললো আকাশ-পথে॥
রাবণ বধি হরণ করি এই ধরণীর ভার।
চললেন বৈকুণ্ঠে হরি স্বস্থানে আবার॥